কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম)

মোটর ড্রাইভিং

লেভেল-০৩

মডিউল: সুশৃঙ্খল ট্রাফিক সিস্টেমে ড্রাইভ করন

(Module: Driving in an Orderly Traffic System)

কোড: CBLM-OU-LE-DRV-03-L3-BN-V1

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ।
১১-১২ তলা, বিনিয়োগ ভবন
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ইমেইল: ec@nsda.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.nsda.gov.bd
ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল: http:\\skillsportal.gov.bd

এই কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালটির (সিবিএলএম) স্বত্ব জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর নিকট সংরক্ষিত। এনএসডিএ-এর যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত অন্য কেউ বা অন্য কোন পক্ষ এ সিবিএলএমটির কোন রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে না।

“সুশৃঙ্খল ট্রাফিক সিস্টেমে ড্রাইভ করা” সিবিএলএমটি এনএসডিএ কর্তৃক অনুমোদিত মোটর ড্রাইভিং লেভেল-৩ অকুপেশনের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মোটর ড্রাইভিং লেভেল-৩ স্ট্যান্ডার্ডটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি প্রশিক্ষার্থী, প্রশিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ডকুমেন্ট।

এ ডকুমেন্টটি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক/পেশাজীবীর দ্বরা এনএসডিএ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

এনএসডিএ স্বীকৃত দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি-এনজিও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোটর ড্রাইভিং লেভেল-৩ কোর্সের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য এ সিবিএলএমটি ব্যবহার করতে পারবে।

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা

এই মডিউলে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো প্রশিক্ষণার্থীকে সম্পন্ন করতে হবে। মোটর ড্রাইভিং এর অন্যতম ইউনিট হচ্ছে সুশৃঙ্খল ট্রাফিক সিস্টেমে ড্রাইভ করা। এই মডিউল সফলভাবে শেষ করলে আপনি গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন, রোড সিস্টেম নেভিগেট করতে পারবেন, ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ পারবেন, ট্র্যাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারবেন, ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারবেন, লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করতে পারবেন। একজন দক্ষ কর্মীর জন্য যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন তা এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই মডিউলে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য আপনাকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এইসব কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে বা অন্যত্র সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ণিত শিখনফল তথা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশিষ্ট অনুশীলন ও সম্পন্ন করতে হবে।

শিখন কার্যক্রমের ধারা জানার জন্য "শিখন কার্যক্রম" অংশটি অনুসরণ করুন। ধারাবাহিকভাবে জানার জন্য সূচিপত্র, তথ্যপত্র, কার্যক্রম পত্র, শিখন কার্যক্রম, শিখনফল এবং উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পাঠের সাথে সঠিক সহায়ক উপাদান সম্পর্কে জানার জন্যে শিখন কার্যক্রম অংশটি দেখতে হবে। এই শিখন কার্যক্রম অংশ আপনার সক্ষমতা অর্জন অনুশীলনের রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে।

তথ্যপত্রটি পড়ুন। এতে কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার ধারণা পাওয়া যাবে। 'তথ্যপত্রটি' পড়া শেষ করে 'সেলফ চেক শীট' এ উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। শিখন গাইডের তথ্যপত্রটি অনুসরণ করে 'সেলফ চেক শিট' সমাপ্ত করুন। 'সেলফ চেক' শীটে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক হয়েছে কি না তা জানার জন্য 'উত্তর পত্র' দেখুন।

জব শীটে নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করুন। এখানেই আপনি নতুন সক্ষমতা অর্জনের পথে আপনার নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

এই মডিউল অনুযায়ী কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে ফ্যাসিলিটেটরকে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবেন না।

এই শিখন গাইডে নির্দেশিত সকল কাজ শেষ করার পর অর্জিত সক্ষমতা মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হবেন যে, আপনি পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য কতটুকু উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় সব সক্ষমতা অর্জন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য মডিউলের শেষে সক্ষমতা মান এর একটি চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি কেবলমাত্র আপনার নিজের জন্য।

---------- তারিখে অনুষ্ঠিত ---------- সভায় অনুমোদিত।

সুচিপত্র

কপিরাইট ii
সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা iv
মডিউলের বিষয়বস্তু ১০
শিখনফল - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে ১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ১ : গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা ১৪
ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা ১৫
সেলফ চেক (Self Check) - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা ৩২
উত্তরপত্র (Answer Key) - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা ৩৩
জব-শিট (Job Sheet) - ১.১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করণ। ৩৫
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ১.১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করণ। ৩৬
শিখনফল - ২: রোড সিস্টেম নেভিগেট করতে পারবে ৩৭
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ২: রোড সিস্টেম নেভিগেট করা ৩৮
ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা ৩৯
সেলফ চেক (Self Check)-২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা ৫৫
উত্তরপত্র (Answer key)-২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা ৫৬
জব শিট (Job Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করণ। ৫৮
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করণ। ৫৯
শিখনফল - ৩: ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করতে পারবে ৬০
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৩: ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা ৬১
ইনফরমেশন শিট (Information sheet): ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা ৬২
সেলফ চেক (Self Check) - ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা ৮১
উত্তরপত্র (Answer Key) - ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা ৮২
জব শিট (Job Sheet) - ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ। ৮৪
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ। ৮৫
জব শিট (Job Sheet) - ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা। ৮৬
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা। ৮৭
শিখনফল - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারবে ৮৮
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা ৯০
ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা ৯১
সেলফ চেক (Self Check) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা ১০৪
উত্তরপত্র (Answer Key) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা ১০৫
জব শিট (Job Sheet) - ৪.১ কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ করা ১০৭
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৪.১ কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ করা। ১০৮
শিখনফল - ৫: ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারবে ১০৯
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৫: ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা ১১২

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা.....১১৩
সেলফ চেক (Self Check) - ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা.....১২২
উত্তরপত্র (Answer Key) - ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা..... ১২৩
জব শিট (Job Sheet) – ৫.১ এমার্জেন্সিতে লেন পরিবর্তন করা.....১২৫
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) – ৫.১ এমার্জেন্সিতে লেন পরিবর্তন করা ১২৬
শিখনফল-৬: লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করতে পারবে ১২৭
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৬: লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা..... ১২৮
ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা.....১২৯
সেলফ চেক (Self Check) - ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা ১৩৮
উত্তরপত্র (Answer Key) - ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা..... ১৩৯
জব শিট (Job Sheet)-৬.১ কুয়াশার মধ্যে ড্রাইভিং পরিচালনা করা..... ১৪১
স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৬.১ কুয়াশার মধ্যে ড্রাইভিং পরিচালনা করা। ১৪২
দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency).....১৪৩

মডিউলের বিষয়বস্তু

ইউনিট অব কম্পিটেন্সি	সুশৃঙ্খল ট্রাফিক সিস্টেমে ড্রাইভ কর (Driving in Orderly Traffic System)।
ইউনিট কোড	**OU-LE-DRV-03-L3-BN-V1**
মডিউল শিরোনাম	সুশৃঙ্খল ট্রাফিক সিস্টেমে ড্রাইভ করা
মডিউল ডিসক্রিপশন	এই মডিউলটিতে মোটর ড্রাইভিং এর সাথে সম্পৃক্ত নিরাপত্তা বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ (কেএসএ) সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এতে গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার, রোড সিস্টেম নেভিগেট করা, ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ, ট্র্যাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যাওয়া, ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালানো, লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করার দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দক্ষতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নমিনাল সময়	৭৬ ঘন্টা
শিখনফল	১. গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে। ২. রোড সিস্টেম নেভিগেট করতে পারবে। ৩. ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ পারবে। ৪. ট্র্যাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারবে। ৫. ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারবে। ৬. লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করতে পারবে।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া:

১. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সোজা সামনে দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়েছে।
২. মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে এবং পিছনের ব্লাইন্ড স্পটের উপর নজর রেখে গাড়ি ট্র্যাফিকে প্রবেশ করতে বা বের হতে সক্ষম হয়েছে।
৩. মিররগুলিতে চেক করে, গতি সামঞ্জস্য করে, এবং যথাযথ গিয়ার/ ব্রেক নির্বাচন করে ট্রাফিক জোনে প্রবেশের আগে যানটি গতি কমাতে বা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।
৪. মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে, গতি সামঞ্জস্য করে এবং গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়ি টার্ন করাতে সক্ষম হয়েছে।
৫. মিররগুলিতে চেক করে, প্রয়োজনমত ব্রেক ব্যবহার এবং গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়িকে বাঁকাপথে (Curve) প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে।
৬. মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে, গতি সামঞ্জস্য করে এবং প্রয়োজনমত গিয়ারগুলি পরিবর্তন করে ওভারটেকিং সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।
৭. ভ্রমণের জন্য একটি রুট পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয়েছে।
৮. পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।
৯. গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য রোড সাইন ও রোড মার্কার ব্যাবহার করতে সক্ষম হয়েছে।
১০. নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে।

১১. ট্রাফিক সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের নিয়মানুসারে ট্রাফিক নিয়মকানুনগুলি চিহ্নিত এবং অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে।
১২. আইন অনুযায়ী লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন মেইনটেইন করতে সক্ষম হয়েছে।
১৩. কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে।
১৪. অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে।
১৫. প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ট্রাফিক এবং রাস্তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন রয়েছে এমন একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে।
১৬. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে ট্রাফিকে ড্রাইভিং কৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে।
১৭. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে বিশেষ ইভেন্টগুলি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।
১৮. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে পথচারীদের রেসপন্স করতে সক্ষম হয়েছে।
১৯. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে কম গতির যানবাহনগুলিকে রেসপন্স করতে সক্ষম হয়েছে।
২০. ট্রাফিক পরিস্থিতিতে এমন ভাবে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে যে অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ট্রাফিকে চলমান থাকতে কোন পরিবর্তন করতে হয়নি।
২১. সমস্যা জানার পর উপযুক্ত সময়ে সংঘর্ষ এড়াতে নিরাপদ এবং আইনসম্মত অপশন বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে।
২২. অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা করেছেন।
২৩. উদ্‌ভূত পরিস্থিতিতে সাবলীলভাবে এক্সিলারেটর থেকে পা তুলে মসৃণভাবে ব্রেক ব্যবহার করে গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।
২৪. লো-ভিশন সিচুয়েশনে গতি এমনভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়েছে যেন স্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন দূরত্বের ভিতরে গাড়ি থামানো সম্ভব।
২৫. স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হেডলাইট ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।
২৬. গাড়ি চালনার সময় রাতে উজ্জ্বল আলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।
২৭. রাতে চালানোর জন্য গাড়ি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে।

শিখনফল - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সোজা সামনে দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২. মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে এবং পিছনের ব্লাইন্ড স্পটের উপর নজর রেখে গাড়ি ট্র্যাফিকে প্রবেশ করতে বা বের হতে সক্ষম হয়েছে। ৩. মিররগুলিতে চেক করে, গতি সামঞ্জস্য করে, এবং যথাযথ গিয়ার/ ব্রেক নির্বাচন করে ট্রাফিক জোনে প্রবেশের আগে যানটি গতি কমাতে বা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। ৪. মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে, গতি সামঞ্জস্য করে এবং গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়ি টার্ন করাতে সক্ষম হয়েছে। ৫. মিররগুলিতে চেক করে, প্রয়োজনমত ব্রেক ব্যবহার এবং গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়িকে বাঁকাপথে (Curve) প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। ৬. মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে, গতি সামঞ্জস্য করে এবং প্রয়োজনমত গিয়ারগুলি পরিবর্তন করে ওভারটেকিং সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সোজা সামনে দৃষ্টি রাখা। ২. ট্র্যাফিকে প্রবেশ করা ও বের হওয়া। ৩. ট্রাফিক ▪ ইন্টারসেকশন ▪ লেন এন্ডিং এবং মার্জ ▪ ট্রাফিক প্রবাহে প্রবেশ এবং বের হওয়া ▪ ইউ-টার্ন ▪ ফ্রি-ওয়েতে প্রবেশ এবং বের হওয়া ▪ এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করা। ৪. ট্রাফিক জোনে প্রবেশের আগে যানটি গতি কমানো বা বন্ধ করা। ৫. ট্রাফিক জোন ▪ ইন্টারসেকশন ▪ রাউন্ডএ্যাবাউটস ▪ ক্রসিং ➢ পথচারী ক্রসিং ➢ পেলিক্যান ক্রসিং ➢ রেলপথ ক্রসিং ▪ পথচারী (Pedestrians) ▪ সাইক্লিস্ট ▪ পার্ক করা বা থেমে থাকা গাড়ি ▪ রাস্তার কাজ

	৬. গাড়ি টার্ন করা। ৭. গাড়ি বাঁকাপথে (Curve) প্রবেশ করা। ৮. ওভারটেকিং সম্পন্ন করা। ৯. নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালানো। ১০. হর্নের প্রয়োগ করা।
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. মোটরযান চালনার সময় রাস্তায় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা)Discussion(২. উপস্থাপন)Presentation(৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন)Guided Practice(৫. মাথাখাটানো)Brainstorming(
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ১ : গাড়ি চালনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ১: গাড়ি চালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ১ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব-শিট (Job Sheet)- ১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করণ।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করতে পারবে

১.১ রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় রক্ষণাত্মক গাড়ি চালানো এবং দৃষ্টি রাখা সম্পর্কে জানতে পারবে।
১.২ ট্র্যাফিকে প্রবেশ করা ও বের হওয়া জানতে পারবে।
১.৩ ট্রাফিক
- ইন্টারসেকশন
- লেন এন্ডিং এবং মার্জ
- ট্রাফিক প্রবাহে প্রবেশ এবং বের হওয়া
- ইউ-টার্ন
- ফ্রি-ওয়েতে প্রবেশ এবং বের হওয়া
- এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করা সম্পর্কে জানতে পারবে।

১.৪ ট্রাফিক জোনে প্রবেশের আগে যানটি গতি কমানো বা বন্ধ করা জানতে পারবে।
- ইন্টারসেকশন
- রাউন্ডএ্যাবাউটস
- ক্রসিং
  - পথচারী ক্রসিং
  - পেলিক্যান ক্রসিং
  - রেলপথ ক্রসিং
- পথচারী (Pedestrians)
- সাইক্লিস্ট
- পার্ক করা বা থেমে থাকা গাড়ি
- রাস্তার কাজ ইত্যাদিতে গাড়ি চালানো জানতে পারবে।

১.৫ গাড়ি টার্ন করার নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবে।
১.৬ গাড়ি বাঁকাপথে (Curve) প্রবেশ করানো জানতে পারবে।
১.৭ ওভারটেকিং সম্পন্ন করার জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
১.৮ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালানোর কৌশল জানতে পারবে।

ভূমিকা:

প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। সেখানে চলাচল করে ৪০ লাখের বেশি গাড়ি। স্বল্প পরিসরে অপর্যাপ্ত রাস্তায় এত বিপুলসংখ্যক গাড়ির সুষ্ঠু চলাচলের জন্য সবার আগে প্রয়োজন গাড়িচালকের সচেতনতা ও নিয়মানুবর্তিতা। তাহলে দুর্ঘটনা যেমন কমে আসবে, সড়কেও ফিরবে শৃঙ্খলা। তাই গাড়ি চালানোর সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১.১ রক্ষণাত্মক গাড়িচালনা রপ্ত করা এবং চোখের দৃষ্টি

ব্যস্ত কোনো রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই রক্ষণাত্মক থাকতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই সবসময় সামনের দিকে নজর রাখতে হবে, প্রতি এক মিনিটে অন্তত ৬ বার লুকিং গ্লাসে দেখতে হবে পিছন থেকে কোন গাড়ি আসছে কিনা। আপনি হয়তো গাড়ি চালনায় পটু, কিন্তু আপনি জানেন না পাশের লেনের যে গাড়িটা আপনাকে ওভারটেক করতে চাইছে, সেই গাড়ির চালক গাড়িচালনায় দক্ষ কিনা।

ধরে নিতে হবে আপনি ছাড়া রাস্তায় অন্য কোনো দক্ষ গাড়িচালক নেই, তাই সব সময় সাবধান থাকতে হবে। গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। লেন পরিবর্তনের সময় যথেষ্ট জায়গা আছে কি না, দেখে নিতে হবে এবং অবশ্যই ইন্ডিকেটর (নির্দেশক) ব্যবহার করতে হবে।

গাড়ির চাকা কোন দিকে ঘুরে আছে, তা খেয়াল রাখতে হবে। রাস্তায় কোনো পথচারীকে পার হতে দেখলে তাকে আগে যেতে দিতে হবে। ওভারব্রিজ ব্যবহার করছে না বলে তাকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব আপনার নয়, অন্তত গাড়ি চালানোর সময় তো নয়ই। বরং আপনার দক্ষতায় নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনো পথচারী বেঁচে গেলে সেটা আপনার কৃতিত্ব। বৃষ্টির সময় গাড়ি চালাতে অধিক সাবধানে থাকতে হবে। ভেজা রাস্তায় জোরে ব্রেক কষলে চাকা পিছলে যাওয়ার (স্কিড করা) আশঙ্কা থাকে, যা দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ। অন্য কোনো চালক কোনো অনিরাপদ বা অন্যায় করলে তাকে অনুসরণ নয়, বরং এড়িয়ে চলতে হবে।

১.১.১ রক্ষণাত্মক গাড়ি চালনার কৌশল

- সিট বেল্ট পরিধান করতে হবে;
- কিছুক্ষণ পর পর গাড়ির লুকিং গ্লাস দেখতে হবে এবং পিছনের গাড়ির অবস্থান চেক করতে হবে;
- ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে হবে;
- রাস্তার ট্রাফিকের সাথে সামঞ্জস্য করে গাড়ির স্পীড বজায় রাখতে হবে;
- সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে লেন পরিবর্তন করতে হবে;
- সামনে বিপত্তি দেখলে বিছক্ষণতার সাথে প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

দক্ষতার সাথে গাড়ি চালনা করে মালামাল ও যাত্রী নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে পৌছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেন ড্রাইভারেরা। ছোট বা বড় যে কোন পরিবহনের পরিচালনা উপরই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যানের যাত্রীর জীবন বা মালামালের নিরাপত্তা। কাজেই একজন ড্রাইভারের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার পর কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রেখে গাড়ি চালাতে হয়।

১.২ রাস্তায় বেরোনোর আগে

রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার সময় ফুয়েল ট্যাংক পরীক্ষা করে নিন। পর্যাপ্ত জ্বালানি না থাকলে আপনার প্রথম গন্তব্য হোক ফুয়েল পাম্প। গাড়ির চাকায় হাওয়া আছে কি না, পরীক্ষা করে নিন। রেডিয়েটর আর ব্যাটারিতে পানি আছে কি না দেখে নিন। অবশ্যই গাড়িতে পানি রাখবেন, সেটি নিজে পান করার জন্যই হোক আর রেডিয়েটরে ঢালার জন্যই হোক। সব বাতি পরীক্ষা করে নিন, হাই বিম জ্বলে থাকলে তা বন্ধ করুন। গাড়িতে কোনো আবর্জনা থাকলে তা আগেই ফেলে দিয়ে ভেতরটা পরিষ্কার করে নিন।

১.২.১ মোটরযান চেক-আপ

মোটরযান চালনার পূর্বে যানবাহনের ম্যানুফেকচার স্ট্যান্ডার্ড বা নির্মাতাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই চেক করতে হবে-

- জ্বালানী বা ইঞ্জিন ওয়েল,
- রেডিয়েটরের পানি,
- ব্যাটারীর পানি,
- টায়ার প্রেসার,
- ব্রেক ও ব্রেক ওয়েল,
- স্টিয়ারিং,
- ক্লাচ,
- গাড়ির লাইটসমূহ,
- ইন্ডিকেটরসমূহ ইত্যাদি।

১.২.২ এয়ার প্রেসার মিটারের সাহায্যে টায়ারের প্রেসার চেক এই মিটারের সাহায্যে টায়ারের এয়ার প্রেসার মাপা হয়ে থাকে। এয়ার প্রেসার মাপার জন্য মিটারের সাথে লাগানো অংশটি টায়ারের ভালবের সাথে লাগিয়ে খুব সহজে টায়ারের এয়ার প্রেসার পরিমাপ করা যায়। এজন্য অবশ্যই গাড়ির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টায়ারের আদর্শ চাপ জেনে নিতে হবে।

টায়ারের প্রেসার চেক

১.২.৩ ব্রেকিং সিস্টেম যেহেতু মোটরগাড়ি সঠিকভাবে থামানোর একমাত্র মাধ্যম এই ব্রেক সিস্টেম, তাই প্রতিবার গাড়ি বের করার সময় এর অংশগুলি ঠিক আছে কিনা তা ভালভাবে যাচাই করতে হবে। ব্রেক ওয়েলের মান ও পরিমান যাচাই করে নিতে হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত সমস্যাগুলি দেখা দিলে দ্রুত সার্ভিসিং করাতে হবে।

- ব্রেক সঠিকভাবে কাজ না করলে;
- ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিলে তা একেবারে মেঝে পর্যন্ত নেমে গেলে;
- ব্রেক করার সময় তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলে;
- কোন ধরনের গন্ধ বের হলে;
- ব্রেক করলে গাড়ি কোন একদিকে ঘুরে গেলে।

১.২.৪ বাহ্যিকভাবে মোটরগাড়ি নিরীক্ষণ

লাইট: মোটরগাড়ি চালনার আগে এর সকল লাইটসমূহের (হেডলাইট, হাই-বীম লাইট, লো-বীম লাইট, টার্ন সিগন্যাল, ব্রেক লাইট, পার্কিং লাইট, রিভার্স লাইট, ফগ লাইট) কার্যকারীতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। এছাড়া রাতে গাড়ি চালনার সময় দেখতে সমস্যা হলে দ্রুত সার্ভিসিং করাতে হবে।

সিগন্যাল লাইট

১.২.৫ **উইন্ডশিল্ড, ওয়াইপার, জানালা বা উইন্ডো** মোটরগাড়ির উইন্ডশিল্ড বা জানালায় ধুলা-বালি থাকলে চালনার সময় সূর্যের আলো বা অন্য গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই উইন্ডশিল্ড ও জানালা বা উইন্ডো দিয়ে যেন স্পষ্টভাবে সবকিছু দেখা যায়, সেজন্য গাড়ি চালনার পূর্বে সকল কাঁচ ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে এবং ওয়াইপার ঠিকমত কাজ করছে কিনা চেক করতে হবে।

ওয়াইপার

১.২.৬ **টায়ার** মোটরগাড়ি চালনার পূর্বে টায়ারের প্রেসার এবং ট্রেড বা খাঁজের গভীরতা গাড়ির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

এছাড়া নিম্নোক্ত সমস্যাগুলি দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রয়োজনে সার্ভিসিং করাতে হবে।

- টায়ারগুলি ব্যালেন্স করা না থাকলে;
- চলন্ত অবস্থায় গাড়ি যদি বেশি বাউন্স করে;
- গাড়ি যেকোন একদিকে তুলনামূলক বেশি ঘুরে গেলে;
- টায়ার বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে।

টায়ার থ্রেড চেক

১.২.৭গাড়ি চালনার কৌশল

আমাদের দেশের বেশির ভাগ সড়ক দূর্ঘটনা চালকের ভুলের কারনে হয়ে থাকে। একারনে গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই চালককে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে-

- মনোযোগ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি চালানো ক্ষেত্রে । মনোযোগ হারায় এমন কিছু এড়িয়ে চলতে হবে।
- গাড়ি চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।
- যাত্রা শুরু করার পূর্বে নিজের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারন করতে হবে।
- নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- গান শোনা, মোবাইল ফোনে কথা বলা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকতে হবে ড্রাইভিং এর সময়।
- যাত্রাপথে কি কি সমস্যার সম্মুখিন হবার সম্ভাবনা থাকে তা অনুমান করতে হবে।
- হাইওয়ে কোড অনুযায়ী সময়োপযোগী, পরিষ্কার এবং সঠিক সংকেত ব্যবহার করতে হবে।
- অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
- অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের প্রতি আক্রমণাত্মক বা নেতিবাচক আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে।
- সড়কের কন্ডিশন অনুযায়ী নিরাপদ গতিসীমায় গাড়ি চালাতে হবে।
  সড়কে নিজের অবস্থান বিচক্ষণতার সাথে ঠিক করে নিতে হবে।

১.৩ ট্র্যাফিকে প্রবেশ করা ও বের হওয়া

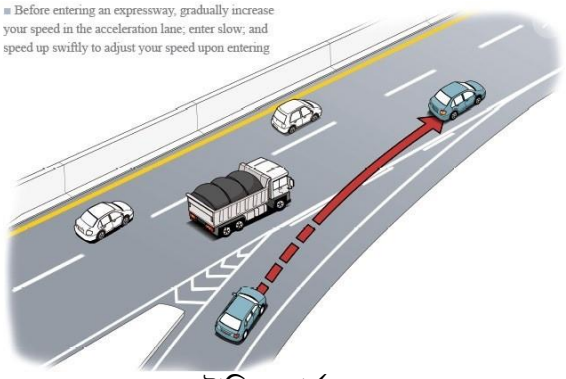

ট্রাফিক মার্জ

ট্রাফিক এরিয়াতে গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই বাম এবং ডান পাশের লুকিং গ্লাসে খেয়াল রাখতে হবে। লুকিং গ্লাসে দেখে, সিগনাল ব্যবহার করে এবং পিছনের ব্লাইন্ড স্পট দেখে গাড়িটি ট্রাফিকের ভিতিরে নিয়ে যাওয়া এবং বাহির করতে হবে।

ক. **ব্লাইন্ড স্পট**

ব্লাইন্ড স্পট হচ্ছে গাড়ি চালনা অবস্থায় গাড়ির ডান, বাম এবং সামনের পিছনের এমন সব জায়গা যেটি গাড়ির দুই পাশের লুকিং গ্লাসে এবং চোখে দেখা যায় না। পিছনে গাড়ি আছে কিনা লুকিং গ্লাসে দেখে গাড়ি স্লো করে পিছনের ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল করে গাড়ির লেইন পরিবর্তন, ইউ-টার্ণ, মোড় নেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়।

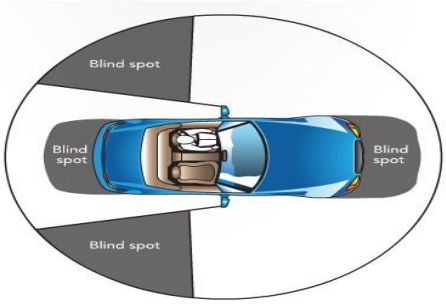

ব্লাইন্ড স্পট

খ. **ইন্টারসেকশন বা জাংশন**

একটি ইন্টারসেকশন বা জাংশন হচ্ছে চলাচলের রাস্তার এমন একটা স্থান যেখানে দুই বা ততোধিক রাস্তা মিলিত হয়েছে বা একটি রাস্তা অন্য একটি রাস্তাকে ক্রস করে চলে গিয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন যায়গায় এই ইন্টারসেকশন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিজ বা টানেলের ব্যবহার করা হয়। প্রধান প্রধান ইন্টারসেকশনগুলো ট্রাফিক লেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন এবং লেন নকশা শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

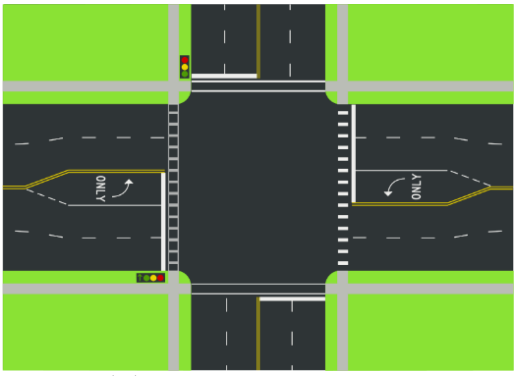

ইন্টারসেকশন বা জাংশন

গ. **লেন এন্ডিং এবং মার্জ**

লেন এন্ডিং হচ্ছে রাস্তার একাধিক লেইনের মধ্যে কোন লেইন বন্ধ করে দেওয়া বা স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকা, অর্থাৎ কোন লেইনের শেষ প্রান্তকেই লেন এন্ডিং বলে। লেইন এন্ডিং স্থায়ীভাবেও হতে পারে বা রাস্তার কাজের জন্য বন্ধ করাও যেতে পারে।

ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

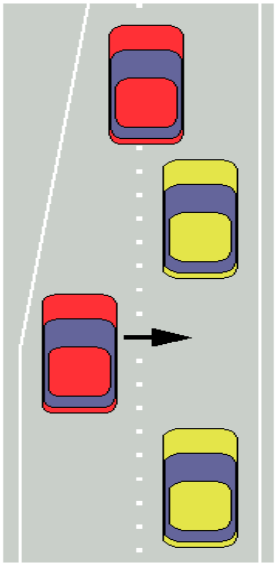
লেন এন্ডিং এবং মার্জ

ঘ. **ইউ-টার্ন**

ড্রাইভিংয়ে একটি ইউ-টার্ন বলতে বোঝায় ভ্রমণের বিপরীত দিকে যাওয়ার জন্য ১৮০ ডিগ্রী মোড় নেওয়া। এটিকে একটি "ইউ-টার্ন" বলা হয় কারণ টার্নটি ট অক্ষরের মতো দেখায়। কিছু এলাকায় ইউ-টার্ন নিষেধ, অনেক ক্ষেত্রে এটিকে একটি সাধারণ বাঁক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অনেক এলাকায় লেনের মাঝে মাঝে "ইউ-টার্ন অনুমোদিত" বা এমনকি "শুধু ইউ-টার্ন" হিসাবে চিহ্নিত করা হয় চিহ্নিত করা আছে যাতে গাড়ি চালনার সময় পিছনে যেতে চাইলে ইউ-টার্ন নিতে পারে। কোথাও কোথাও, একটি দুই লেইনের হাইওয়েতে বিশেষ ইউ-টার্ন র‍্যাম্প রয়েছে যা ট্রাফিককে একটি ইউ-টার্ন করার

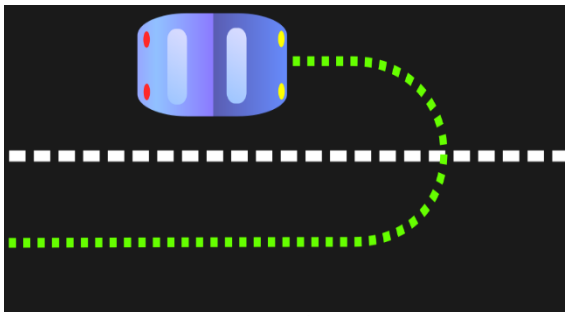
ইউ-টার্ন

অনুমতি দেয়, যদিও প্রায়ই এর ব্যবহার শুধুমাত্র জরুরী কাজে এবং পুলিশের যানবাহনের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

ঙ. **ফ্রি-ওয়েতে প্রবেশ এবং বের হওয়া**

ফ্রিওয়েতে প্রবেশের পথগুলোতে সাধারণত প্রবেশ পথের র‍্যাম্প, এক্সিলারেশন লেন এবং মার্জ এরিয়া থাকে। একটি ফ্রিওয়েতে প্রবেশদ্বারের প্রথম এলাকা হল প্রবেশ পথ। যখন একটি ফ্রিওয়েতে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয় তখন ফ্রিওয়ে গাইড চিহ্নগুলি দেখতে হবে যা হাইওয়ের রুট নম্বর এবং দিক বা গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। সাধারণ রাস্তা থেকে হাইওয়েতে প্রবেশ করা অনেকটা এক লেইন থেকে অন্য লেনে প্রবেশ করার মত। আগে থেকে ইনডিকেটর চালু করে, পিছন থেকে আসা গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করে তারপর এক্সিলারেশন লেন থেকে মেইন হাইওয়েতে প্রবেশ করতে হবে। অবশ্যই ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল রাখতে হবে।

এক্সপ্রেসওয়ে ছেড়ে যাওয়ার সময় একজন চালক যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুলটি করতে পারেন তা হল প্রস্থানের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি না নেওয়া। গাড়ির ইনডিকেটর টার্ন-অফের অন্তত এক মাইল আগে থেকে চালু করতে হবে, তাই শেষ মিনিটে এসে এরকম ভুল করার কোন সুযোগ নেই। যদি একটি অপরিচিত রুটে ভ্রমণ করেন, তাহলে যাত্রার পরিকল্পনা করতে ভুলবেন না এবং সময়ের আগে দূরত্ব চেক করতে হবে। লুকিং গ্লাস দেখে, গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করে হাইওয়ে থেকে পাশের রাস্তায় প্রবেশ করতে হবে।

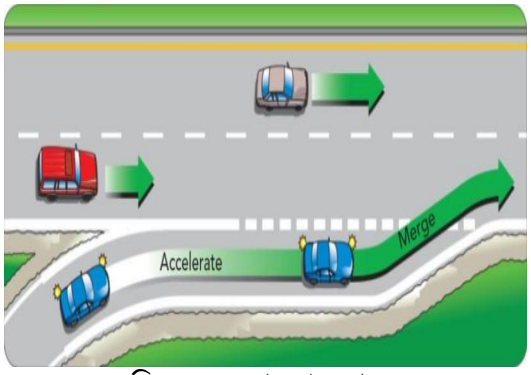

ফ্রি-ওয়েতে প্রবেশ করা

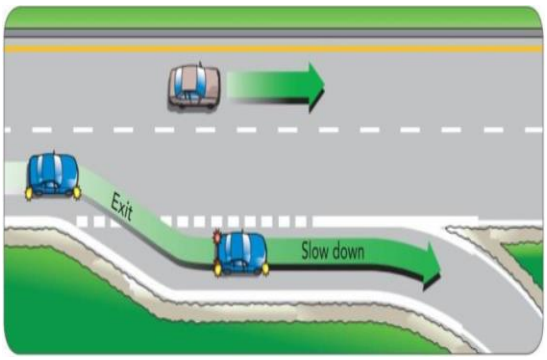

ফ্রি-ওয়েতে বের হওয়া

চ. **এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করা**

এমারজেন্সি গাড়ি বলতে সাধারণত এম্বুলেন্স, লাশবাহী গাড়ি, ফায়ার সার্ভিস এবং বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি ইত্যাদিকে বুঝায়। রাস্তায় চলাচলের সময় এসকল গাড়িকে আগে যাওয়ার জন্য লেইন ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাস্তায় জরুরী যানবাহনের উপস্থিতি সম্পর্কে গাড়িচালকদের সতর্ক করার জন্য জরুরী যানবাহন সাইনও ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দেখলে মোটরযান চালককে জরুরী যানবাহনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসকল এমারজেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি নিচে আলোচনা করা হল।

যখন রাস্তায় একটি এমারজেন্সি গাড়ি বন্ধ অবস্থায় দেখা যাবে

- গাড়ির গতি কমাতে হবে এবং সম্ভব হলে একটি লেনের উপর দিয়ে যেতে হবে। যদি ট্র্যাফিক বা অন্যান্য অবস্থায় আপনাকে লেন পরিবর্তন করতে বাধা দেয় তাহলে অবশ্যই ধীর গতিতে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে আপনার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করতে হবে।

যখন একটি এমারজেন্সি গাড়ি এগিয়ে আসছে দেখবেন

- রাস্তার সাইডে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, ইন্টারসেকশন সমূহ খালি করে দিতে হবে এমারজেন্সি গাড়ি সহজে প্রবেশ করার জন্য এবং প্রয়োজনে থামতে হবে।
- এমারজেন্সি গাড়িটি পাস না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে হবে সেখানে আরও বেশ কিছু এমারজেন্সি গাড়ি থাকতে পারে।
- ব্রেকের উপর একটি পা রেখে ব্রেক চাপতে হবে যাতে ব্রেক লাইট এমারজেন্সি গাড়ির চালকদের জানাতে পারে যে আপনি থামছেন।
- ফ্ল্যাশিং সতর্কতা বাতি বা হ্যাজার্ড লাইট প্রদর্শন করে এবং সাইরেন বাজিয়ে যেকোনো চলন্ত এমারজেন্সি গাড়ির অন্তত ৫০০ ফুট পিছনে থাকতে হবে। ট্র্যাফিক লাইটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য কখনই এমারজেন্সি গাড়ির পিছনে দৌড়ানো যাবে না।
- ফ্ল্যাশিং লাইট প্রদর্শন করে চলমান এমারজেন্সি গাড়ি কখনই পাস করা যাবে না যদি না পুলিশ অফিসার বা জরুরী কর্মীদের দ্বারা তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরকম কিছু সহজ নিয়ম অনুসরণ করে, এমারজেন্সি কর্মীদের দ্রুত এবং নিরাপদে ঘটনাস্থলে যেতে সাহায্য করা সম্ভব।

১.৪ ট্রাফিক জোন

গাড়ি চালনার সময় ট্রাফিক অঞ্চলে প্রবেশের আগে লুকিং গ্লাস চেক করা অত্যন্ত জরুরী, গতি সামঞ্জস্য করে এবং যথাযথ গিয়ার/ব্রেক নির্বাচন করে যানবাহন ধীরে ধীরে আগাতে হবে বা থামাতে হবে। ট্রাফিক নিয়মনীতি মেনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ক. ইন্টারসেকশন বা জাংশন

একটি ইন্টারসেকশন বা জাংশন হচ্ছে চলাচলের রাস্তার এমন একটা স্থান যেখানে দুই বা ততোধিক রাস্তা মিলিত হয়েছে বা একটি রাস্তা অন্য একটি রাস্তাকে ক্রস করে চলে গিয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন যায়গায় এই ইন্টারসেকশন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিজ বা টানেলের ব্যবহার করা হয়। প্রধান প্রধান ইন্টারসেকশনগুলো সাধারণত ট্রাফিক লেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন এবং লেন নকশা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

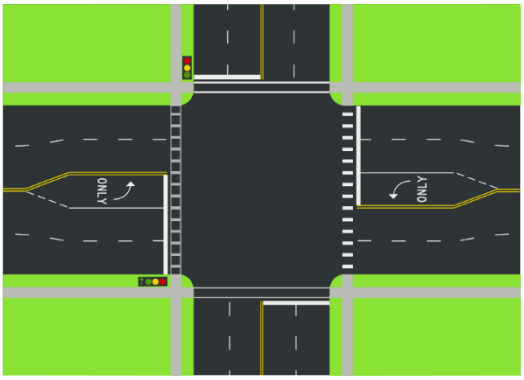

ইন্টারসেকশন বা জাংশন

খ. রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর

আধুনিক রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর হল একটি বৃত্তাকার সংযোগস্থল যা এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ থাকে রাস্তায়। যখন একজন চালক একটি গোলচত্বরের কাছে যাবে, তখন অবশ্যই গাড়ির গতি কমাতে হবে বা থামতে হবে যাতে ইতিমধ্যেই গোলচত্বরে থাকা সমস্ত যানবাহনকে পথ দিতে হবে। এর অর্থ হল ডানদিকের গোলচত্বরে থাকা যানবাহনগুলিকে পথ দেওয়া এবং বাম দিক থেকে বা সরাসরি আপনার বিপরীত দিক থেকে যে যানবাহনগুলি গোলচত্বরে প্রবেশ করেছে তাদের পথ দেওয়া। গোলচত্বর ট্রাফিক কন্ট্রোলিং এ একটি ভাল উপায়। এটি একটি টি জাংশন থেকে অনেক ভালভাবে ট্রাফিক চালু রাখতে পারে।

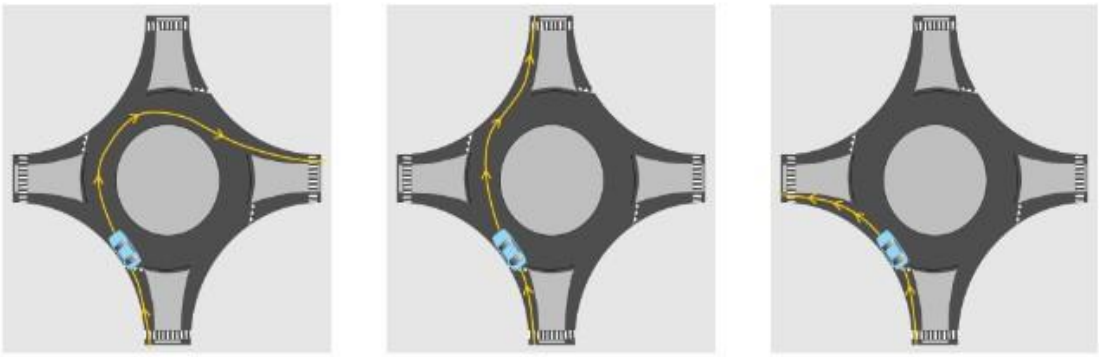

রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর

গ. **ক্রসিং**

ক্রসিং একটি রাস্তার একটি বিশেষ জায়গা যেখানে মানুষের হেঁটে রাস্তা পারাপার হওয়ার জন্য ট্র্যাফিক বন্ধ করতে হয়। এই বিশেষ জায়গাগুলোতে ট্রাফিক সিগনালের মাধ্যমে গাড়ি থামানো হয় এবং মানুষদের রাস্তা পারাপারের জন্য আনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের দেশে কয়েক ধরণের ক্রসিং আছে।

- পথচারী ক্রসিং
- পেলিক্যান ক্রসিং
- রেলপথ ক্রসিং

i. **পথচারী ক্রসিং**

একটি পথচারী ক্রসিং হল এমন একটি স্থান যা পথচারীদের রাস্তা বা এভিনিউ পার হওয়ার জন্য দেওয়া থাকে। এই ক্রসিংকে জেব্রা ক্রসিংও বলা হয়ে থাকে। রাস্তার আড়াআড়িভাবে দুই সাদা দাগের মাঝখানে যদি কোনাকুনিভাবে সাদা রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে তা জেব্রাক্রসিং বা পথচারী ক্রসিং এবং তা জনসাধারণের পারা-পারের জায়গা।

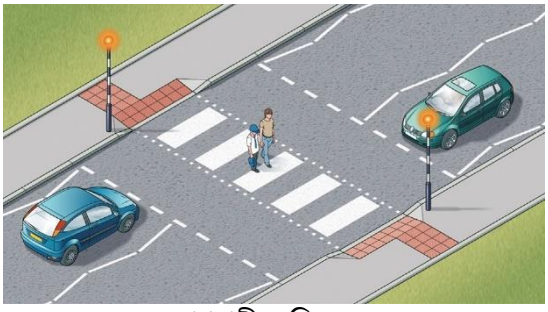

পথচারী ক্রসিং

ii. **পেলিক্যান ক্রসিং**

একটি পেলিক্যান ক্রসিং, বা প্রাচীনভাবে পেলিকন ক্রসিং (পেডেস্ট্রিয়ান লাইট নিয়ন্ত্রিত) হল পথচারী এবং যানবাহন উভয়ের জন্য ট্র্যাফিক সিগন্যাল সহ এক ধরণের পথচারী ক্রসিং, যা পথচারীদের জন্য সিগনাল দ্বারা সক্রিয় করা হয়, যেখানে রাস্তার পাশে পথচারীর রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সংকেত দেওয়া থাকে।

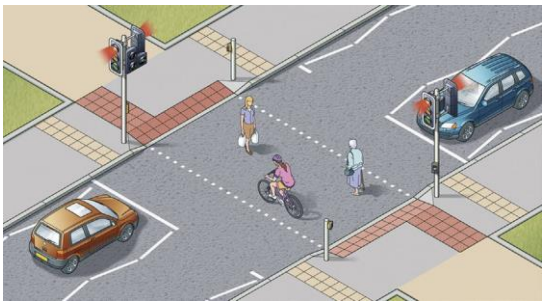

পেলিক্যান ক্রসিং

iii. **রেলপথ ক্রসিং বা লেভেল ক্রসিং**

রেলপথ ক্রসিং বা লেভেল ক্রসিং হল একটি ইন্টারসেকশন যেখানে একটি রেললাইনের রাস্তা, একটি গাড়ির পথ বা (বিরল পরিস্থিতিতে) বিমানবন্দরের রানওয়ে একই জায়গায় অতিক্রম করে। একটি ওভারপাস বা টানেল ব্যবহার করে রেললাইন অতিক্রম করার বিপরীতে এই ক্রসিং ব্যবহার করা হয়। ট্রেনের ব্রেকিং ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি ভর থাকে এবং একইভাবে রাস্তার যানবাহনের তুলনায় ব্রেকিং দূরত্বও অনেক বেশি। সাধারণত ট্রেন লেভেল ক্রসিংগুলিতে থামে না এবং আগে থেকেই ট্র্যাকগুলি পরিষ্কার করার জন্য যানবাহন এবং পথচারীদের সিগনাল মেনে থেমে যেতে হয়।

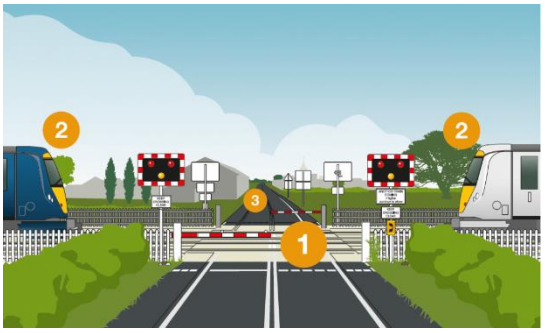

রেলপথ ক্রসিং বা লেভেল ক্রসিং

iv. **ওভারটেকিং**

ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে আগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়।

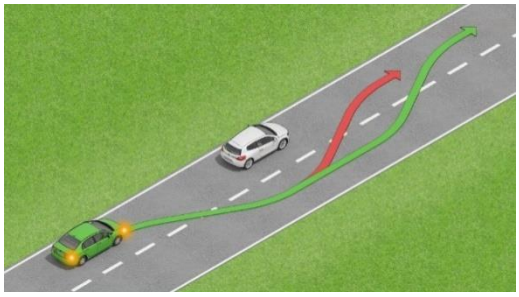

ওভারটেকিং

ওভারটেকিং করার জন্য মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অন্য গাড়ির চলমান দিক, দূরত্ব, গতি এবং গাড়ির ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন।

অন্য গাড়ির দূরত্ব নিয়ে সচেতন থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি চালনা শুরু করার সাথে সাথে আপনার আশপাশে কেমন ট্রাফিক আছে তা দেখে নেওয়া উচিত। এছাড়াও অন্য গাড়ির দূরত্ব বোঝার জন্য সামনের দিকে দেখতে থাকুন।

সঠিক রাস্তা নির্বাচন করে ওভারটেকিং এর চিন্তা করা। যেমন, রাস্তার মোড়ে কোন সময় ওভারটেকিং না করা।

ওভারটেকিং করার চিন্তা করলে আগে থেকেই টার্ন ইনডিকেটর চালু করে দিতে হবে। তারপর ব্লাইন্ড স্পট দেখে, আশেপাশের গাড়ি দেখে ওভারটেকিং করতে হবে।

ঘ. **পথচারী**

পথচারী হলেন এমন ব্যক্তি যাঁরা পায়ে হেঁটে বেড়ান, হাঁটছেন বা দৌড়াচ্ছেন। আধুনিক যুগে এই শব্দটি সাধারণত কাউকে রাস্তা বা ফুটপাতে হাঁটতে বোঝায় তবে ঐতিহাসিকভাবে এটি ছিল না। রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় গাড়ির সাথে সাথে পথচারীরাও চলাচল করে এবং পথচারীদের রাস্তায় চলাচলের সময় অবশ্যই ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলাচল করা প্রয়োজন। একইভাবে যানবাহনগুলোকে সিগনাল মেনে জেব্রা ক্রসিং এর মাধমে পথচারীদের রাস্তা পারাপার করার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া পথচারীরা ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করবেন যাতে যানবাহন চলাচলে কোন ধরণের সমস্যা না হয়।

পথচারী

ঙ. **সাইক্লিস্ট**

সাইক্লিস্টরাও ট্রাফিক এর একটা অংশ। গাড়ি এবং ট্রাকের সাথে রাস্তা ভাগ করে নেওয়া সাইকেল চালকের জীবনে একটি চ্যালেঞ্জ। আইনত, বাইসাইকেলের একই অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে যা অটোমোবাইল চালকেরা করে থাকে, তবুও প্রায়শই সাইকেল চালকদের রাস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখা হয়। সাইকেল চালকরা মোটর চালকদের মতো একই ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন বলে আশা করা হয়, তবুও তাদের অবশ্যই বড় দ্রুতগামী যানবাহনের সাথে মিশে যেতে হবে। একজন বুদ্ধিমান, নিরাপদ সাইক্লিস্ট হওয়ার জন্য আমদের ট্রাফিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে রাস্তা ব্যবহার এবং চলাফেরা করতে হবে।

সাইক্লিস্ট

চ. **পার্কড ভেহিক্যাল**

পার্ক করা যানবাহন বলতে বোঝায় এমন কোনো যানবাহন যা গতিশীল নয় এবং যা চালকের নিয়ন্ত্রণে নেই। রাস্তায় অনেক সময় বিভিন্ন যানবাহন পার্কিং করে রাখা হয় যাতে ট্রাফিকের অনেক সমস্যা হতে পারে। গাড়ি পার্ক করার সময় অবশ্যই নির্ধারিত জায়গায় পার্ক করা উচিত। ড্রাইভারের এই বিষয় মাথায় রাখা উচিত যে তার গাড়ির কারণে যেন অন্যের কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

পার্কড ভেহিক্যাল

ছ. রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন

রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন বলতে রাস্তার কাজ বুঝায়, যখন রাস্তার কিছু অংশ, বা কিছু ক্ষেত্রে, পুরো রাস্তাটিকে রাস্তার উন্নয়নের কাজের জন্য বন্ধ রাখা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাস্তার পৃষ্ঠ মেরামতের ক্ষেত্রে এই কাজ করা হয়। রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো কাজ যেমন ইউটিলিটি কাজ বা পাওয়ার লাইনের কাজ বোঝানো হয়। এই ধরণের রোডওয়ার্ক চলাকালীন ট্রাফিক ডাইভারশন করে অন্য পথে ট্রাফিক পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন

১.৫ টার্ন বা বাঁক নেওয়ার একজন ড্রাইভারের করণীয়

টার্ন নেওয়ার সময় লুকিং গ্লাস চেক করা, সংকেত ব্যবহার করা, গতি সামঞ্জস্য করা এবং গিয়ার পরিবর্তন করা একটি যানবাহন ঘোরানোর গুরুত্বপূর্ণ দিক, আসলে একটি গাড়িকে ঘুরানোর প্রক্রিয়ায় আরও কয়েকটি ধাপ জড়িত। কীভাবে নিরাপদে একটি গাড়ি টার্ন করতে বা ঘুরাতে হয় সে সম্পর্কে এখানে একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা রয়েছে-

টার্ন বা বাঁক নেওয়া

ক. রাস্তায় বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার পিছনে বা পাশে কোন যানবাহন বা বাঁধা নেই তা নিশ্চিত করতে আপনার রিয়ারভিউ মিরর এবং সাইড মিররগুলো চেক করুন। এটি আপনাকে কখন এবং কীভাবে টার্ন করতে হবে সে সম্পর্কে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

খ. আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল চালু করুন যাতে পিছনের গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারে আপনি টার্ন নিতে চান। এটি আপনার উদ্দেশ্যমূলক কৌশল যা অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করে।

গ. আপনি মোড়ের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার গাড়ির গতি কমাতে শুরু করুন। এটি আপনাকে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং নিরাপদে মোড় নিতে সাহায্য করবে।

ঘ. আপনি যে ধরণের বাঁক নিচ্ছেন তার জন্য উপযুক্ত লেনে আগে থেকেই আপনার গড়িটিকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যান। ডান দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, রাস্তার ডান দিকের কাছাকাছি থাকুন, এবং বাম দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, রাস্তার কেন্দ্রের দিকে থাকলে বাম দিকের লেনের দিকে অবস্থান করুন।

ঙ. বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার আশেপাশে কোন পথচারী বা সাইকেল আরোহী আছে কিনা চেক করে দেখুন। তাদের যাওয়ার জন্য আগে রাস্তা ছেড়ে দিন এবং প্রয়োজনে তাদের রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ দিন।

চ. আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে সামনে মোড় নেওয়া নিরাপদ, তারপর স্টিয়ারিং হুইলটি ভালভাবে ধরে এবং ধীরে ধীরে যেদিকে মোড় নেওয়ার উদ্দেশ্য সেই মোড়ের দিকে ঘুরতে শুরু করুন। পুরো টার্ন জুড়ে একটি নিয়ন্ত্রিত গতিসীমা বজায় রাখুন।

ছ. আপনি টার্ন নেওয়া শুরু করার সাথে সাথে আপনার কাঁধের উপরের দিকে আপনার মাথা অল্প ঘুরিয়ে দ্রুত আপনার পাশের ব্লাইন্ড স্পটটি চেক করুন কোন যানবাহন বা বিপত্তি আছে কিনা। এটি আপনাকে এমন কোনো যানবাহন বা বস্তু সনাক্ত করতে সাহায্য করবে যা আপনার লুকিং গ্লাসে দৃশ্যমান নাও হতে পারে।

জ. আপনি টার্ন নেওয়া শেষ করার সাথে সাথে উপযুক্ত লেনে থাকুন, নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্য লেনগুলিতে সাথে সাথেই যাচ্ছেন না।

ঝ. একবার আপনি টার্ন নেওয়া শেষ করে নতুন লেনে চলে গেলে, সেই লেনের ট্র্যাফিকের প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য ধীরে ধীরে আপনার গতি বাড়ান।

টার্ন নেওয়ার সময় সর্বদা স্থানীয় ট্রাফিক আইন এবং প্রবিধানগুলি মেনে চলার কথা মনে রাখবেন এবং আপনি যে নির্দিষ্ট রাস্তা এবং ট্র্যাফিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার উপর ভিত্তি করে আপনার ড্রাইভিং এর বিভিন্ন কৌশল সামঞ্জস্য করুন।

১.৫.১ ড্রাইভিং এ হর্নের সঠিক ব্যবহার করা

হর্ন একটি যানবাহনের একটি অপরিহার্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এবং এটি দায়িত্বের সাথে এবং বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। গাড়ি চালানোর সময় হর্নের সঠিক ব্যবহারের জন্য এখানে কিছু নির্দেশিকা রয়েছে;

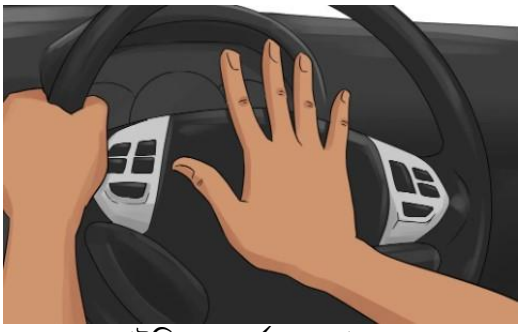

ড্রাইভিং এ হর্নের ব্যবহার

১.৫.২ জরুরী পরিস্থিতিতে হর্ণ বাজান

জরুরী পরিস্থিতিতে হর্ন ব্যবহার করা উচিত অন্যদের সতর্ক করার জন্য যেখানে দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি অন্য কোনো গাড়ি আপনার সাথে ধাক্কা খেতে থাকে বা কোনো পথচারী হঠাৎ রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে একটি ছোট, তীক্ষ্ণ হর্ন এর শব্দ তাদের সতর্ক করতে সাহায্য করতে পারে।

১.৫.৩ সতর্কীকরণ সংকেত দেওয়া

হর্নের শব্দ আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য ড্রাইভারদের জানাতে বা আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে একটি সতর্কতা সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ওভারটেক করার সময়, লেন পরিবর্তন করার সময় বা একত্রিত করার সময়, হর্নের শব্দ দ্রুত অন্যদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

১.৫.৪ অত্যধিক ব্যবহার এড়িয়ে চলা

হর্ন অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের উপর হতাশা, অধৈর্যতা বা রাগ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনীয়ভাবে হর্ন দেওয়া শব্দ দূষণ করতে পারে, উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং রাস্তায় একটি চাপপূর্ণ পরিবেশে তৈরী করতে পারে।

১.৫.৫ স্থানীয় বিধিবিধানকে সম্মান করা

বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের হর্ন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে পারে। স্থানীয় প্রবিধানগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করুন এবং সেগুলি মেনে চলুন। কিছু এলাকা নির্দিষ্ট সময় বা আবাসিক এলাকায় হর্ন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

স্থানীয় বিধিবিধানকে সম্মান করা

১.৫.৬ বিবেচনা করা

মনে রাখবেন যে অত্যধিক বা দীর্ঘায়িত হর্ন অন্যদের জন্য বিঘ্ন এবং বিরক্তিকর হতে পারে, বিশেষ করে শান্ত বা আবাসিক এলাকায়। পথচারী, আশেপাশের বাড়ি এবং সামগ্রিক পরিবেশের উপর এটির প্রভাবের কথা মাথায় রেখে হর্নটি সংক্ষিপ্তভাবে এবং বিবেচনার সাথে ব্যবহার করুন।

১.৫.৭ বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা

কিছু পরিস্থিতিতে, হর্নের পরিবর্তে অন্যান্য যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা আরও উপযুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টার্ন সিগন্যাল, হেডলাইট বা হ্যান্ড সিগন্যাল ব্যবহার করে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের কাছে আপনার উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে জানাতে পারেন।

মূল কথা হল হর্ন হতাশা প্রকাশের উপায় হিসাবে ব্যবহার না করে সুরক্ষা এবং যোগাযোগের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। ধৈর্য্য ধারণ করা, আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের মঙ্গল ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

১.৬ সড়কে গাড়ি চালানোর সময় করণীয়

ক. গাড়ি চালানোর সময় গাড়ি বাম দিক ঘেষে গাড়ি চালাতে হবে।

খ. ওভারটেক করার সময় একই দিক চলমান যানবাহনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করতে হবে এবং বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ি ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করবে।

গ. যানবাহনটিকে এমন অবস্থানে রাখতে হবে যাতে আপনার সংকেতের উদ্দেশ্য অন্য ড্রাইভার বুঝতে পারে।

ঘ. বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ি যদি ডান দিকে যাওয়ার সংকেত দেয় তবে উক্ত গাড়ির বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করতে হবে।

ঙ. গোল চক্করে মোড় নেওয়ার সময় ডানদিক থেকে আগত গাড়িকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং গাড়ি বাম দিক থেকে প্রবেশ করে ডান দিকে মোড় নিতে হবে।

চ. সামনের গাড়িকে ওভারটেক করার সময় যদি অন্য কোন যানবাহন বা পথচারিদের চলাচলে কোন অসুবিধা বা কোন দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবে অবশ্যই ওভারটেক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ছ. সামনে কোন মোড়, বাঁক, ঢালু প্রভৃতি থাকে তাহলে ওভারটেকিং করা যাবে না।

জ. পিছনের গাড়ি যদি ওভারটেক করতে চায় বা করতে থাকে তাহলে তাকে বাঁধা না দিয়ে বের হয়ে যেতে দিতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নিজের গাড়ির গতি বৃদ্ধি করা যাবে না।

ঝ. রাস্তার পাশে যদি কোন গতি কমানোর চিহ্ন বা নির্দেশ থাকে তবে সেখানে গাড়ির গতি কমাতে হবে।

ঞ. অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগের জন্য হর্ণ এবং লাইট এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

ট. হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ এলাকায় (হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি) হর্ণ বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঠ. রাস্তায় সভা, সমাবেশ, মিছিল, লংমার্চ বা উন্নয়নমূলক কাজ হলে গাড়ির গতিবেগ সর্বনিম্ন করতে হবে।

ড. গাড়ি চালানোর সময় ইন্ডিকেটর, হর্ণ এর সঠিক ব্যবহার করা।

ঢ. বাম দিকে মোড় নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাম দিক ঘেঁষে চলতে হবে যাতে করে বাম দিক দিয়ে কোন রিক্সা বা অন্য কোন গাড়ি প্রবেশ করতে না পারে। সংকেত দেওয়ার পর মোড় নেওয়ার আগ পর্যন্ত কোন গাড়িকে ওভারটেক করা যাবে না এবং সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত হয়েই ওভারটেক করতে হবে।

ণ. ডান দিকে মোড় নেওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ি মাঝামাঝি নিয়ে মোড় নেওয়া রোডের কাছাকাছি এসে ডান বাম দেখে ডানে মোড় নিতে হবে।

ত. জরুরী প্রয়োজনে নিয়োজিত গাড়ি ওভারটেক করতে চাইলে বা অন্যান্য কোন সুযোগ চাইলে তা প্রদান করতে হবে।

১.৬ গাড়ি টার্ন করার নিয়ম

ক. রাস্তায় বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার পিছনে বা পাশে কোন যানবাহন বা বাঁধা নেই তা নিশ্চিত করতে আপনার রিয়ারভিউ মিরর এবং সাইড মিররগুলো চেক করুন। এটি আপনাকে কখন এবং কীভাবে টার্ন করতে হবে সে সম্পর্কে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

খ. আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল চালু করুন যাতে পিছনের গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারে আপনি টার্ন নিতে চান। এটি আপনার উদ্দেশ্যমূলক কৌশল যা অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করে।

গ. আপনি মোড়ের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার গাড়ির গতি কমাতে শুরু করুন। এটি আপনাকে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং নিরাপদে মোড় নিতে সাহায্য করবে।

ঘ. আপনি যে ধরণের বাঁক নিচ্ছেন তার জন্য উপযুক্ত লেনে আগে থেকেই আপনার গড়িটিকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যান। ডান দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, রাস্তার ডান দিকের কাছাকাছি থাকুন, এবং বাম দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, রাস্তার কেন্দ্রের দিকে থাকলে বাম দিকের লেনের দিকে অবস্থান করুন।

ঙ. বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার আশেপাশে কোন পথচারী বা সাইকেল আরোহী আছে কিনা চেক করে দেখুন। তাদের যাওয়ার জন্য আগে রাস্তা ছেড়ে দিন এবং প্রয়োজনে তাদের রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ দিন।

চ. আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে সামনে মোড় নেওয়া নিরাপদ, তারপর স্টিয়ারিং হুইলটি ভালভাবে ধরে এবং ধীরে ধীরে যেদিকে মোড় নেওয়ার উদ্দেশ্য সেই মোড়ের দিকে ঘুরতে শুরু করুন। পুরো টার্ন জুড়ে একটি নিয়ন্ত্রিত গতিসীমা বজায় রাখুন।

ছ. আপনি টার্ন নেওয়া শুরু করার সাথে সাথে আপনার কাঁধের উপরের দিকে আপনার মাথা অল্প ঘুরিয়ে দ্রুত আপনার পাশের ব্লাইন্ড স্পটটি চেক করুন কোন যানবাহন বা বিপত্তি আছে কিনা। এটি আপনাকে এমন কোনো যানবাহন বা বস্তু সনাক্ত করতে সাহায্য করবে যা আপনার লুকিং গ্লাসে দৃশ্যমান নাও হতে পারে।

জ. আপনি টার্ন নেওয়া শেষ করার সাথে সাথে উপযুক্ত লেনে থাকুন, নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্য লেনগুলিতে সাথে সাথেই যাচ্ছেন না।

ঝ. একবার আপনি টার্ন নেওয়া শেষ করে নতুন লেনে চলে গেলে, সেই লেনের ট্র্যাফিকের প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য ধীরে ধীরে আপনার গতি বাড়ান।

১.৭ গাড়ি বাঁকাপথে (Curve) প্রবেশ করানোর নিয়ম

ক. রাস্তায় বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার গাড়ির পিছনে বা পাশে কোন যানবাহন বা বাঁধা নেই তা নিশ্চিত করতে আপনার রিয়ারভিউ মিরর এবং সাইড মিররগুলো চেক করুন। এটি আপনাকে কখন এবং কীভাবে বাঁক নিতে হবে সে সম্পর্কে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

খ. আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল চালু করুন যাতে পিছনের গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারে আপনি বাঁক নিতে চান। এটি আপনার উদ্দেশ্যমূলক কৌশল যা অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করে।

গ. আপনি রাস্তার বাঁকে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার গাড়ির গতি কমাতে শুরু করুন। এটি আপনাকে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং নিরাপদে বাঁকে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

ঘ. আপনি যে ধরণের বাঁক নিচ্ছেন তার জন্য উপযুক্ত লেনে আগে থেকেই আপনার গড়িটিকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যান। ডান দিকে বাঁকে প্রবেশ করার জন্য, রাস্তার ডান দিকের কাছাকাছি থাকুন, এবং বাম দিকে বাঁকে প্রবেশ করার জন্য, রাস্তার কেন্দ্রের দিকে থাকলে বাম দিকের লেনের দিকে অবস্থান করুন।

ঙ. বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার আশেপাশে কোন পথচারী বা সাইকেল আরোহী আছে কিনা চেক করে দেখুন। তাদের যাওয়ার জন্য আগে রাস্তা ছেড়ে দিন এবং প্রয়োজনে তাদের রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ দিন।

চ. আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে সামনে বাঁকে প্রবেশ করা নিরাপদ, তারপর স্টিয়ারিং হুইলটি ভালভাবে ধরে এবং ধীরে ধীরে যেদিকে বাঁক নেওয়ার উদ্দেশ্য সেই দিকে ঘুরতে শুরু করুন। পুরো বাঁক জুড়ে একটি নিয়ন্ত্রিত গতিসীমা বজায় রাখুন।

ছ. আপনি বাঁকে প্রবেশ করার সাথে সাথে আপনার কাঁধের উপরের দিকে আপনার মাথা অল্প ঘুরিয়ে দ্রুত আপনার পাশের ব্লাইন্ড স্পটটি চেক করুন কোন যানবাহন বা বিপত্তি আছে কিনা। এটি আপনাকে এমন কোনো যানবাহন বা বস্তু সনাক্ত করতে সাহায্য করবে যা আপনার লুকিং গ্লাসে দৃশ্যমান নাও হতে পারে।

জ. আপনি বাঁকে প্রবেশ করার সাথে সাথে উপযুক্ত লেনে থাকুন, নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্য লেনগুলিতে সাথে সাথেই যাচ্ছেন না।

ঝ. একবার আপনি বাঁকে প্রবেশ করে নতুন লেনে চলে গেলে, সেই লেনের ট্র্যাফিকের প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য ধীরে ধীরে আপনার গতি বাড়ান।

১.৮ ওভারটেকিং সম্পন্ন করার নিয়ম

ক. ওভারটেকিং করার জন্য মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অন্য গাড়ির চলমান দিক, দূরত্ব, গতি এবং গাড়ির ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন।

খ. অন্য গাড়ির দূরত্ব নিয়ে সচেতন থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি চালনা শুরু করার সাথে সাথে আপনার আশপাশে কেমন ট্রাফিক আছে তা দেখে নেওয়া উচিত। এছাড়াও অন্য গাড়ির দূরত্ব বোঝার জন্য সামনের দিকে দেখতে থাকুন।

গ. সঠিক রাস্তা নির্বাচন করে ওভারটেকিং এর চিন্তা করা। যেমন, রাস্তার মোড়ে কোন সময় ওভারটেকিং না করা।

ঘ. ওভারটেকিং করার চিন্তা করলে আগে থেকেই টার্ন ইনডিকেটর চালু করে দিতে হবে। তারপর ব্লাইন্ড স্পট দেখে, আশেপাশের গাড়ি দেখে ওভারটেকিং করতে হবে।

ঙ. যে পাশে ওভারটেকিং করবেন সে পাশে টার্ন ইন্ডিকেটর চালু করলে অন্য ড্রাইভার বুঝতে পারবে আপনি ওভারটেক করতে যাচ্ছেন।

চ. ওভারটেক করার সময় অবশ্যই ব্লাইন্ড স্পট চেক করা করতে হবে এবং পাশের লেন এ কোন যানবাহন বা বাঁধা নাই তা নিশ্চিত করতে হবে।

১.৯ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালানো

ক. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিজের গাড়ির সামনে অবশ্যই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা হয়েছে কিনা চেক করতে হবে।

খ. সামনের গাড়ি হঠাত ব্রেক করলে যাতে সময় পাওয়া যায় সেজন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন।

গ. ড্রাইভিং এর সময় অবশ্যই ৩ সেকেন্ডের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

ঘ. গাড়ির স্পীডের উপর এই ৩ সেকেন্ডের নিরাপদ দূরত্ব নির্ভর করে।

ঙ. আপনি এই ৩ সেকেন্ডের মধ্যে আপনার গাড়িকে কন্ট্রোল করার সূযোগ পাবেন।

চ. অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা থেকে বাচার জন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরূরী।

১.১০ ড্রাইভিং এ হর্নের প্রয়োগ

ক. জরুরী পরিস্থিতিতে হর্ন ব্যবহার করা উচিত অন্যদের সতর্ক করার জন্য যেখানে দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি অন্য কোনো গাড়ি আপনার সাথে ধাক্কা খেতে থাকে বা কোনো পথচারী হঠাৎ রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে একটি ছোট, তীক্ষ্ণ হর্ন এর শব্দ তাদের সতর্ক করতে সাহায্য করতে পারে।

খ. হর্নের শব্দ আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য ড্রাইভারদের জানাতে বা আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে একটি সতর্কতা সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ওভারটেক করার সময়, লেন পরিবর্তন করার সময় বা একত্রিত করার সময়, হর্নের শব্দ দ্রুত অন্যদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

গ. হর্ন অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের উপর হতাশা, অধৈর্যতা বা রাগ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনীয়ভাবে হর্ন দেওয়া শব্দ দূষণ করতে পারে, উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং রাস্তায় একটি চাপপূর্ণ পরিবেশে তৈরী করতে পারে।

ঘ. বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের হর্ন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে পারে। স্থানীয় প্রবিধানগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করুন এবং সেগুলি মেনে চলুন। কিছু এলাকা নির্দিষ্ট সময় বা আবাসিক এলাকায় হর্ন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

ঙ. মনে রাখবেন যে অত্যধিক বা দীর্ঘায়িত হর্ন অন্যদের জন্য বিঘ্ন এবং বিরক্তিকর হতে পারে, বিশেষ করে শান্ত বা আবাসিক এলাকায়। পথচারী, আশেপাশের বাড়ি এবং সামগ্রিক পরিবেশের উপর এটির প্রভাবের কথা মাথায় রেখে হর্নটি সংক্ষিপ্তভাবে এবং বিবেচনার সাথে ব্যবহার করুন।

চ. কিছু পরিস্থিতিতে, হর্নের পরিবর্তে অন্যান্য যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা আরও উপযুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টার্ন সিগন্যাল, হেডলাইট বা হ্যান্ড সিগন্যাল ব্যবহার করে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের কাছে আপনার উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে জানাতে পারেন।

ছ. হর্ন হতাশা প্রকাশের উপায় হিসাবে ব্যবহার না করে সুরক্ষা এবং যোগাযোগের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। ধৈর্য্য ধারণ করা, আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের মঙ্গল ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

সেলফ চেক (Self Check) - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ব্লাইন্ড স্পট কি? ব্লাইন্ড স্পট কেন চেক করতে হয়?

উত্তর:

২. রক্ষণাত্মক ড্রাইভিং এর কয়েকটি কৌশল লিখুন?

উত্তর:

৩. লেন এন্ডিং এবং মার্জ কি? কিভাবে মার্জিং করতে হয়?

উত্তর:

৪. ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর:

৫. পেলিক্যান ক্রসিং কি?

উত্তর:

৬. ওভারটেকিং কি?

উত্তর:

৭. হর্নের বিকল্প হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

৮. রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর কি?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key) - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা

১. ব্লাইন্ড স্পট কি? ব্লাইন্ড স্পট কেন চেক করতে হয়?

উত্তর: ব্লাইন্ড স্পট হচ্ছে গাড়ি চালনা অবস্থায় গাড়ির ডান, বাম এবং সামনের পিছনের এমন সব জায়গা যেটগাড়ির দুই পাশের লুকিং গ্লাসে এবং চোখে দেখা যায় না। পিছনে গাড়ি আছে কিনা লুকিং গ্লাসে দেখে গাড়ি স্লো করে পিছনের ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল করে গাড়ির লেইন পরিবর্তন, ইউ-টার্ণ, মোড় নেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়।

২. রক্ষণাত্মক ড্রাইভিং এর কয়েকটি কৌশল লিখুন?

উত্তর: রক্ষণাত্মক গাড়ি চালনার কৌশলঃ

- সিট বেল্ট পরিধান করতে হবে;
- কিছুক্ষণ পর পর গাড়ির লুকিং গ্লাস দেখতে হবে এনং পিছনের গাড়ির অবস্থান চেক করতে হবে;
- ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে হবে;
- রাস্তার ট্রাফিকের সাথে সামঞ্জস্য করে গাড়ির স্পীড বজায় রাখতে হবে;
- সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে লেন পরিবর্তন করতে হবে;
- সামনে বিপত্তি দেখলে বিছক্ষণতার সাথে প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. লেন এন্ডিং এবং মার্জ কি? কিভাবে মার্জিং করতে হয়?

উত্তর: লেন এন্ডিং: লেন এন্ডিং হচ্ছে রাস্তার একাধিক লেইনের মধ্যে কোন লেইন বন্ধ করে দেওয়া বা স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকা, অর্থাৎ কোন লেইনের শেষ প্রান্তকেই লেন এন্ডিং বলে। লেইন এন্ডিং স্থায়ীভাবেও হতে পারে বা রাস্তার কাজের জন্য বন্ধ করাও যেতে পারে।

মার্জ: ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

৪. ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর: ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় সতর্কতা:

- লুকিং গ্লাসে পিছনের গাড়ির অবস্থান চেক করতে হবে,
- সিগনাল লাইট এবং হাতের সংকেত ব্যবহার করতে হবে,
- ব্লাইন্ড স্পটগুলো চেক করতে হবে,
- গতি সামঞ্জস্য করতে হবে,
- গিয়ার পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে টার্ন নিতে হবে,
- আচমকা লেন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- টার্ন করার পর নির্দিষ্ট লেনে থাকতে হবে।

৫. পেলিক্যান ক্রসিং কি?

উত্তর: পেলিক্যান ক্রসিং:

একটি পেলিক্যান ক্রসিং, বা প্রাচীনভাবে পেলিকন ক্রসিং (পেডেস্ট্রিয়ান লাইট নিয়ন্ত্রিত) হল পথচারী এবং যানবাহন উভয়ের জন্য ট্র্যাফিক সিগন্যাল সহ এক ধরণের পথচারী ক্রসিং, যা পথচারীদের জন্য সিগনাল দ্বারা সক্রিয় করা হয়, যেখানে রাস্তার পাশে পথচারীর রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সংকেত দেওয়া থাকে।

৬. ওভারটেকিং কি?

উত্তর: ওভারটেকিং

ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে আগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়।

৭. হর্নের বিকল্প হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: হর্নের বিকল্প

কিছু পরিস্থিতিতে, হর্নের পরিবর্তে অন্যান্য যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা আরও উপযুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টার্ন সিগন্যাল, হেডলাইট বা হ্যান্ড সিগন্যাল ব্যবহার করে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের কাছে আপনার উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে জানাতে পারেন।

৮. রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর কি?

উত্তর: রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর

আধুনিক রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর হল একটি বৃত্তাকার সংযোগস্থল যা এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ থাকে রাস্তায়। যখন একজন চালক একটি গোলচত্বরের কাছে যাবে, তখন অবশ্যই গাড়ির গতি কমাতে হবে বা থামতে হবে যাতে ইতিমধ্যেই গোলচত্বরে থাকা সমস্ত যানবাহনকে পথ দিতে হবে। এর অর্থ হল ডানদিকের গোলচত্বরে থাকা যানবাহনগুলিকে পথ দেওয়া এবং বাম দিক থেকে বা সরাসরি আপনার বিপরীত দিক থেকে যে যানবাহনগুলি গোলচত্বরে প্রবেশ করেছে তাদের পথ দেওয়া। গোলচত্বর ট্রাফিক কন্ট্রোলিং এ একটি ভাল উপায়। এটি একটি টি জাংশন থেকে অনেক ভালভাবে ট্রাফিক চালু রাখতে পারে।

জব-শিট (Job Sheet)- ১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় রাস্তায় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করে সেখানে কিভাবে ড্রাইভিং করতে হবে সে সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী রাস্তায় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করুন এবং কিভাবে সেসকল স্থানে ড্রাইভিং করতে হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

চিত্র	নাম	কিভাবে অতিক্রম করতে হয়
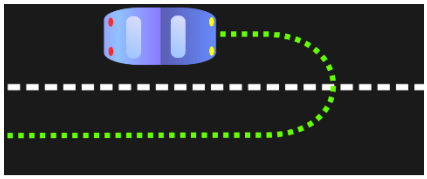		
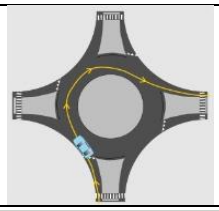		
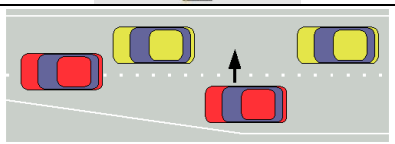		
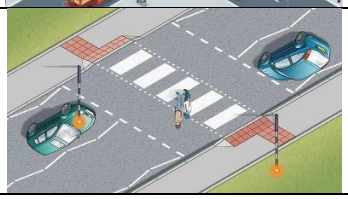		

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ:

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সমূহ:

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	প্র্যাক্টিস শীট	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	কলম	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

শিখনফল - ২: রোড সিস্টেম নেভিগেট করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. ভ্রমণের জন্য একটি রুট পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয়েছে। ২. পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। ৩. গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য রোড সাইন ও রোড মার্কার ব্যাবহার করতে সক্ষম হয়েছে। ৪. নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. ভ্রমণের জন্য রুট পরিকল্পনা (Route plan) ২. পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ব্যবহার ৩. গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য রোড সাইন ও রোড মার্কার ব্যাবহার ৪. নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করা
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করা
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ২: রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ২ : রোড সিস্টেম নেভিগেট করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ২ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ২ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব শিট (Job Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করণ।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

শিখন উদ্দেশ্য (Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠে শিক্ষার্থীগণ-

২.১ ভ্রমণের জন্য রুট পরিকল্পনা (route plan) করতে পারবে।
২.২ পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ব্যবহার করতে পারবে।
২.৩ গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য রোড সাইন ও রোড মার্কার ব্যাবহার করতে পারবে।
২.৪ নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করা শিখতে পারবে।

ভূমিকা

রোড সিস্টেম নেভিগেশন করা মানে হল সঠিক রাস্তাটি পেতে ও সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে নেভিগেশন টুল ব্যবহার করা। এটি আপনাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদান করে। এই উপায় মূলত একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অথবা ম্যাপ এর মাধ্যমে হতে পারে। এই উপায়ে গন্তব্যের সঠিক দূরত্ব, ঠিকানা, রুট, যাতায়াতের স্থিতি এবং সময় সহ বিভিন্ন পরিস্থিতি জানতে পারা যায়।

২.১ ভ্রমণের জন্য রুট পরিকল্পনা (Route Plan)

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথ নির্ধারণ করতে রুট পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়। দক্ষতার সাথে গাড়ি চালনা করে মালামাল ও যাত্রী নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে পৌছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেন ড্রাইভারেরা। ছোট বা বড় যে কোন পরিবহনের পরিচালনা উপরই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যানের যাত্রীর জীবন বা মালামালের নিরাপত্তা। কাজেই একজন ড্রাইভারের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার আগে গাড়ির সকল নিরাপত্তার বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এবং কোন রাস্তা দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছাবে, দূরত্ব কত, কত সময় লাগতে পারে, যাত্রাপথে কি কি সমস্যা হতে পারে, যাত্রাবিরতি এবং যাত্রী বা মালামালের নিরাপত্তার একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে।

রুট পরিকল্পনা করার জন্য কিছু সাধারণ পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারে।

- প্রথমে আপনার গন্তব্যের দিক নির্ধারণ করুন। আপনি কোথায় যেতে চান তা ঠিক করে নিন।
- নেভিগেশন অ্যাপ বা ম্যাপ ব্যবহার করে রুট পরিকল্পনা করুন। আপনি যেকোনো একটি নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন, যেমন Map, Google Map এবং অন্যান্য।
- আপনার গন্তব্যের দিকে নির্দিষ্ট রুটে সম্ভবত ট্রাফিক এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সনাক্ত করে নিন।
- সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সেখানে পার্কিং এবং অন্যান্য সেবাগুলি সনাক্ত করুন।

রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন

- ভ্রমণ সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় হওয়ার জন্য।
- সুস্থ এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রাপথে যাতে কোন ধরণের সমস্যা না হয় তার জন্য রুট পরিকল্পনা করা দরকার।
- যে কোন ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দ্রুত সময়ে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রী বা মালামাল যাতে নিরাপদে গন্তব্য পৌছায়।

২.২ পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার

রাস্তায় চলাচল নিরাপদ ও ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত সাইন, রোড সাইন, ট্রাফিক সাইন ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ইত্যাদি। প্রতিটি ড্রাইভারের অবশ্যই এসকল

সাইন এবং তথ্যগুলো সম্পর্কে জানা উচিত। কেননা এগুলো সম্পর্কে না জানলে দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার সম্ভবনা বেড়ে যায়। নিরাপদ যাত্রার জন্য একজন চালকের এসকল বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরী।

২.২.১ রোড সাইন কি?

রোড সাইন অর্থ রাস্তার সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ যা একজন ড্রাইভারকে তথ্য দিয়ে নিরাপদে যানবাহন চলাচলে সহায়তা করে। রাস্তায় চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে যে তথ্য সম্বলিত সাইন ব্যবহার করা হয় তাকে রোড সাইন বলে। এদের রূপ, ধরন, গঠন, আকার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় একই।

২.২.২ ট্রাফিক রোড সাইনের অবস্থান

ট্রাফিক রোড সাইনস সমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত স্থান গুলোতে দেখা যায়, যেমন-

- রাস্তার সংযোগস্থলে,
- রাস্তার পাশে,
- রাস্তার উপর কোন ব্রিজ বা ওভার ব্রিজের সাথে,
- ফুটপাতের উপর।

ট্রাফিক সাইনের প্রকারভেদ

ট্রাফিক রোড সাইন প্রধানত তিন প্রকার হয়ে থাকে, যেমন-

- বাধ্যতামূলক (Mandatory)
- সকর্ততামূলক (Cautionary)
- তথ্যমূলক (Imformatory)

বাধ্যতামূলক (Mandatory)

সকর্ততামূলক (Cautionary)

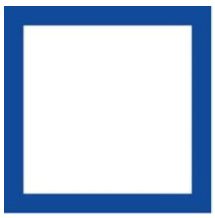

তথ্যমূলক (Imformatory)

২.২.৩ Mandatory বা বাধ্যতামূলক সাইন (অবশ্যই পালনীয়)

সড়কপথে চালকদের ট্রাফিক আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সতর্ক ও মানার জন্য এমন কিছু প্রতীক বা সংকেত স্থাপন করা হয় যা তাদের বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হয়। চালকগণ এই সাইনগুলো আইনতভাবে মানতে বাধ্য বিধায় সাইনগুলোকে বাধ্যতামূলক সাইন বলা হয়। বাধ্যতামূলক সাইন অমান্য করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই সাইন সম্বলিত বোর্ড গোল ও বৃত্তাকার হয়। উক্ত সাইন গুলোর কিছু কিছু বৃত্ত সম্পূর্ণ নীল আবার কিছু কিছু বৃত্তের মধ্যভাগ সাদা এবং পরিধি চওড়া লাল রং-এর রেখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এ চিহ্নগুলো বিপদজনক স্থানের শুরুতে লাগানো থাকে এবং অবশ্যই পালনীয়।

বাধ্যতামূলক সাইন দুই প্রকার-

- ‘না বোধক’ সাইন (Prohibatory)।

- ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন (Regulatory)।

২.২.৪ ‘না বোধক’ সাইন (Prohibatory)

যে সকল সংকেত এর চিহ্ন সাধারণত লাল রঙ সম্বলিত বৃত্তাকার বোর্ডের ভেতেরে থাকে এবং কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও প্রদর্শন করে তাকে ‘না বোধক’ সাইন বলে। এগুলো দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মত। এ সকল বৃত্তের মধ্যভাগ সাদা বা নীল এবং পরিধি লাল রং-এর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। গোলের ভিতর ও নিচে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যা অবশ্যই পালন করতে হয়। যেমন - হর্ণ বাজানো নিষেধ, গাড়ি প্রবেশ নিষেধ, ঘন্টায় ৪০ মাইলের বেশি গতিতে চলা নিষেধ, পার্কিং নিষেধ, ওভারটেকিং নিষেধ, ভ্যাপু বাজানো নিষেধ ইত্যাদি। নিচে কয়েক

লাল পরিধি - সাদা বৃত্ত - কালো তীর

লাল পরিধি - নীল বৃত্ত - লাল ক্রস রেখা

লাল পরিধি - সাদা বৃত্ত - কালো ছবি

লাল পরিধি - সাদা বৃত্ত - কালো লেখা

ধরনের না-বোধক সাইন দেয়া হলোঃ

NO RIGHT TURN

NO LEFT TURN

NO U-TURN

MAXIMUM SPEED 50 KMH

NO ENTRY

NO STOPPING

NO PARKING

NO OVERTAKING

NO OVERTAKING BY GOODS VEHICLES

NO ENTRY FOR ALL VEHICLES

NO ENTRY FOR GOODS VEHICLES

NO ENTRY FOR GOODS VEHICLES LONGER TH...

NO ENTRY FOR TRAILERS

NO ENTRY FOR VEHICLES WITH D...

NO ENTRY FOR BUSES

NO ENTRY FOR MOTORCYCLES

২.২.৫ বিশেষ বাধ্যতামূলক সাইন

থামুন বা রাস্তা দিন এই সাইন দেখলে চালককে অবশ্যই প্রথমে গাড়ি থামাতে হয় এবং নিরাপদে অগ্রসর হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই ধরনের সাইন দেখতে অষ্টভূজ আকৃতির এবং লাল বর্ণের হয়ে থাকে। যে সব রোড বা জাংশন দৃষ্টিগোচর হয়না বা যে সব জাংশনে থামা ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ সেখানে এ ধরনের সাইন স্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়ারও লাইনম্যানবিহীন রেল ক্রসিংয়েও এই ধরনের সাইন ব্যবহার করা হয়।	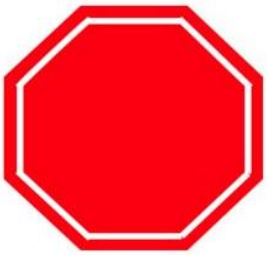
রাস্তা দিন সাধারণ বাধ্যতামূলক সাইনের বাহিরেও কিছু বাধ্যতামূলক সাইন আছে যা বিশেষ স্থানে স্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন- রাস্তা দিন বা আগে যেতে দিন নির্দেশ সম্বলিত সাইন। এই ধরনের সাইন দেখতে ত্রিভুজ আকৃতির হয় কিন্তু ত্রিভূজের উপরের অংশ নীচের দিকে হয়ে থাকে। এই ধরনের সাইন জাংশন ও গোল চক্করে স্থাপন করা হয়। কেননা উক্ত জায়গায় চারদিক থেকে যানবাহন আসে যা অনেক ক্ষেত্রে চালকদের জন্য ঝুঁকির কারণ। এই ধরনের সাইন দেখলে অবশ্যই গাড়ির গতি কমিয়ে জংশনের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রধান সড়কের গাড়ির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সুযোগ মতো খুব সতর্কতার সাথে জংশন অতিক্রম করতে হবে।	
‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন (Regulatory) যে সকল সাইনের চিহ্ন সাধারনত সাদা ধারসম্বলিত নীল বৃত্তাকার বোর্ডের ভিতরে থাকে এবং অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা প্রর্দশন করে তাকে ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন বলে। আরও সাধারণ ভাবে বললে বাধ্যতামূলক হ্যাঁ-সূচক চিহ্ন দেখতে	

গোলাকার বা বৃত্তের মত এবং বৃত্তটি সম্পূর্ণ নীল যা অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা বহন করে। সাধারণত গোলের ভিতর ও নিচে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যা অবশ্যই পালন করতে হয়। এসকল সাইন না মানা দন্ডনীয় অপরাধ। যেমন-সামনে চলুন, বামে চলুন, একমুখি চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি।

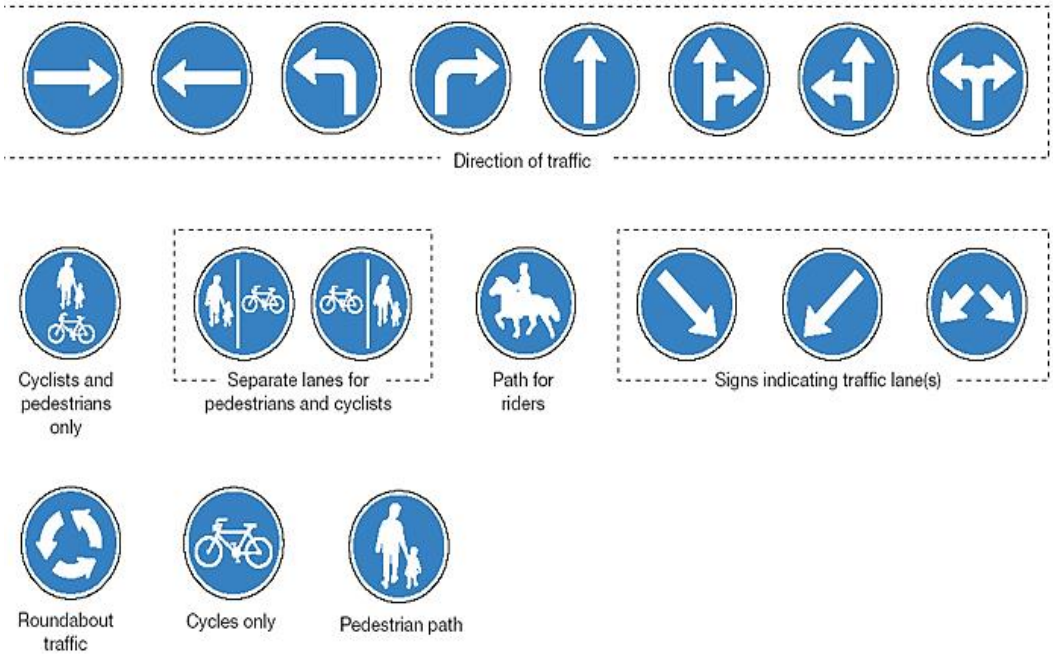

সতর্কতামূলক সাইন

চালক যাতে আগে থেকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং গতি কমিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে সেজন্য এই সতর্কতামূলক সাইন ব্যবহার করা হয়। সতর্কতামূলক সাইনকে নিরাপত্তা সাইনও বলা হয়ে থাকে কারণ এর মাধ্যমে চালককে সড়কের সামনে সম্ভাব্য বিপজ্জনক স্থানসমূহ ও বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়। ফল স্বরূপ যদিও এই সতর্কতামূলক সাইন চালককে মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয় তবুও নিজের ও অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য মেনে চলা উচিত।

সামনে গতিরোধক

সামনে পথচারী

এই সাইনগুলো দেখতে ত্রিভুজ আকৃতির হয় এবং যার তিন বাহুই চওড়া লাল রং-এর রেখা দ্বারা বেষ্টিত এবং এগুলোর ভিতরে সাদা রঙ এর উপর কালো রঙয়ের সংকেত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরণের চিহ্নগুলো বিপদজনক স্থানের শুরুতে লাগানো থাকে। এগুলো না মানার কারণে বিপদে পড়তে হয় এবং দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। যেমন-

 একমুখী রাস্তা সামনে যে-রাস্তার মিলিত হবে সে-রাস্তা উভয়দিকে গাড়ি আড়াআড়ি চলাচল হবে	 সামনে পথচারী পারাপার	 ফুটপাত না থাকায় সামনে সড়কে পথচারী চলাচল করে	 সামনে স্কুল থাকায় রাস্তায় শিশু-কিশোর চলাচল করে
 সামনে গবাদিপশু রাস্তায় চলাচল করতে পারে	 সামনে বন্যপ্রাণী রাস্তায় চলাচল করতে পারে	 সামনে নদী/গভীর খাতের কিনারা আছে	 সামনে অসমতল/ত্রুটিপূর্ণ সড়ক
 সামনে পিচ্ছিল সড়ক	 সামনে গতিরোধক	 সামনে বিমানবন্দর। নিম্নউচ্চতার উড়ন্ত বিমানের উচ্চশব্দ শুনা যেতে পারে	 সামনে পাহাড়ের পার্শ্ব হতে রাস্তায় শিলা/প্রস্তরখণ্ড পড়তে পারে
 সামনে বিপজ্জনক খাদ/গর্ত আছে	 সামনে সরু/সঙ্কীর্ণ সেতু আছে	 সামনে বিভিন্ন রকম বিপদাশঙ্কা আছে	 সামনে চেকপয়েন্ট আছে
 সামনে সড়ক মেরামতের কাজ চলছে	 সামনে রাস্তার ওপর চিলআ/আলগা নুড়ি-পাথর আছে	 সামনে রাস্তায় সাইকেল/রিকশা চলাচল করে	 সামনে রাস্তার শোল্ডার বিপজ্জনক
 সামনে ফেরিঘাট আছে	 সামনে রাস্তায় অন্ধমানুষ চলাচল করতে পারে	 অরক্ষিত (গেইট/পাহারাদারবিহীন) রেলক্রসিং	 রক্ষিত (গেইট/পাহারদার আছে) রেলক্রসিং

২.৩ তথ্য সাইন

সড়ক ব্যবহারকারীদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যময়, আরামদায়ক ও নিরাপদ করার জন্য এই সকল সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দ্বারা গাড়ির চালককে সড়ক ও গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার দিক নির্দেশনা দেখিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে, তাদেরকে 'তথ্যমূলক সাইন' বলে। এই সকল সাইন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে। সর্বোপরি এধরনের সাইনসমূহের সহায়তায় চালক কোন অপরিচিত জায়গায় গিয়ে কোনরকম অসুবিধা ছাড়াই সহজেই গন্তব্যে প্লৌছাতে পারে। এ চিহ্নগুলোর কোন নির্দিষ্ট আকার নাই, বাধ্যতামূলক ও সতর্কতামূলক চিহ্নগুলোর আকৃতি বাদে বাকী যে কোন আকৃতির হতে পারে যেমন, বর্গাকার, আয়তাকার। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের সাইন আয়তাকৃতির হয়। এগুলো সাধারনত রাস্তার মোড় ও যেখানে প্রযোজনীয় তথ্য দরকার, সেথানে স্থাপন করা হয়। এগুলো সাধারণত নীল বা সবুজ রং-এর হয়ে থাকে। যেমন-

বর্গাকার নীল বোর্ড - কালো

চতুর্ভুজ আকৃতির সবুজ বোর্ড-সাদা লেখা-সাদা ছবি

সাধারণ তথ্যমূলক সাইনসমূহ

(NO THROUGH ROAD) সামনে রাস্তা শেষ (ভিতর দিয়ে যাওয়া যাবে না)	(PEDESTRIAN CROSSING) পথচারী পারাপার	(PARKING PLACE) পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান	(FILLING STATION) ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প)
(BREAKDOWN SERVICE) মোটরযান মেরামতস্থল	(TELEPHONE) পাবলিক টেলিফোন সেন্টার বা বুথ	(OVERNIGHT ACCOMMODATION) রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা আছে	(FIRST-AID POST) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র
(HOSPITAL) হাসপাতাল	(REFRESHMENTS) চা ও হালকা খাবারের ব্যবস্থা আছে	(RESTAURANT) রেস্তোরা	(PICNIC SITE) বনভোজন এলাকা
(MOSQUE) মসজিদ	(TEMPLE) মন্দির	(CHURCH) গির্জা	(FIRE STATION) দমকল বাহিনী
(TOILETS) টয়লেট বা শৌচাগার	(RECOMMENDED ROUTE FOR PEDESTRIANS, CYCLES AND RICKSHAWS) পথচারী, সাইকেল এবং রিকশা চলাচলের অনুমোদিত রাস্তা	(LANE FOR CYCLES AND RICKSHAWS) সাইকেল এবং রিকশা চলাচলের অনুমোদিত লেন	(LANE AHEAD FOR CYCLES AND RICKSHAWS) সামনে সাইকেল এবং রিকশা চলাচলের লেন

ক. **স্টপ সাইন (থামুন)** চলন্ত গাড়ি থামানোর জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। স্টপ সাইন হল ট্রাফিক চিহ্ন যা ড্রাইভারদের অবহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই গাড়ি সম্পূর্ণরুপে থামাতে হবে যাতে অন্য রাস্তার যানবাহন এবং পথচারীদের নিরাপদে পারাপার নিশ্চিত করা যায়।	
খ. **সাময়িক থামার চিহ্ন** এই সাইন সাধারণত যে সকল স্থানে একমুখী চলাচলের প্রয়োজন হয় সে সকল স্থানে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন রাস্তার কাজ চলাকালীন সময়।	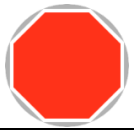
গ. **ইউ-টার্ন নেওয়া নিষেধ** যে সকল স্থানে যানবাহন সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে চলাচল নিষেধ সে সকল স্থানে এই ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করা হয়। যে সকল রাস্তায় মোড় ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে চলা বিপজ্জনক যেমন, উচ্চ গতিসীমার রাস্তায় এবং ব্যস্ত রাস্তার সংযোগস্থলে এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
ঘ. **পার্কিং নিষেধ** যে সকল জায়গায় কোন ধরণের যানবাহন পার্ক করা সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ সে সকল স্থানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। রাস্তার যে সাইডে এই সাইন দেওয়া থাকে পার্কিং নিষেধ শুধু কে সাইডের জন্য প্রযোজ্য।	
ঙ. **সর্বোচ্চ গতিসীমা** এই সাইন রাস্তার যে অংশে থাকে সে অংশে কোন মোটরযানের সর্বোচ্চ গতি বোঝানো হয়। উল্লেখিত সাইনের মধ্যে যে সংখ্যা থাকবে সে সংখ্যা পার কিলোমিটারে সর্বোচ্চ গতি বিবেচনা করা হয়। সড়কের নিরাপত্তার জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
চ. **বাইসাইকেল চলাচল নিষেধ** এই সাইন সাধারণত শহল এলাকায় ব্যবহার করা হয়। শহরের যে সমস্ত এলাকায় বাইসাইকেল চলাচল নিষেধ সেখানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রধান প্রধান সড়কে ট্রাফিক ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং দূর্ঘটনা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	
ছ. **সামনে আড়াআড়ি ছোট সড়ক (মাইনর ক্রসরোড)** বড় সড়কে চলাচলের সময় সামনে যদি ছোট কোন আড়াআড়ি সড়ক থাকে তখন সেখানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। ট্রাফিক সিগনাল থাকলে সেখানে এ ধরণের সাইনের প্রয়োজন হয় না।	
জ. **সামনে আড়াআড়ি বড় সড়ক (মেজর ক্রসরোড)** ছোট সড়কে চলাচলের সময় সামনে যদি বড় কোন আড়াআড়ি সড়ক থাকে তখন সেখানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। ট্রাফিক সিগনাল থাকলে সেখানে এ ধরণের সাইনের প্রয়োজন হয় না।	
ঝ. **সামনে পথচারী পারাপার (জেব্রা ক্রসিং)** সামনে পথচারী পারাপারের জন্য জেব্রা ক্রসিং আছে সেটা বুঝানোর জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। অধিক গতিসীমার রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং দেখা নাও যেতে পারে তাই এই সাইন এমন স্থানে বসানো হয় যাতে চালক বুঝতে পারেন যে সামনে পথচারী পারাপারের জেব্রা ক্রসিং আছে।	
ঞ. **সড়ক মেরামতের কাজ চলছে** এই সাইন ব্যবহার করে চালককে সতর্ক করা হয় যে, সামনে রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। এটি একটি সাময়িক সংকেত, কাজ শেষে এটি তুলে ফেলা হয়।	
ট. **রাস্তা দিন** এই সাইন সাধারণত রাস্তার সংযোগস্থলে ব্যবহার হয়। এই সাইন দিয়ে চালককে বুঝানো হয়, রাস্তা খালি না হওয়া পর্যন্ত যেন সামনে না আগায়। এই সাইন রেল ক্রসিংয়েও ব্যবহার করা যায়।	

ঠ. **ইউ-টার্ণ** রাস্তায় চলাচলের সময় সামনে রাস্তায় ইউ আকৃতির বাঁক আছে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। গাড়ি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আসতে হলে এই ইউ টার্ণ নিয়ে আসতে হবে।	
ড. **ডানপাশ দিয়ে চলুন** এই সাইন দেওয়ার মানে হচ্ছে রাস্তার ডানপাশ ঘেঁষে চলতে হবে। সামনে কোন বাধা, মিডিয়ান গেপ, ট্রাফিক আইল্যান্ড বা দৈত রাস্তা থাকলে সেখানে মার্ক করার জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
ঢ. **ট্রাফিক সিগনাল** এই সিগনাল এর মাধ্যমে চালককে সতর্ক করা হয় যে, সামনে ট্রাফিক সিগনাল আছে। সাথে পথচারী পারাপার ও রাস্তার জরুরী কাজের সিগনালও দেওয়া থাকে। শহরের মধ্যে যেখানে ৭৫ মিটারের মধ্যে সিগনাল দেখা না যায়।	
ন. হ্যান্ডিক্যাপ পার্কিং সাইন প্রতিবন্ধিদের চলাফেরার সুবিধার্তে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দেওয়া থাকলে চালকদের বুঝতে হবে যে এখানে প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের পার্কিংয়ের স্থান।	
ত. কাস্টম পার্কিং সাইন বিভিন্ন স্থানে এধরণের সাইন ব্যবহার করা হয়। নিধারিত পার্কিং সাইন পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুযায়ী এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
দ. জরুরী বাহন সাইন রাস্তায় জরুরী যানবাহনের উপস্থিতি স◌পর্কে গাড়িচালকদের সতর্ক করার জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দেখলে মোটরযান চালককে জরুরী যানবাহনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	

২.৪ রোড মার্কিং

মার্কিং শব্দের অর্থ হলো চিহ্নিত করা। রাস্তায় নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে সেগুলোকেই রোড মার্কিং বলে। দুর্ঘটনামুক্ত এবং নিরাপদ যানবাহন পরিচালনার জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে তাকে রোড মার্কিং বলে। রাস্তায় চলাচল নিরাপদ ও ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে রোড মার্কিং একটি। প্রতিটি ড্রাইভারের অবশ্যই রোড মার্কিং সম্পর্কে জানা উচিত। কেননা এটি সম্পর্কে না জানলে দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য অনাকাঙ্কিত ঘটনা ঘটার সম্ভবনা বেড়ে যায়।

রোড মার্কিং

২.৪.১ রোড মার্কিং কেন ব্যবহার করা হয়?

যানবাহন সঠিকভাবে চলাচলের জন্য সাহায্যকারী ও নিয়ন্ত্রনকারী কৌশল হিসাবে রোড মার্কিং ব্যবহৃত হয়। মার্কিং নিরাপত্তা বাড়ায় ও যানবাহনের চলাচলের প্রবাহকে নিবিঘ্ন করে সাইনের মত মার্কিংও একইভাবে সড়কপথে নিয়মকানুন, গাড়ির নিরাপদ গতি ও অবস্থান এবং গন্তব্যে পৌছানোর দিক নির্দেশনা ইত্যাদির সংকেত প্রদান করে। আমাদের দেশে ট্রাফিক সাইন বিভিন্ন কারনে নষ্ট হয়ে যায় বলে মার্কিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মার্কিং সঠিক ভাবে বোঝা ও সেই অনুযায়ী মেনে চলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করণের জন্য জরুরী।

২.৪.২ রোড মার্কিং এর বিশেষ সুবিধা

ট্রাফিক সাইনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, গাড়ি দ্রুত চলার সময় চালকগণ ট্রাফিক সাইন এর তথ্য শুধমাত্র একবার অল্পসময়ের জন্য দেখতে পায়। অন্যদিকে রোড মার্কিং বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের সোজা লাইন দিয়ে যেসব তথ্য দেয়া হয় তা চালকগণ মাথা না ঘুরিয়ে চলার পথে ক্রমাগত দেখতে পায়। একারণেই রোড মার্কিং রোড সাইনের তুলানয় বেশি কার্যকরী ও নিরাপদ।

২.৪.৩ মার্কিং এ রংয়ের ব্যবহার বিধি

সাধারনত রাস্তায় মার্কিং করার জন্য দুই ধরনের রং এর ব্যবহার দেখা যায়। যথা-

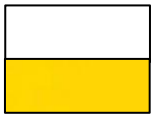

সাদা রঙ সাধারণত রাস্তায় পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

হলুদ রঙ নিষেধাজ্ঞা, থামানো এবং পার্কিং ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

২.৪.৪ মার্কিং এর প্রকারভেদ

সড়ক পথের প্রয়োজনুযায়ী মার্কিং দুই প্রকার হয়। যেমন-

▪ সড়কপথের আড়াআড়ি মার্কিং,	
▪ সড়ক পথ বরাবর মার্কিং।	

২.৪.৫ রোড মার্কিং এর ধরন

রোড মার্কিং সাধারনত দেখতে নিম্নোক্ত চার ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

সোজা লাইন (Straight)	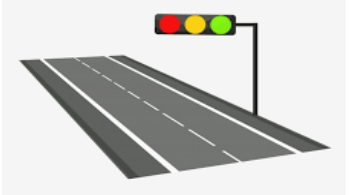
আঁকাবাঁকা লাইন (Zigzag)	
ডোরাকাটা লাইন (Zebra)	
চিহ্ন আঁকা বা কথায় লিখা	

অন্যন্য রোড মার্কিং এবং লাইনের ধরণ

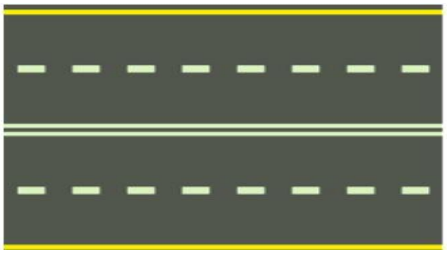

২.৪.৬ মার্কিং এর অর্থ

বিভিন্ন ধরনের মার্কিং দ্বারা কি বুঝায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ক. যদি সংযোগ স্থলের প্রবেশ দ্বারে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে পাতলা ভাঙ্গা সাদা রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে সামনে বড় রাউন্ড এ্যাবাউট বা গোল চক্কর।

খ. যদি সংযোগস্থলে প্রবেশ দ্বারে রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে ঘন ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে সামনে ছোট গোল চক্কর বা রাউন্ড এ্যাবাউট।

গ. যদি সংযোগস্থলে প্রবেশ দ্বারে রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে ঘন সাদা ডাবল রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে সামনে প্রধান রাস্তা। প্রধান রাস্তার গাড়ীগুলোকে আগে যেতে দিতে হবে।

ঘ. যদি সংযোগস্থলে প্রবেশ দ্বারে রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে ঘন মোটা রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে তা থামুন লাইন, অবশ্যই থামতে হবে। কোন বিপদের সম্ভবনা নেই নিশ্চিত হয়ে যেতে হবে।

ঙ. যদি সংযোগস্থলে প্রবেশ দ্বারে রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে সাদা চিকন লাইন থাকে, হবে তা পুলিশি নিয়ন্ত্রিত ষ্টপ লাইন। এখানে থামতে হবে এবং পুলিশের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করত হবে।

চ. রাস্তার আড়াআড়িভাবে দুই সাদা দাগের মাঝখানে যদি কোনাকুনিভাবে সাদা রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে জেব্রাক্রসিং তা জনসাধারণের পারা-পারের জায়গা।

ছ. রাস্তার আড়াআড়িভাবে দুই সাদা দাগের মাঝখানে যদি খাড়া খাড়া দাগ থাকে তবে বুঝতে হবে তা স্পীড ব্রেকার, সতর্কতার সাথে চলুন।

জ. ফুটপাতের ডানে রাস্তায়/রাস্তা বরাবর একাধারে সাদা লাইন রিক্সার জন্য নির্ধারিত রাস্তা।

ঝ. রাস্তার বরাবর ভাঙ্গা সাদা লাইন দ্বারা ভাগ করা প্রথম লেন মন্থর গতির লেন।

ঞ. একাধারে সাদা লাইনের ডানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা লাইন দ্বারা ভাগ করা-

- প্রথম লেন মন্থর গতির লেন।
- ডানে মধ্যম গতির লেন।
- আরো ডানে দ্রুত গতির লেন।
- আরো ডানে রিজার্ভ লেন।
- মাঝখানে সাদা অথবা হলুদ রং এর লাইন/সেন্টার লাইন যা ক্রস করা নিষেধ।

কিছু রোড মার্কিং এর নির্দেশনা সম্বলিত চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো

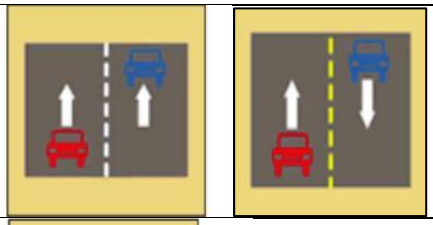	প্রয়োজনে ওভারটেকিং এবং লেন পরিবর্তন অনুমোদিত
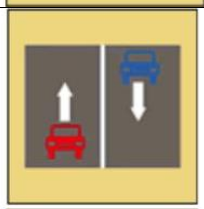	লেন পরিবর্তন বিপজ্জনক হতে পারে
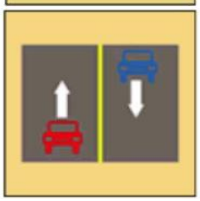	লেন পরিবর্তন বা ওভারটেকিং নিষিদ্ধ
	ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখার পার্শ্বের গাড়ির জন্য সতর্কতার সাথে ওভারটেকিং অনুমোদিত কিন্তু টানা রেখার পার্শ্বের গাড়ির ওভারটেকিং নিষেধ, দুইটাই টানা রেখা হলে দুই পাশেই ওভারটেকিং নিষেধ

২.৫ ট্রাফিক আইন মেনে রক্ষণাত্মক হালকা যানবাহন/গাড়ি চালানোর নিয়ম

'রক্ষণাত্মক গাড়ি চালানো' যানবাহন চালানেরর এমন একটি সুন্দর উপয় যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে গাড়ি চালানোর ঝুঁকি কমানো। যাতে কেউ কখনো সড়ক দূর্ঘটনায় না পড়ে নিম্নে আত্মরক্ষামূলক বা গাড়ি চালানোর কিছু নির্দেশনা দেওয়া হল-

- সাধারণত দূর্ঘটনা ঘটে যখন চালক অপ্রস্তুত অন্যমনস্ক থাকে। তাই চালক সর্বদা প্রস্তুত থেকে গাড়ি চালাতে হবে।
- সড়কপথের বিপদজনক স্থানসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবে ধারনা নিয়ে ও রাস্তায় আচমকা ঘটনা ঘটার বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে জেনে নিরাপদে গাড়ি চালাতে হবে।
- সবসময় সীট বেল্ট ব্যবহার করতে হবে।
- অন্য চালকদের আচরণ, গতিবিধি ও মানসিকতা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- গাড়িতে অনুমোদিত সাইজের চাকা লাগাতে হবে।
- চাকার বায়ুচাপ সঠিক রাখা। কারণ বায়ুর চাপ প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশী হলে রাস্তার সাথে চাকার সংযোগ ক্ষেত্র কমে যায় বিধায় অতিরিক্ত ক্ষয়জনিত কারণে চাকার স্থায়ীত্ব কমে যায় এবং দূর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। প্রতি তিন থেকে সাত দিন পরপর অথবা দূরে কোন যাত্রা আরম্ভ করার আগে চাকার বায়ুচাপ পর্যবেক্ষন করতে হবে। সঠিক বায়ুচাপ জানার জন্য গাড়ি চালানোর আগে চাপ মাপা উচিত। চাকার বায়ুচাপ কম হলে চাকা অত্যাদিক গরম হয়ে ফেটে যেতে পারে। এছাড়া জ্বালানি করছ বেশি হয়।
- গাড়ির জানলা ও আয়নাগুলো সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। বিশেষ করে শীত এবং বৃষ্টির সময়।
- গাড়ি চলানোর সময় কিছুক্ষণ পরপর (প্রতি মিনিটে ৬-৮ বার) সাইড মিরর বা লুকিং গ্লাসের মাধ্যমে পিছনের গাড়ির অবস্থান দেখতে হবে।
- রাগ/দুখ/চিন্তা জনিত মানসিক চাপ থাকলে গাড়ি না চালানোই ভালো।
- সড়ক পথে অন্য কেউ না থাকলেও সিগন্যালেরর নিয়ম মেনে গাড়ি না চালানো।

- ওভারটেক করার আগে আয়না ব্যবহার করে পিছন দিক থেকে আগত গাড়িসমূহ দেখা এবং ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে কোন গাড়ি আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- বামদিক দিয়ে অভরটেকিং করা ঝুঁকিপূর্ণ ও বেআইনি বিধায় রাস্তার বাম দিক দিয়ে কখনো কোন গাড়িকে ওভারটেক না করা যদি রাস্তায় গাড়িটি ডানে মোড় নেয় সড়ক পথের বাম দিক থেকে ডান দিকের গাড়ির গতি বেশি থাকায় ওভারটেকিং এর মত দ্রুতগতির প্রক্রিয়াটি ডান দিকের দ্রুতগতির লেন ব্যবহার করে সম্পন্ন করা বেশি নিরাপদ।
- গাড়ির পিছন পিছন চলার সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য দুই সেকেন্ড নিয়ম মেনে চলা।
- সড়ক পথের পরিবেশের সাথে গাড়ির গতিবেগের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে গাড়ি চালনা করা। দ্রুতগতির ও উন্নতমানের রাস্তার গাতি নিয়ন্ত্রণে রেখে গাড়ি চালানোর মানসিকতা তৈরী অতি জরুরী।
- গাড়ি চলানোর আগে আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা রাখা। কুয়াশা ও বৃষ্টি পড়া অবস্থায় সাধারণ গতির চেয়ে অর্ধেক গতিতে গাড়ি চালনা করা।
- রাস্তার বাঁকে জোরে ব্রেক না করা।
- গাড়ি চালানোর সময় কিছু না খাওয়া।
- গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলে কথা না বলা ।
- সব সময় পথচারীকে অগ্রাধিকার দেয়া। পথচারী থাকুক বা না থাকুক কখনই পথচারী পারাপারে মাত্রাতিরিক্ত গতি বা অসতর্ক অবস্থায় গাড়ি না চালানো।
- জেব্রা ক্রসিং এর উপর গাড়ি থামিয়ে পথচারী পারাপারে অসুবিধা সৃষ্টি না করা।
- পথচারী অথবা বাইসাইকেলকে অতিক্রম করার সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অথবা গাড়ির গতিবেগ যথাসম্ভব কমানো।
- পার্শ্ব রাস্তার যানবাহনকে প্রধান সড়কে উঠার সুযোগ দেওয়া ও পার্শ্ব রাস্তার থেকে গাড়ি প্রধান সড়কে উঠার আগে সংকেত দিয়ে অন্য চালককে সতর্ক করা।
- মোড় নেওয়ার সময় সঠিক লেন থেকে মোড় নেওয়া। হঠাৎ করে লেন পরিবর্তন না কারা। দিক পরিবর্তন বা লেন পরিবর্তন করার সময় ইন্ডিকেটর বাতি ব্যবহার করে অন্য গাড়িকে সতর্ক করা।
- ওভারটেকিং করা ছাড়া সব সময় বাম দিক দিয়ে গাড়ি চালনা করা ওভারটেকিং এর শেষে ইন্ডিকেটর বাতি নিভিয়ে দেওয়া। ঘন ঘন ওভারটেকিং না করা। এক সঙ্গে একটির বেশী গাড়ি ওভারটেকিং না করা। অন্য গড়িকে ওভারটেক করার সুযোগ দেয়া। গাড়িকে ওভারটেক করার সময় গতি কমিয়ে সাহায্য করা।
- জংশনে পুলিশ থাকুক বা না থাকুক সিগন্যাল নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো।
- অযথা হাই ভিম ব্যবহার, হর্ণ বাজিয়ে সামনের গাড়ির চালকে অস্বস্থিতে না ফেলা।
- গাড়ি এমন ভাবে পাকিং করতে হবে যাতে অন্যের চলাচলে অসুবিধা না হয় এবং অন্যের পাকিং করা গাড়ি বের হতে অসুবিধা না হয়। জংশনে গাড়ি থামিয়ে অযথা প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করা।
- অন্য চালকের কোন ভুল বা তার গাড়র কোন ত্রুটি দেখা দিলে হর্ণ বাজিয়ে বা লাইট ব্যবার করে তা নজরে আনা।
- রাস্তায় এমন কিছু ফেলবেন না যাতে অন্যের অসুবিধা না হয়।

২.৫.১ সংকেত সমূহ

সংকেত সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল-

ক. ডানদিকে মোড় নেওয়ার প্রাক্কালে কিংবা অপর কোন গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে রাস্তার ডানদিক দিয়ে গাড়ি চালানো দরকার পড়লে চালক ডান হাত গাড়ির ডান দিক দিয়ে বাইরে সমান্তরাল ভাবে মেলে ধরবেন এবং হাত বা হাতের তালুর সাহায্যে যথার্থ দিক নির্দেশন করবেন।

খ. বামদিকে মোড় নেওয়ার প্রাক্কালে কিংবা রাস্তার বামদিকে যাওয়ার দরকার পড়লে চালক ডান হাত বাইরে মেলে ধরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে হাত ঘুরাবেন।

গ. গাড়ি থামানোর প্রাক্কালে চালক তার ডানবাহুর উপরের অংশ গাড়ির ডানদিক দিয়ে বের করে সোজা উপরের দিকে উঠাবেন এবং ডান হাতের তালু সামনে ফিরাবেন।

ঘ. কোন গাড়ির চালক যখন ইচ্ছে করবেন যে তার পিছনের গাড়ির চালক প্রথমোক্ত গাড়িকে ওভারটেক করুক, কখন তিনি (সামনের গাড়ির চালক) তার ডান হাত ও বাহু গাড়ির ডানদিক দিয়ে বাইরে সমান্তরাল ভাবে মেলে ধরবেন এবং ডানবাহু আধা-গোলাকৃতির আকারে সামনে পিছনে ঘুরাবেন।

২.৬ নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করা

নেভিগেশনে ভুল করা অনিবার্য ঘটনা। কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে যে সঠিক গন্তব্যে সঠিক রাস্তা দেখানো হয়েছে কিনা। এরকম ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত পদক্ষেপ হল রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করা।

যখন নেভিগেশনে ভুল হয় তখন সে আপনাকে একটি নতুন রুট প্রস্তাব করবে যা নিরাপদ হতে পারে। আপনি নতুন রুট গ্রহণ করতে পারেন এবং নেভিগেশন টুল আবার পুনরায় চালু করতে পারেন। নেভিগেশন টুল আবার আপনাকে নতুন রুটে পরিচালনা করবে। আপনি নিজেও নতুন রুট পরিকল্পনা করতে পারেন নেভিগেশন টুল ব্যবহার করে। যদি সঠিক রাস্তাটি না থাকে তবে আপনি রাস্তা ম্যাপে দেখে কোন রাস্তা নিরাপদ এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাবে তা নির্ধারণ করতে পারেন। রুট পরিকল্পনা করার সময় যা যা করণীয়-

২.৬.১ নিজের যাত্রাপথ পরিকল্পনা করা

আপনার হাতে যদি ম্যাপ বা মানচিত্র থাকে, তাহলে সেটি দেখে নিজের যাত্রাপথটি সহজেই আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবেন, সেখান থেকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রতিটি মোড় এবং বাঁক পর্যন্ত পথে লক্ষণীয় বা বিশেষ কি কি স্থাপনা আছে, সেটি খেয়াল করুন।

২.৬.২ রিল্যাক্স করা

পথ হারাচ্ছেন বলে বা রাস্তা মনে রাখতে পারছেন না বলে অস্থির হবে না, রিল্যাক্স করুন। কোথাও যাবার আগে আপনি যদি আগে থেকে পরিকল্পনা করতে পারেন, তাহলে আপনার আগাম দুশ্চিন্তা সহজেই লাঘব হতে পারে। বিচলিত না হয়ে রিল্যাক্স করুন এবং ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করুন।

২.৬.৩ মনোনিবেশ করা

কাজ করতে করতে অন্যমনস্কভাবে পথ চলবে না, কথা বলতে বলতে রাস্তায় হাঁটা কিংবা মোবাইলে টেক্সট মেসেজ লিখতে লিখতে কেউ হাঁটলে কিংবা কিছু ভাবতে ভাবতে কেউ যখন পথ চলে, স্বাভাবিকভাবেই যাত্রাপথে তার নজর থাকে না। ফলে পথ হারানো খুবই স্বাভাবিক। তাই স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এজন্য নতুন রাস্তায় যাবার সময় মন দিয়ে চারপাশের জিনিসপত্র খেয়াল করা দরকার।

২.৬.৪ উল্লেখযোগ্য স্থাপনা খোঁজা

খুব পরিচিত অথবা একেবারেই উদ্ভট কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করুন, যখন অন্য কিছু দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গা চিনতে পারবেন না. তখন সেটির কথা মনে পড়লে, বাকিটা চিনে নিতে পারবেন। প্রতিটি বাঁকে এসে মনে মনে মিলিয়ে দেখবেন তখন আপনা আপনি মাথার মধ্যে একটা ম্যাপ তৈরি হয়ে যাবে।

২.৬.৫ পথের দিকে খেয়াল রাখা

মানুষ সাধারণত সামনের দিকেই নজর রাখে, কিন্তু যারা পেছনে তাকান এবং কোন পথে এলেন পথে কি কি ফেলে আসলেন একটু ফিরে এসব দেখে নেন, তারা রাস্তা চেনার ক্ষেত্রে ভালো করেন। এসকল কাজ রাস্তা মনে করিয়ে দেয় এবং রাস্তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

২.৬.৬ নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে স্মৃতির যোগ করা

নির্দিষ্ট কোনো জায়গার সঙ্গে যদি আপনার কোনো বিশেষ স্মৃতি থাকে, তাহলে সেই জায়গার কথা মনে রাখা সহজ হবে। বিশেষ করে ফেরার পথে সেটা আপনাকে সাহায্য করবে। হয়ত প্রথম যখন ওই জায়গায় গিয়েছিলেন সেখানে আপনারা কথা বলছিলেন, কিংবা কেউ হয়তো গেয়ে উঠেছিল কোনো গান। এসব ওই জায়গা সম্পর্কে মস্তিষ্কে কিছু স্মৃতি জমিয়ে রাখে, একই পথে ফিরলে সে স্মৃতি আপনাকে পথ চিনিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

২.৬.৭ ছবি তোলা

কোনো জায়গায় যদি আপনাকে বারবার যেতে হয়, তাহলে মূল জায়গাগুলোতে ছবি তুলুন এবং পরে সেই ছবিগুলো খেয়াল করুন, আপনি জায়গাগুলো ভুলে যাবেন না।

২.৬.৮ যাত্রাপথটি মনে রাখা

নিজের যাত্রাপথটি মনের মধ্যে গেঁথে নেবার চেষ্টা করুন, বারবার দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করুন পুরো পথটি। এটি করার ফলে আপনার মস্তিষ্কের স্নায়ু শক্তিশালী হবে এবং আপনার স্মৃতি স্থায়ী হবে।

এসব কিছু করার পরেও যদি দেখেন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, তাহলে স্মার্টফোনে স্ট্রিটভিউ বা গুগলম্যাপসের মত অ্যাপস তো রয়েছেই।

সেলফ চেক (Self Check)-২: রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. রোড সাইন কি? প্রধানত রোড সাইন কৎ প্রকার ও কি কি?

উত্তর:

২. রোড মার্কিং কি? রোড মার্কিং এ কি কি রং ব্যবহার করা হয়? কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর:

৩. বাধ্যতামূলক সাইন কি?

উত্তর:

৪. 'হ্যাঁ বোধক' সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

৫. যাত্রাপথে রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

উত্তর:

৬. স্টপ সাইন **(থামুন)** কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

৭. রুট পরিকল্পনা করার জন্য কি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়?

উত্তর:

৮. তথ্য সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer key)-২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

১. রোড সাইন কি? প্রধানত রোড সাইন কৎ প্রকার ও কি কি?

উত্তর: রোড সাইন অর্থ রাস্তার সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ যা একজন ড্রাইভারকে তথ্য দিয়ে নিরাপদে যানবাহন চলাচলে সহায়তা করে। রাস্তায় চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে যে তথ্য সম্বলিত সাইন ব্যবহার করা হয় তাকে রোড সাইন বলে। এদের রূপ, ধরন, গঠন, আকার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় একই।

ট্রাফিক সাইনের প্রকারভেদঃ

ট্রাফিক রোড সাইন প্রধানত তিন প্রকার হয়ে থাকে, যেমন-

১ বাধ্যতামূলক (Mandatory)

২ সর্তকতামূলক (Cautionary)

৩ তথ্যমূলক (Imformatory)।

২. রোড মার্কিং কি? রোড মার্কিং এ কি কি রং ব্যবহার করা হয়? কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: রোড মার্কিংঃ

মার্কিং শব্দের অর্থ হলো চিহ্নিত করা। রাস্তায় নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে সেগুলোকেই রোড মার্কিং বলে। দুর্ঘটনামুক্ত এবং নিরাপদ যানবাহন পরিচালনার জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে তাকে রোড মার্কিং বলে।

মার্কিং এ রংয়ের ব্যবহার বিধিঃ

সাধারনত রাস্তায় মার্কিং করার জন্য দুই ধরনের রং এর ব্যবহার দেখা যায়। যথা-

- সাদা সাদা রঙ সাধারণত রাস্তায় পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- হলুদ হলুদ রঙ নিষেধাজ্ঞা, থামানো এবং পার্কিং ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মার্কিং এর প্রকারভেদঃ

সড়ক পথের প্রয়োজনুযায়ী মার্কিং দুই প্রকার হয়। যেমন-

১। সড়কপথের আড়াআড়ি মার্কিং,

২। সড়ক পথ বরাবর মার্কিং।

৩. বাধ্যতামূলক সাইন কি?

উত্তর: সড়কপথে চালকদের ট্রাফিক আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সতর্ক ও মানার জন্য এমন কিছু প্রতীক বা সংকেত স্থাপন করা হয় যা তাদের বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হয়। চালকগণ এই সাইনগুলো আইনতভাবে মানতে বাধ্য বিধায় সাইনগুলোকে বাধ্যতামূলক সাইন বলা হয়। বাধ্যতামূলক সাইন অমান্য করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই সাইন সম্বলিত বোর্ড গোল ও বৃত্তাকার হয়। উক্ত সাইন গুলোর কিছু কিছু বৃত্ত সম্পূর্ণ নীল আবার কিছু কিছু বৃত্তের মধ্যভাগ সাদা এবং পরিধি চওড়া লাল রং-এর রেখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এ চিহ্নগুলো বিপদজনক স্থানের শুরুতে লাগানো থাকে এবং অবশ্যই পালনীয়।

৪. ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: যে সকল সাইনের চিহ্ন সাধারনত সাদা ধারসম্বলিত নীল বৃত্তাকার বোর্ডের ভিতরে থাকে এবং অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা প্রর্দশন করে তাকে ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন বলে। আরও সাধারণ ভাবে বললে বাধ্যতামূলক হ্যাঁ-সূচক চিহ্ন দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মত এবং বৃত্তটি সম্পূর্ণ নীল যা অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা বহন করে। সাধারণত গোলের ভিতর ও নিচে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যা অবশ্যই পালন করতে হয়। এসকল সাইন না মানা দন্ডনীয় অপরাধ। যেমন-সামনে চলুন, বামে চলুন, একমুখি চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি।

৫. যাত্রাপথে রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?
উত্তর: রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন:

- ভ্রমণ সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় হওয়ার জন্য।
- সুস্থ এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রাপথে যাতে কোন ধরণের সমস্যা না হয় তার জন্য রুট পরিকল্পনা করা দরকার।
- যে কোন ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দ্রুত সময়ে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রী বা মালামাল যাতে নিরাপদে গন্তব্য পৌছায়।

৬. স্টপ সাইন (থামুন) কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: স্টপ সাইন **(থামুন):**

চলন্ত গাড়ি থামানোর জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। স্টপ সাইন হল ট্রাফিক চিহ্ন যা ড্রাইভারদের অবহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই গাড়ি সম্পূর্ণরুপে থামাতে হবে যাতে অন্য রাস্তার যানবাহন এবং পথচারীদের নিরাপদে পারাপার নিশ্চিত করা যায়।

৭. রুট পরিকল্পনা করার জন্য কি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়?

উত্তর: আপনি যেকোনো একটি নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন, যেমন Map, Google Map।

৮. তথ্য সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: তথ্য সাইন:

সড়ক ব্যবহারকারীদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যময়, আরামদায়ক ও নিরাপদ করার জন্য এই সকল সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দ্বারা গাড়ির চালককে সড়ক ও গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার দিক নির্দেশনা দেখিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে, তাদেরকে ‘তথ্যমূলক সাইন’ বলে। এই সকল সাইন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

জব শিট (Job Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী রাস্তার বিভিন্ন ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

চিত্র	নাম	চিত্র	নাম
		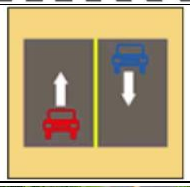	
		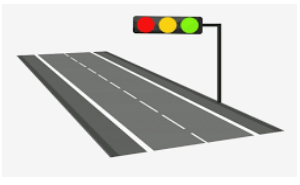	

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করণ।

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ:

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
৫.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৬.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৭.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৮.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সমূহ:

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
৩.	প্র্যাক্টিস শীট	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
৪.	কলম	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

শিখনফল - ৩: ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. ট্রাফিক সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের নিয়মানুসারে ট্রাফিক নিয়মকানুন চিহ্নিত এবং অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ২. আইন অনুযায়ী লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন মেইনটেইন করতে সক্ষম হয়েছে। ৩. কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে। ৪. অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে। ৫. প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ট্রাফিক এবং রাস্তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন রয়েছে এমন একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. ইন্টারনেট সুবিধা ৭. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. ট্রাফিক নিয়মকানুন ▪ রোড অবস্ট্রাকশন ▪ অবৈধ টার্মিনাল ▪ সুরক্ষা বেল্ট পরা ▪ ইউনিফাইড যানবাহন ভলিউম রিডাকশন সিস্টেম ▪ ড্রাইভিং লাইসেন্স / নিবন্ধন / রুট ফ্রাঞ্চাইজ/ সরকারী রসিদ এবং নিবন্ধনের সার্টিফিকেট (ওআরসিআর) ▪ গাড়ি চালানোর সময় সেলফোন ব্যবহার না করা ▪ ড্রাগ বা অ্যালকোহলের প্রভাবে গাড়ি না চালানো। ২. লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন। ৩. কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো। ৪. অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো। ৫. প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ট্রাফিক এবং রাস্তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন রয়েছে এমন একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো।
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করা এবং নির্দেশনা
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৩: ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৩ : ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৩ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৩ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব শিট (Job Sheet)- ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ। জব শিট (Job Sheet)- ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা।

ইনফরমেশন শিট (Information sheet): ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠ করে শিক্ষার্থীগণ-

৩.১ ট্রাফিক নিয়মকানুন, যেমন-
- রোড অবস্ট্রাকশন
- অবৈধ টার্মিনাল
- সুরক্ষা বেল্ট পরা
- ইউনিফাইড যানবাহন ভলিউম রিডাকশন সিস্টেম
- ড্রাইভিং লাইসেন্স / নিবন্ধন / রুট ফ্রাঞ্চাইজ/ সরকারী রসিদ এবং নিবন্ধনের সার্টিফিকেট (ওআরসিআর)
- গাড়ি চালানোর সময় সেলফোন ব্যবহার না করা
- ড্রাগ বা অ্যালকোহলের প্রভাবে গাড়ি না চালানো ইত্যাদি শিখতে পারবে।

৩.২ লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করতে হয় জানতে পারবে।

৩.৩ কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো শিখতে পারবে।

৩.৪ অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো শিখতে পারবে।

৩.৫ প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ট্রাফিক এবং রাস্তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন রয়েছে এমন একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো শিখতে পারবে।

৩.১ ট্রাফিক নিয়মকানুন

ট্রাফিক নিয়মকানুন হল এমন কিছু নিয়মকানুন যা যাতায়াতের সময় বিভিন্ন ধরনের যানবাহনগুলোর মধ্যে কঠোরভাবে প্রযোজ্য হয়। এই নিয়মকানুন পরিচালিত হয় যাতায়াত স্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য, সুরক্ষিত ভ্রমণের জন্য এবং যাত্রাপথে দূর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে। ট্রাফিক নিয়মকানুনের মাধ্যমে জাতীয় সড়ক পরিবহন বিধি প্রযোজ্য হয় যা বাংলাদেশে সকল সড়ক এবং যাতায়াত স্থানে প্রযোজ্য। এছাড়াও কিছু আইন এবং বিধি থাকে যা যাত্রাপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনে প্রযোজ্য হয় সমস্ত দেশে একই হয়। ট্রাফিক নিয়মকানুনের মূল উদ্দেশ্য হল দূর্ঘটনা থেকে সুরক্ষিত থেকে যাতায়াত করা এবং সাধারণ যাত্রীদের সুবিধাজনক ভাবে যাতায়াত করার জন্য নিয়ম নির্ধারণ করা।

৩.১.২ রোড অবস্ট্রাকশন

যখন একটি বস্তু বেআইনিভাবে একটি রাস্তায় পড়ে থাকে যা রাস্তা ব্লক করে, তখন এটি একটি রোড অবস্ট্রাকশন বা রাস্তার বাধা হিসাবে বিবেচিত হয়। এগুলি কখনও কখনও গাড়ি চালানোকে বিপজ্জনক করে তুলতে পারে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

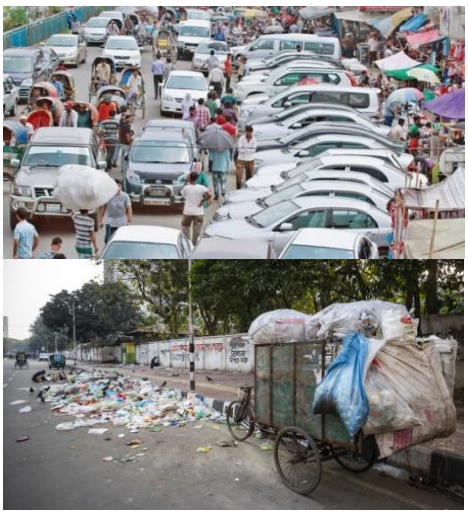

রোড অবস্ট্রাকশন

রাস্তার কাঠামো, উপকরণ বা রাস্তার মধ্যে চলমান কাজ যা রাস্তার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যা মোটর যান বা পথচারীদের অবাধ যাতায়াতকে বাধা দেয় এবং/অথবা মোটর চালক, পথচারী বা কাছাকাছি বসবাসরত বাসিন্দাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারে বা আহত করতে পারে। যেমন-

- নিষিদ্ধ জায়গায় পার্ক করা যানবাহন,
- যানবাহন এর টার্মিনাল,
- ভেন্ডিং সাইট,

- রাস্তায় খেলাধুলা পরিচালনা,
- চাল শুকানো,
- নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা,
- ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি।

রাস্তায় এরকম বাঁধার সৃষ্টি করা অবৈধ। এইরকম কাজ করলে ট্রাফিকের অনেক সমস্যা হতে পারে এবং এটি আইনত দন্ডণীয় অপরাধ। তাই এধরণের কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩.১.৩ অবৈধ টার্মিনাল

সাধারণত একটি জায়গায় যখন নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি না মেনে যানবাহন পার্ক করে রাখা হয় সেই জায়গাকে অবৈধ টার্মিনাল বলে। এই ধরণের টার্মিনাল ট্রাফিক সিস্টেমে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। যানজট এবং যাত্রাপথে ভোগান্তির সৃষ্টি করে। এই সকল টার্মিনাল অনুমোদিত নয়।

৩.১.৪ সুরক্ষা বেল্ট পরা

গাড়িতে ভ্রমণের সময় গাড়িতে বসে অবশই সিট বেল্ট লাগাতে হবে। গাড়ির চালক এবং এর যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সিটবেল্ট বা সেফটি বেল্ট এর উপকারিতার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। বিশেষ করে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সিট বেল্টের অবদান এতোটাই অনস্বীকার্য যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রীতিমতো আইন করে চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট পড়ার নিয়ম চালু রয়েছে। যদি সিটবেল্টটি লাগানোর জন্য কোন নিয়ম থাকে তবে ভাল এবং যদি তা না হয় তবে নিজেকে শিখে বেল্ট লাগিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে। যাতায়াতের দূরত্ব যেমনই হোক না কেন নিজের সুরক্ষার জন্য সিটবেল্ট পরা জরুরী এবং আইন অনুসারে এটি বাধ্যতামূলক।

৩.১.৫ সিটবেল্ট/সেফটি বেল্ট বাঁধা কেন প্রয়োজন

- গাড়ির চালককে অনেক সময় গাড়ি চালনা মনযোগী করে রাখতে সহায়তা করে থাকে সিটবেল্ট। দুর্ঘটনায় সাহায্য এগিয়ে দ্রুত সহায়তার জন্যও এটি বেশ উপকারী।
- গাড়ি চালাবার সময় মোড় ঘুরাতে কিংবা ওভারটেকের সময় গাড়ির গতি বেশি হলে যাত্রী এবং চালক উভয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সিটবেল্ট বাধাটা জরুরী।
- গাড়ি দ্রুত গতিতে চালাবার সময় কখন হার্ড ব্রেক করলে সিটবেল্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে আটকে যেয়ে চালক এবং যাত্রীকে সামনে গিয়ে ধাক্কা খাওয়া থেকে রক্ষা করবে।
- গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে রোলওভারের সময় চালক এবং যাত্রীকে সিটবেল্ট সিট এর সাথে বেধে রাখবে, এতে করে যাত্রী এবং চালক উভয় এর আহত হবার ঝুঁকি কমে আসবে।

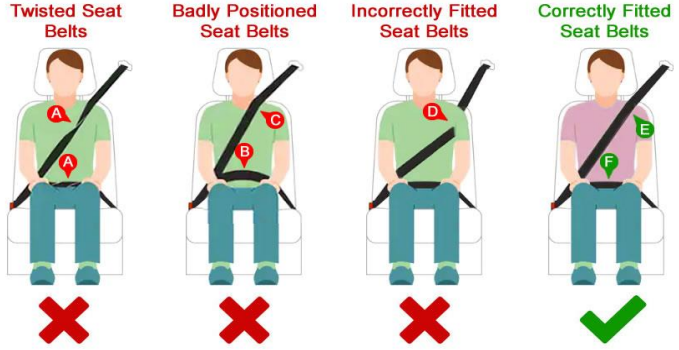

সিট বেল্ট বাঁধার নিয়ম

৩.১.৬ ইউনিফাইড যানবাহন ভলিউম রিডাকশন সিস্টেম

ইউনিফাইড যানবাহন ভলিউম রিডাকশন সিস্টেম (Unified Vehicle Volume Reduction System) হল একটি স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম যা যানবাহনের যোগাযোগ এবং ট্রাফিক কন্ট্রোল করে। এই সিস্টেমটি গাড়ির সংখ্যা ও যাতায়াতের ভলিউম এবং স্পিড একটি সেন্সর সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকে। যখন যানবাহনের ঘনত্ব এবং স্পিড বেড়ে যায় তখন এই সিস্টেম যানবাহনগুলোকে একটি সতর্ক বার্তা দেয় যাতে যানবাহনগুলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যখন যানবাহনের স্পিড ও যাতায়াতের ঘনত্ব অধিক হয় তখন এই সিস্টেম নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করে যাতে কার্যকর ট্রাফিক পরিচালিত হয়।

যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা নিরাপদ ও দুর্ঘটনা মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সরকার সড়ক ও পরিবহণ আইন প্রণয়ন করে থাকে। এগুলো সকলের জন্য মানা আবশ্যক। যদি কেউ এসব নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত করা হয়। আইন অনুযায়ী নিয়ম ভঙ্গের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করা হয়।

৩.১.৭ ড্রাইভিং লাইসেন্স / নিবন্ধন / রুট ফ্রাঞ্চাইজ/ সরকারী রসিদ এবং নিবন্ধনের সার্টিফিকেট (ওআরসিআর)

ক. **ড্রাইভিং লাইসেন্স**: "ড্রাইভিং লাইসেন্স" হল কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে একটি মোটরযান চালাবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত দলিল। যথাযথ পরীক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি রাস্তায় মোটরযান চালানোর উপযুক্ত প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র বিআরটিএ প্রদান করে থাকেন।

খ. **নিবন্ধন / রুট ফ্রাঞ্চাইজ/ সরকারী রসিদ এবং নিবন্ধনের সার্টিফিকেট (ওআরসিআর)** "রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট" অর্থ BRTA এর ২-ক ধারা অনুযায়ী চতুর্থ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে মোটরযান রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে এ মর্মে যথাপোযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সার্টিফিকেট। ব্লু-বুক থেকে গাড়ির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এতে গাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, চেসিস ও ইঞ্জিনের নম্বর, কত হর্স পাওয়ার ও কত সিলিন্ডারের ইঞ্জিন, কোন মডেলের, কোন সালের ও কোন কোম্পানির গাড়ি, খালি গাড়ির ওজন, কত ওজনের মালামাল বহন করতে পারে, কত লোকে বসতে পারে ইত্যাদি। BRTA কর্তৃপক্ষ এ ব্লু-বুক ইস্যু করে থাকেন গাড়ির মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে। যদি কখনো গাড়ির কোন কিছু পরিবর্তন হয়, তাহলে সে তথ্য মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্টেকে জানিয়ে ব্লু-বুক এ রেকটিফাই বা সংশাধেন করে নিতে হবে।

৩.১.৮ ট্রাফিক আইন, নিয়মনীতি ও শাস্তিসমূহ বর্ণণা

ট্রাফিক আইন:

মৌলিক ট্রফিক আইন তিন প্রকার;

ক. **প্রথম মৌলিক ট্রাফিক আইন** দুর্ঘটনা এড়াতে হলে প্রত্যেক রাস্তা ব্যবহারকারীকে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

নিম্নে কতগুলো প্রথম মৌলিক ট্রাফিক আইনের পরিপন্থি কাজ উল্লেখ করা হলঃ

ক. না দেখেই গাড়ী আগে বাড়ানো।
খ. লালবাতির সিগনাল ভংগ করা।
গ. না দেখেই ছোট রাস্তা হতে বড় রাস্তায় উঠা।
ঘ. অসর্তকতায় ইন্টারসেকশনে প্রবেশ করা।
ঙ. গতিসীমা বজায় না রাখা।
চ. না দেখেই ডানে বামে ইউটার্ন / মোড় নেয়া।

খ. **দ্বিতীয় মৌলিক ট্রফিক আইন** অযথা বা অপ্রয়োজনে কারও গতির ধারাবাহিকতা বিঘ্ন করা যাবে না।
নিম্নে কতগুলো দ্বিতীয় মৌলিক ট্রফিক আইনের পরিপন্থি কাজ উল্লেখ করা হলঃ

ছ. ইউ-টার্নে থামানো,
জ. রাস্তার উপর রিভার্সিং,
ঝ. খুব কম গতির গাড়ী চালনা,
ঞ. সেখানে সেখানে পার্কিং বা স্টপিং,
ট. আঁকা বাঁকা গাড়ি চালনা।

গ. **তৃতীয় মৌলিক ট্রফিক আইন** অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের প্রতি সদিচ্ছা জ্ঞাপন করতে হবে।
নিম্নে কতগুলো তৃতীয় মৌলিক ট্রফিক আইনের পরিপন্থি কাজ উল্লেখ করা হলঃ

ঠ. বিকল্প হর্ণ ব্যবহার (বিশেষ করে রাত্রিকালীন),
ড. রিক্সা বা ঠেলা গাড়ীকে সহায়তার পরিবর্তে বিরক্ত করা,
ঢ. রাস্তা মেরামতের সময়ে অতিরিক্ত গতি দেয়া,
ণ. কালো ধোঁয়াপূর্ণ গাড়ী ব্যবহার করা।

৩.১.৯ নিয়মনীতি

ক. রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় মোটর গাড়ীর ড্রাইভারগণ যতদূর সম্ভব রাস্তার বাম দিক ঘেঁষে গাড়ী চালাবে এবং বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ীগুলোকে তার ডান দিক দিয়ে যেতে বা ক্রস করতে দেবে।

খ. রাস্তায় গাড়ী চালানোর সময় একই দিকে চলমান সামনের গাড়ী বা যে কোন যানবাহনকে ওভারটেক করার সময় তার ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করবে এবং বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ীগুলো ডান দিক দিয়ে ক্রস করবে।

গ. ওভারটেক করার সময় ডান দিক দিয়ে এবং ক্রস করার সময় ডান দিক দিয়ে বিধান থাকা সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম বিধান আছে। যেমন- যদি সামনের গাড়ীর ড্রাইভার ডান দিকে যাবে বলে সংকেত দেয় এবং তার গাড়ী রাস্তার মাঝামাঝি অথবা তার চেয়ে বেশী এসে পড়ে তবে পিছনের গাড়ীর ড্রাইভার (উক্ত) সামনের গাড়ীর বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করবে। আবার বিপরীত দিক দিয়ে আসা গাড়ীর ড্রাইভার যদি ডান দিকে যাবে বলে সংকেত দেয় এবং তার গাড়ী যদি রাস্তার মাঝামাঝি অথবা তার চেয়ে বেশী এসে পড়ে তবে উক্ত গাড়ীর বাম দিক দিয়ে ক্রস করবে।

ঘ. পিছনের গাড়ীর ড্রাইভার যদি সামনের গাড়ীকে ওভাটেক করতে শুরু করে তবে সামনের গাড়ীর ড্রাইভার কোন ক্রমেই তার গতি বৃদ্ধি করবে না এবং ওভারটেক করতে গাড়ীটিকে কোনরুপ বাঁধার সৃষ্টি করবে না।

ঙ. সংযোগ কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হয়ে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার ডান দিকে তাকাবে, প্রয়োজন হলে থামবে এবং ডান দিক থেকে আগত গাড়ীগুলোকে আগে যেতে দিবে।

চ. রাস্তায় কোন সভা, শোভাযাত্রা, ছাত্র মিছিল, শ্রমিক মিছিল, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর লংমার্চ অগ্রসর অথবা রস্তায় উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের বেলায় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার তার গাড়ীর সর্বোচ্চ গতি ১৫ মাইল বা ২৫ কিলোমিটারের বেশী হতে পারে না।

৩.১.১০ বামে ও ডানে মোড়

- বাম দিকে মোড় নেয়ার সময় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার যতদূর সম্ভব রাস্তার বাম দিক ঘেঁষে চলবে যাতে তার বাম দিক দিয়ে কোন রিক্সা বা গাড়ী প্রবেশ করতে না পারে। বাম দিকের সংকেত দিবে এবং তার গাড়ী হতে রাস্তার মোড় পর্যন্ত কোন রিক্সা বা কোন গাড়ীকে ওভারটেক করবে না। মোড়ে পৌঁছে ডান দিক থেকে আগত কোন গাড়ীর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত হয়ে বাম দিকে মোড় নেবে।

- ডান দিকে মোড় নেওয়ার সময় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার রাস্তার মাঝামাঝি চলবে যাতে তার ডান দিক দিয়ে তার গাড়ী হতে রাস্তার মোড় পর্যন্ত যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকে। ডান দিকে সংকেত দিয়ে প্রবেশ করবে এবং উক্ত রাস্তার সেন্টার লাইন অতিক্রম কওে ডান দিকে মোড় নেবে।
- রাউন্ড এ্যাবাউট বা গোল চক্করে প্রবেশ করার সময় প্রত্যেক মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বাম দিক দিয়ে প্রবেশ করবে এবং ডান দিকে মোড় নেবে। ট্রাফিক আইন গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আইন গুলো দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা-
- চালক ও যানবাহনের কাগজপত্র সংক্রান্ত।
- যেমনঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি।
- রাস্তায় গাড়ির অবস্থা ও চালনা সংক্রান্ত।
- যেমনঃ রাস্তা বন্ধ করে রাখা, অবৈধ পার্কিং, সিট বেল্ট লাগানো, মোবাইল ফোন ব্যবহার, মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালনা ইত্যাদি।

৩.১.১১ ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়মাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো

সাধারণ নিয়মাবলীঃ

- গাড়ি কিনার পরে রাস্তায় চালানোর আগে অবশ্যই বিআরটিএ এর রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে।
- বিআরটিএ প্রদত্ত নম্বর প্লেট গাড়ির সামনে ও পিছনে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন নম্বর প্লেট অনেক দুর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।
- আঠারো বছরের কম বয়সী কেউ গাড়ি চালাতে পারবেন না। যদি ট্যাক্সি চালাতে হয়, তাহলে চালকের বয়স অন্ততঃ বিশ বছর বা তার বেশী হতে হবে।
- গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভারকে অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির অন্যান্য বৈধ কাগজপত্র সাথে রাখতে হবে। একজনের লাইসেন্স নিয়ে আর একজন গাড়ি চালাতে পারবে না।
- রাস্তায় চলাচলের ট্রাফিক নিয়মকানুন সব মেনে চলতে হবে। যেমনঃ রাস্তা পার হওয়া, গাড়ির গতি, ট্রাফিক নির্দেশ, সংকেত ইত্যাদি।
- ড্রাইভারকে গাড়ি চালাবার সময় সর্বদা মানুষ, জন্তু, অন্য গাড়ি প্রভৃতির দিকে নজর দিয়ে চালাতে হবে।
- মদ বা মাদক দ্রব্য সেবন করে গাড়ি চালানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।
- কোনও দুষ্কার্যে সহায়তা করতে পারবে না।
- রাস্তা বন্ধ করে গাড়ি রাখা বা অবৈধ পার্কিং করা যাবেনা।
- গাড়ি চালোনার সময় অবশ্যই সিট বেল্ট লাগিয়ে নিতে হবে।
- গাড়ি চালোনার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবেনা।

বিশেষ নিয়মাবলী:

- সব সময় গাড়ি পথের বাঁদিকে দিয়ে চলবে; যদি পথ ক্রস করতে হয় তবে সিগন্যাল দিতে হবে।
- গতি বিধির নির্দেশনা মেনে গাড়ি চালাতে হবে। যেখানে যতটা স্পীড নির্ধারণ করে দেওয়া সেই গতিতেই গাড়ি চালাতে হবে।
- গাড়ির হর্ণ, ব্রেক, গিয়ার ও স্টিয়ারিং এর কার্যকারিতা ঠিক আছে কিনা তা চেক করে নিতে হবে।
- রাতের বেলাগাড়ি চালাতে গেলে গাড়িতে ব্যবহৃত সকল লাইট ঠিক থাকতে হবে।

- সুর্যস্ত যাবার আধা ঘন্টা পর থেকে ও ভোর হবার আধাঘন্টা আগে পর্যন্ত গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
- ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মাল বহন করা যাবেনা।
- যে কোনও রকম নেশার দ্রব্য গাড়িতে রাখা বা বহন করা যাবেনা।
- ড্রাইভারের পাশে মাত্র একজন সহকারী বা আরোহী বসানো যাবেনা।
- গাড়ি চালাতে হলে, দিনের বেলা হাতের সংকেত ও রাতের বেলা আলোর সংকেত সব সময় ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে।
- যদি পথে কোনও জন্তু হঠাৎ চমকে যায় বা ইতস্তত করে তাহলে গাড়ি থামাতে হবে।
- পুলিশের কোনও লোক (পোশাক সহ) যদি কোন পথে কোন সময় গাড়ি থামাতে বলে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে হবে।
- যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পালিয়ে না যাওয়া। যদি থানা বা কোর্ট থেকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন বিবরণ চায়, তাহলে অবশ্যই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেই বিবরণ পৌছে দিতে হবে।

৩.১.১ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ ও পুলিশ কেসের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সামলানো সম্পর্কে ধারনা

ট্রাফিক আইন ভাঙাসহ বিভিন্ন কারণে পুলিশ গাড়ি আটক করে থাকে এবং কেস দিতে পারে। গাড়ি আটক হলে বা কেস দিলে অনেকেই ঘাবড়ে যান, মনে করেন গাড়িছাড়িয়ে আনা বেশ ঝামেলার কাজ। অনেকে আবার উৎকোচ দিয়ে ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন।

পুলিশ বিভিন্ন কারণে আপনার গাড়ি আটক করতে পারে, বা কেস দিতে পারে যেমন-

- সঠিক জায়গায় গাড়ি পার্ক না করা।
- বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো।
- চলতে গিয়ে পুলিশের নির্দেশনা না মানা।
- গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত কাগজপত্র নবায়ন না করা।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন না করা ইত্যাদি।

গাড়ি আটক বা কেস করার সময় পুলিশ একটি বা দু'টি কাগজ জব্দ করবে এবং আপনাকে একটি রশিদ দেবে পুলিশের দেয়া রশিদের পেছনেই লেখা থাকবে কোন জোনের ট্রাফিক পুলিশ আপনার গাড়িটি আটক করলো। আপনাকে সেই জোনের ট্রাফিক অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। রশিদের পেছনে জোন ভিত্তিক উপস্থিতির সময়ও লেখা থাকে। কাজেই সে অনুযায়ী গেলে আপনার সময় বাঁচবে। তবে অন্তর চার-পাঁচদিন পরে যাওয়াই ভালো, কারণ কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছাতে সাধারণত তিন-চারদিন সময় লাগে। কোথায় কি অপরাধে জরিমানা করা হল, কে জরিমানা করলেন, কত তারিখের মধ্যে হাজির হতে হবে সব কিছুই লিখে দেয়া হয় রশিদটিতে। সংশ্লিষ্টজোনের ডেপুটি কমিশনার জরিমানা নির্ধারণের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে আপনি আপনার অনুকূলে বিষয় তুলে ধরতে পারেন। ডেপুটি কমিশনার পূর্ণ জরিমানার চার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত জরিমানা নির্ধারন করতে পারেন, এমনকি জরিমানা মওকুফও করে দিতে পারেন। তবে আপনার ড্রাইভারকে রশিদসহ পাঠিয়ে জরিমানা দিয়ে আসাটাই ভাল। জরিমানা দেবার জন্য ডেপুটি পুলিশ

কমিশনার অফিস থেকে আরেকটি রশিদ দেয়া হবে আপনাকে। তবে জরিমানা না দিলে বা যথাসময়ে হাজির না হলে অপরাধের ধরন, ঘটনাস্থল ইত্যাদির প্রতিবেদন সহকারে মামলাটি আদালতে প্রেরণ করা হবে। ওয়ারেন্ট ইস্যু করার জন্য এসব ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারনের পর আপনি যদি মনে করেন আপনার ওপর অন্যায় করা হয়েছে তবে আদালতেও যেতে পারেন।

৩.২ লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম এবং প্রয়োজনীয়তা

ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ড্রাইভার এবং গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র

গাড়ি ড্রাইভের ক্ষেত্রে যে কোন সময় আইনি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যদি চালকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকে তাহলে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ইন্সুরেন্স ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেন সঙ্গে থাকে সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

একটি গাড়ি আইনসম্মত ভাবে চলাচলের জন্য যেসকল কাগজপত্র চালককে সঙ্গে রাখতে হয়

- ড্রাইভিং লাইসেন্স।
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক)
- ট্যাক্সটোকেন।
- ইনসিওরেন্স সার্টিফিকেট।
- ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)
- রুটপারমিট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

ড্রাইভিং লাইসেন্স

৩.২.১ ড্রাইভিং লাইসেন্স

ড্রাইভিং লাইসেন্স

“ড্রাইভিং লাইসেন্স” হল কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে একটি মোটরযান চালাবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত দলিল। যথাযথ পরীক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি রাস্তায় মোটরযান চালানোর উপযুক্ত প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র বিআরটিএ প্রদান করে থাকেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রধানত তিন প্রকার, যথা-

- শিক্ষানবিশ (Apprentice) ড্রাইভিং লাইসেন্স ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য তিন মাস ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করার পর লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- পেশাদার (Professional) ড্রাইভিং লাইসেন্স এ লাইসেন্স এর অর্থ হল ভাড়ায় চালিত যানবাহন, পাবলিক পরিবহন বা বেতনভাগী কর্মচারী হিসেবে কোন পরিবহন যান বা ভারী মোটরযান বা মাঝারি মোটরযান অথবা যেকোন গাড়ি চালানোর অনুমতি দান করতে এ লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- অপেশাদার (Non-Professional) ড্রাইভিং লাইসেন্স এ লাইসেন্স এর অর্থ হল এমন একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স, যা ব্যাক্তিগত যানবাহন বা কারো বেতনভাগী কর্মচারী না হয়ে কোন হালকা মোটরযান চালাবার জন্য এ লাইসেন্স প্রদান করা হয় ।

৩.২.২ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর প্রয়াজেনীয়তা (Necessity of a Driving Licence)

ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর প্রয়াজেনীয়তা নিম্নরূপ

- কোন ব্যক্তি গাড়ি চালাবার জন্য তাকে কর্তৃত্বদান করে প্রদত্ত কার্যকর একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স ধারণ না করে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন মোটরযান চালাবে না এবং কোন ব্যক্তি তার ড্রাইভিং লাইসেন্স নির্দিষ্টরূপে তদ্রুপ অধিকার প্রদত্ত না হলে বেতনভাগৈী কর্মচারী হিসেবে কোন মোটরযান চালাবে না অথবা কোন পরিবহনযান চালাবে না।
- মোটরযান চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণরত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত সাপেক্ষে উপধারা প্রযাজ্যে হবে না, কর্তপক্ষ সে সকল নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

৩.২.৩ মোটরযানচালনা প্রসঙ্গে বয়সসীমা

- আঠার বৎসরের কম বয়ষ্ক কোন ব্যক্তি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন মোটরযান চালাবে না।
- ১৫ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে বিশ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি পেশাদার ড্রাইভার হিসাবে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন মোটরযান চালাবে না।

বাংলাদেশের একজন বৈধ স্বাভাবিকভাবে সুস্থ নাগরিক হতে হবে। পেশাদার মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য বয়স কমপক্ষে ২০ বছর এবং অপেশাদার মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, বধিরতা, রাতকানা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য, মৃগীরোগী, উন্মাদ, হৃদরোগী, রং চিনতে না পারা, হাত পা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, চিহ্নের পার্থক্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা ইত্যাদি সমস্যা থাকলে সেই লোক ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩.২.৪ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা ব্লু-বুক

"রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট" অর্থ BRTA এর ২-ক ধারা অনুযায়ী চতুর্থ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে মোটরযান রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে এ মর্মে যথাপোযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সার্টিফিকেট। ব্লু-বুক থেকে গাড়ির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এতে গাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, চেসিস ও ইঞ্জিনের নম্বর, কত হর্স পাওয়ার ও কত সিলিন্ডারের ইঞ্জিন, কোন মডেলের, কোন সালের ও কোন কোম্পানির গাড়ি, খালি গাড়ির ওজন, কত ওজনের মালামাল বহন করতে পারে, কত লোকে বসতে পারে ইত্যাদি। BRTA কর্তৃপক্ষ এ ব্লু-বুক ইস্যু করে থাকেন গাড়ির মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে। যদি কখনো গাড়ির কোন কিছু পরিবর্তন হয়, তাহলে সে তথ্য মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্টেকে জানিয়ে ব্লু-বুক এ রেকটিফাই বা সংশাধেন করে নিতে হবে।

৩.২.৫ ফিটনেস সার্টিফিকেট

ফিটনেস সার্টিফিকেটও BRTA কর্তৃক প্রদান করা হয়। এ সার্টিফিকেট পেতে হলে গাড়ির কন্ডিশন BRTA প্রদত্ত ক্রাইটেরিয়া আনুযায়ী থাকতে হবে। মোটরযানের কার্যকারী অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে এই ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে এই ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রযোজ্য নয়। হবে। এ সার্টিফিকেটে মোটরযান ফিটনেসের মেয়াদ তারিখসহ উল্লেখ থাকে।

৩.২.৬ ট্যাক্সটোকেন

প্রতিটি দেশের জনগণকে নিজেদের দেশের রাস্তায় যানবাহন চালানোর জন্য সেই দেশের সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। প্রতিটি বাহনের বিপরীতে সরকার নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দিতে হয়। ট্যাক্স প্রদান করার পর স্বীকৃতি স্বরূপ মালিককে একটি টোকেন বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যাকে "ট্যাক্স টোকেন" বলা হয়। এই রশিদ বা সার্টিফিকেট পথে গাড়ি চালানোর সময় সাথে রাখতে হয়।

৩.২.৭ ইনসিওরেন্স সার্টিফিকেট

"ইন্সিওরেন্স বা বীমা সার্টিফিকেট" বলতে এমন এক সাটিফিকেটকে বোঝায়, যা একজন অনুমোদিত বীমাকারী ১১০ ধারার (২) উপধারার লোকে প্রদান করবেন এবং তার মধ্যে নির্ধারিত চাহিদা মাফিক একটি কভার নোট, পলিসির জন্য একাধিক সার্টিফিকেট দেয়া হয়। অনুমোদিত বীমাকারী বলতে সে বীমাকারীকে বুঝায়, যার ক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালের বীমা আইন (১৯৩৮-এর ৪ আইন) এর শর্তগুলো পালন করে সরকারী কাজের সহায়তা করার জন্য এই বীমার কাজ করে থাকেন। এই কাজ সরকারকে করতে হলে, এক্ষেত্রে সরকার ও অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৩.২.৮ রুটপারমিট

"রুট পারামিট এমন এক প্রকার দলিল, যা কোন মোটরযান, দ্রুতগামী যানবাহন, চুক্তিবদ্ধ যানবাহন বা সাধারণ যানবাহন রাস্তা দিয়ে চলাচল করার ক্ষমতা দিয়ে কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত হয়, অথবা সে যানবাহনের মালিককে যানবাহনকে রোডে ব্যক্তিগত যানবাহন হিসাবে বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যানবাহন হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়। মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে এই রুট পারমিট প্রয়োজন হয় না।

৩.৩ কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

ট্রাফিক নিযন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ছয়টি অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা-

- ট্রাফিক চিহ্নাবলী,
- আলোক সংকেত,
- রোড মার্কিং বা সড়ক সংকেত,
- ট্রাফিক পুলিশের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত সংকেত,
- চালকের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত সংকেত,
- অস্থায়ী টাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

৩.৩.১ ট্রাফিক সাইন

সাইন অর্থ সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ। রাস্তায় চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে রাস্তার পার্শ্বে বা সংযোগস্থলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সম্বলিত সাইন ব্যবহার করা হয় যা ট্রাফিক সাইন নামে পরিচিত । এদের রূপ, ধরন, গঠন, আকার পৃথিবীর সকল দেশেই মোটামোটি একই।

ট্রাফিক সাইনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ট্রাফিক চিহ্ন: রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত গোল, ত্রিভূজ বা চতুর্ভূজ আকৃতির চিহ্ন।
- ট্রাফিক সংকেত: সড়ক দ্বীপ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত লাল, সবুজ ও হলুদ বাতি সংকেত।
- সড়ক চিহ্ন: রাস্তার বরাবর বা আড়াআড়িভাবে বা সড়ক সংযোগ স্থলে সাদা বা হলুদ রং- এর বিভিন্ন ধরনের রেখা।

৩.৩.২ ট্রাফিক সিগন্যাল

সাধারণত সড়কে যে বিভিন্ন ধরনের বাতি ব্যবহার করে যানবাহন ও জনগণের চলাচলকে সহজ ও নিরাপদ করা হয় তা ট্রাফিক আলোক সংকেত নামে পরিচিত।আলোক সংকেত তিন রং-এর হয়ে থাকে যথা-

লাল (উপরে থাকে)

হলুদ (মাঝখানে থাকে)

সবুজ (নিচে থাকে)

এধরনের সংকেত সড়কদ্বীপ বা রাস্তার পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। ইহা সাধারনত উপর থেকে নীচে স্থাপিত থাকে, তবে কোথাও কোথাও পাশাপাশি ও পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ট্রাফিক লাইটের ধরণ চিত্র সহ উল্লেখ করা হলো-

৩.৩.৩ যানবাহন চলাচলের জন্য ট্রাফিক লাইট

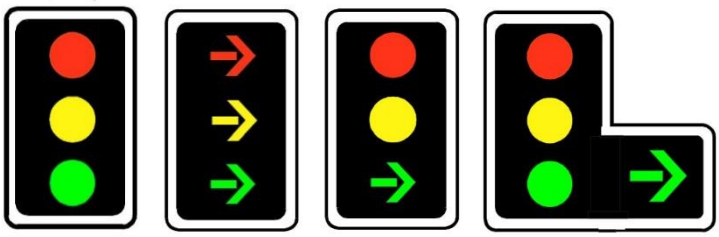

উপর থেকে নিচে

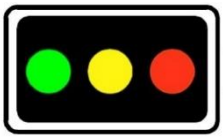

পাশাপাশি

৩.৩.৪ মানুষ চলাচলের জন্য ট্রাফিক লাইট

লাল চিহ্ন-মানুষকে থামতে হবে

সবুজ চিহ্ন-মানুষ পারাপার হবে

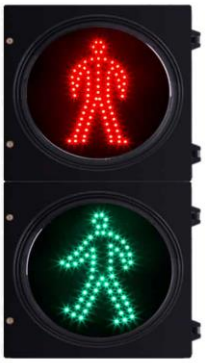

৩.৩.৫ আলোক সংকেত এর অর্থ

- লাল বাতি জ্বললে রাস্তায় আড়াআড়ি থামুন রেখার পিছনে থামতে হবে ও সবুজ বাতি না জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- হলুদ বাতি জ্বললে রাস্তায় আড়াআড়ি থামুন রেখার পিছনে থামতে হবে ও সবুজ বাতি না জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- সবুজ বাতি জ্বললে রাস্তা পরিস্কার থাকলে অগ্রসর হওয়া যাবে। বামে বা ডানে মোড় নিতে হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- সবুজ তীর চিহ্নযুক্ত বাতি: পূর্ণ সবুজ বাতি ছাড়াও একটি সবুজ তীর চিহ্নত বাতি থাকে যার অর্থ রাস্তা যদি নিরাপদ থাকে তবে অন্য যে কোন রং-এর বাতিই জলুক না কেন আপনি তীর চিহ্নিত দিকে অগ্রসর হতে পারেন।

৩.৩.৬ রোড মার্কিং বা সড়ক সংকেত

সড়ক পথের নিয়মকানুন, গাড়ির নিরাপদ গতি ও অবস্থান এবং গন্তব্যে পৌঁছানোর দিক নির্দেশনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়কের উপর বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন অঙ্কন করা হয়ে থাকে যা নামে পরিচিত। যেমনঃ সামনে টি জংশন, আচমকা ডানে মোড় ইত্যাদি।

৩.৩.৭ ট্রাফিক পুলিশের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত সংকেত

যে সকল সড়ক সংযোগ ও গোলচক্করে ট্রাফিক আলোক সংকেত নাই বা বিশেষ প্রয়োজনে ট্রাফিক আলোক সংকেত বাতি থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় ট্রফিক নিয়ন্ত্রণ করতে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ হাতের সাহায্যে সিগন্যাল প্রদান করে থাকে, যার কয়েকটি নিচে দেখানো হলোঃ

একদিকে যানবাহন চলাচল শুরু করতে

সামনে থেকে আগত গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে

পিছন দিক থেকে আগত গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে

সামনে ও পিছন দিক থেকে আগত গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে

ডান ও বাম দিক আগত গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে

বাম দিকের থামানো গাড়ি চলাচল আরম্ভ করতে

ডান দিকের থামানো গাড়ি চলাচল আরম্ভ করতে

নির্দেশনা পরিবর্তন প্রস্তুতি

ডান ও বাম দিক আগত গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে

টি জাংশনের থেমে থাকা চলাচল আরম্ভ করতে

ভি আই পি দের সম্মান প্রদর্শন করতে

টি জংশনে যানবাহন পরিচালনা করতে

৩.৩.৮ চালকের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত সংকেত

সম্পূর্ণ সড়ক ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও দুর্ঘটনা মুক্ত করার লক্ষ্যে ড্রাইভারদের জন্য ব্যাবহার উপযোগী কিছু সংকেত প্রনয়ণ করা হয়েছে। এসকল সংকেত সড়ক পথের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অধিক মাত্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। উদহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

অনেক সময় ইন্ডিকেটর লাইট খারাপ থাকলে বা দিনের বেলায় ইন্ডিকেশন (সংকেত) অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালকগণ হাতের সাহায্যে সংকেত প্রদান করে সড়কে চলমানরত অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করার জন্য।

নিম্নে চিত্র সহ চালকের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত কিছু সংকেত দেখানো হলো:

অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইশারা প্রদান করা

পিছনের গাড়িকে থামার নির্দেশ

বামে মোড় নিতে চাচ্ছি

গতি কমাতে চাচ্ছি

৩.৩.৯ অস্থায়ী টাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

রাস্তায় চলমান ট্রাফিককে সাময়িক সময়ের জন্য অস্থায়ী ভাবে নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তাকে অস্থায়ী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলে। যেমন, বিভিন্ন আকৃতির কোন, লোহার রেলিং, বাঁশ, দড়ি, শিকল ইত্যাদি।

প্লাস্টিক ড্রাম

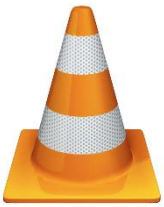

প্লাস্টিক কোন

৩.৩.১০ হর্ণ বাজানো নিষেধ

এই চিহ্নটি ড্রাইভাররা যেখানে দেখবে সেখানে হর্ণ বাজানো থেকে বিরত থাকবে। এই সাইন সাইলেন্ট জোনকে সম্মান করতে এবং হর্ন ব্যবহার না করার নির্দেশ দেয়। প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এই চিহ্নটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিহ্ন সাধারণত ভিআইপি

এলাকা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি থাকলে সেখানে ব্যবহার করা হয়।

নো পার্কিং

অনেক স্থানে এই নো পার্কিং সাইন উল্লেখ থাকে, পার্কিং এর ক্ষেত্রে এই সকল এলাকায় পার্কিং করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সকল স্থানে পার্কিং করলে অহেতুক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। অনেকেই রাস্তার পাশে, ব্যস্ত এলাকা, স্কুল, কলেজের সামনে গাড়ি পার্ক করে থাকে যার ফলে স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়। তাই পার্কিং এর ক্ষেত্রে এ সকল বিষয় খেয়াল রাখলে আপনি বিপদে পড়বেন না।

ইল্ড সাইন বা গড়ি স্লো করার সাইন

ইল্ড চিহ্নটি একটি নিয়ন্ত্রক চিহ্ন। নিয়ম অনুসারে, চালক যখন একটি ইল্ড চিহ্ন দেখতে পাবে, তখন তাকে তার গাড়ি ধীরে ধীরে চালাতে হবে, অন্য কোনো ট্রাফিক ক্রসিং আছে কিনা তা দেখতে। ইল্ড চিহ্ন দেখে, ড্রাইভারকে অবশ্যই গতি কমাতে হবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে আসা অন্যান্য যানবাহন এবং পথচারীদের পারাপারের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ওয়ান ওয়ে (One way)

একমুখী ট্রাফিক সাইন একটি নিয়ন্ত্রক চিহ্ন। এই একমুখী সাইন দেখলে ড্রাইভারদের অবশ্যই সাইনটি যে দিকে নির্দেশ করছে সেদিকেই যেতে হবে। একমুখী চিহ্নগুলি ট্রাফিক কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্দেশ করে। মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকির কারণে চালকদের অবশ্যই ওয়ান ওয়ে সাইনের বিপরীত দিকে ভ্রমণ করা উচিত নয়।

নো ইউ-টার্ন

নো ইউ-টার্ন চিহ্ন একটি নিয়ন্ত্রক চিহ্ন। চালককে আইনত ইউ-টার্ন করার অনুমতি নেই (উল্টো দিকে যাওয়ার জন্য অনুমতি নেই) ইঙ্গিত করার জন্য মোড়ে ইউ-টার্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্ন দেখলে চালককে অবশ্যই ইউ-টার্ন নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

মার্জিং ট্রাফিক

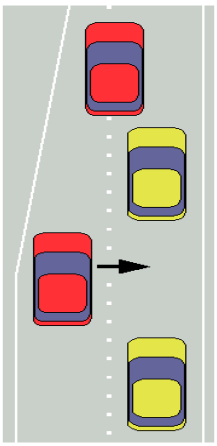

ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

পথচারী লেন

রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় গাড়ির সাথে সাথে পথচারীরাও চলাচল করে এবং পথচারীদের রাস্তায় চলাচলের সময় অবশ্যই ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলাচল করা প্রয়োজন। রাস্তার চলাচলের জন্য পথচারীদের জন্য আলাদা লেন করে দেওয়া থাকে। এই আলাদা লেন গুলোকে পেডেস্ট্রেইন লেইন বা পথচারী চলাচলের লেন বলে। পথচারীদের এই লেনে চলাফেরা করতে হবে। এবং একইভাবে যানবাহনগুলোকে সিগনাল মেনে জেব্রা ক্রসিং এর মাধমে পথচারীদের রাস্তা পারাপার করার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া পথচারীরা ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করবেন যাতে যানবাহন চলাচলে কোন ধরণের সমস্যা না হয়।

নো ওভারটেকিং

নো ওভারটেকিং রোড সাইন একটি লাল বর্ডার সহ বৃত্তাকার যার অর্থ এটি চালকদের একটি আদেশ দিচ্ছে। যেহেতু কোনো ওভারটেকিং সাইন নিয়ন্ত্রক নয়, সেহেতু ওভারটেক করা বেআইনি। যেকোনো ওভারটেকিং নিষেধাজ্ঞা তখন শেষ হয় যখন রাস্তার লাইনগুলি একটি ক্রমাগত সাদা লাইন থেকে একটি ভাঙা লাইনে পরিবর্তিত হয়।

থামুন

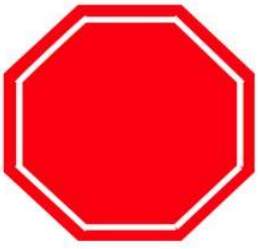

এই সাইন দেখলে চালককে অবশ্যই প্রথমে গাড়ি থামাতে হয় এবং নিরাপদে অগ্রসর হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই ধরনের সাইন দেখতে অষ্টভূজ আকৃতির এবং লাল বর্ণের হয়ে থাকে। যে সব রোড বা জাংশন দৃষ্টিগোচর হয়না বা যে সব জাংশনে থামা ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ সেখানে এ ধরনের সাইন স্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়ারও লাইনম্যানবিহীন রেল ক্রসিংয়েও এই ধরনের সাইন ব্যবহার করা হয়।

৩.৩.১১ ট্রাফিক আইন অমান্য করলে শাস্তি এবং জরিমানা

ট্রাফিক নির্দেশাবলী ভঙ্গের কারণে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদে সাজার বিধান আছে। কোন চালক যদি নির্দেশাবলী ভঙ্গ করে তবে সে সাজার আওতাভুক্ত হবে। নিম্নে ট্রাফিক নির্দেশাবলী ভঙ্গের কারণে সাজা এবং জরিমানার ধরণ উল্লেখ করা হলো-

কারণ	সাজা/ দন্ড
লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের জেল
ভূয়া লাইসেন্স সাথে নিয়ে গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ ১ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের জেল
রেজিস্ট্রেশন ছাড়া রাস্তায় গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের জেল
ফিটনেস বিহীন গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের জেল
ট্রাফিক সিগন্যাল ভঙ্গ করা	সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা
রাস্তায় উল্লিখিত গতিসীমা না মানা	সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা
নিষিদ্ধ স্থানে পার্কিং করা	সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা জরিমানা
উল্টো পথে গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা
হেলমেট ব্যতীত মোটর বাইক চালানো	সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা
জেব্রা ক্রসিং বা নির্দিষ্ট পারাপারের জায়গা ব্যতীত রাস্তা পারাপার	সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা
সিট বেল্ট পরিধান ব্যতীত গাড়ি চালনা	সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা জরিমানা
গাড়ি চালনা অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা	সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা জরিমানা

যে কোন ট্রাফিক নির্দেশাবলী ভঙ্গের কারণে উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী চালকদের শাস্তির আওতায় আনা হয়। কোন চালক যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তবে সাধারণত ট্রাফিক পুলিশ মামলা দিয়ে থাকে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ও মামলা দিয়ে থাকে। যদি কোন চালককে নিয়ম ভঙ্গের কারণে জরিমানা করা হয়ে তবে অবশ্যই তাকে মামলার কাগজ বা স্লিপ ট্রাফিক পুলিশের কাছে থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং অবশ্যই বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানা বা ডিসি অফিস থেকে মামলা উঠিয়ে নিতে হবে। যদি সে সময়ের ভেতরে মামলা উঠিয়ে না নেয়া হয় তবে মামলাটি কোর্টে চলে যাবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত চালককে কোর্ট থেকে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি তাও না করে হয় তবে তার নামে থানায় সার্চ ওয়ারেন্ট জারি হবে এবং গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে। বর্তমানে মামলা উত্তোলন কার্যক্রমটি অনলাইনের মাধ্যমে খুবই সহজে করা যায়। মামলায় উল্লিখিত জরিমানার টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করে মামলাটি নিষ্পত্তি করা যায়।

৩.৪ কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো

খুব বেশি ট্রাফিক নেই এমন একটি বিল্ট-আপ এলাকা দিয়ে গাড়ি চালানো তুলনামূলকভাবে সহজ এবং চাপমুক্ত অভিজ্ঞতা হতে পারে, তবে ফোকাস বজায় রাখা এবং নিরাপদ ড্রাইভিং অনুশীলনগুলি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানোর জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে:

ক. **গতিসীমা পর্যবেক্ষণ করুন:** হালকা ট্রাফিক থাকা সত্ত্বেও, সর্বদা নির্দেশীত গতি সীমা মেনে চলুন। নিরাপত্তার কারণে বিল্ট-আপ এলাকায় গতি সীমা সাধারণত কম থাকে এবং সেগুলি অতিক্রম করলে জরিমানা বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

খ. **সতর্ক থাকুন:** গাড়ি চালানোর সময় বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন। আপনার ফোন দূরে রাখুন, যাত্রা শুরু করার আগে আপনার রেডিও বা GPS সামঞ্জস্য করুন এবং সামনের রাস্তায় ফোকাস করুন। এমনকি হালকা যানজটেও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

গ. **নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখুন:** আপনার সামনের গাড়ি থেকে নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখুন। সামনের গাড়িটি হঠাৎ ব্রেক করলে বা পথচারী রাস্তা পার হলে এটি আপনাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে আরও সমৎ দেয়।

ঘ. **ট্র্যাফিক সিগন্যাল এবং সংকেতগুলি মেনে চলুন:** হালকা ট্র্যাফিকের মধ্যেও, সর্বদা ট্র্যাফিক সিগন্যাল, স্টপ সাইন এবং অন্যান্য রাস্তার সংকেতগুলি মেনে চলুন। এই সাইন নির্দিষ্ট কারণে সেখানে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের উপেক্ষা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ঙ. **টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন:** লেন পরিবর্তন বা বাঁক নেওয়ার সময় টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করে আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করুন। এটি অন্যান্য ড্রাইভারদের আপনার কাজ বুঝতে সাহায্য করে।

চ. **নিয়মিত লুকিং গ্লাস চেক করুন:** আপনার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন হতে ক্রমাগত আপনার রিয়ারভিউ এবং সাইড মিরর পর্যবেক্ষণ করুন। এটি আপনাকে কাছাকাছি আসা যানবাহন বা সাইকেল আরোহীদের চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারে।

ছ. **চৌরাস্তায় সতর্ক থাকুন:** অল্প ট্রাফিক থাকলেও সতর্কতার সাথে মোড়ে যান। উভয় দিকে তাকান এবং নিশ্চিত করুন যে রাস্তা নিরাপদ এবং খালি আছে।

জ. **পথচারীদের সচেতনতা:** পথচারীদের সম্পর্কে সচেতন হোন, বিশেষ করে ক্রসওয়াকগুলিতে। ক্রসওয়াকগুলিতে পথচারীদের সর্বদা পথ দিন।

ঝ. **গতি সামঞ্জস্য করুন:** আবাসিক এলাকা বা স্কুলের কাছাকাছি, পার্ক বা অন্যান্য স্থান যেখানে পথচারী এবং সাইকেল আরোহীদের উপস্থিত থাকতে পারে সেখানে গাড়ি চালানোর সময় ধীর গতিতে যান।

ঞ. **সাইক্লিস্টদের খেয়াল করুন:** রাস্তা ব্যবহারকারী সাইকেল চালকদের দিকে নজর রাখুন। অতিক্রম করার সময় তাদের পর্যাপ্ত জায়গা দিন এবং আপনার যদি অতিক্রম করার জন্য নিরাপদ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তবে ধৈর্য ধরুন।

ট. **শান্ত থাকুন এবং ধৈর্য ধরুন:** হালকা যানজটে, এটি গতি বা অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে প্রলুব্ধ হতে পারে। যাইহোক, শান্ত এবং ধৈর্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রাসী ড্রাইভিং আচরণ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ঠ. **দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সতর্কতা অবলম্বন করুন:** বৃষ্টি, তুষার বা কুয়াশার মতো প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন। দৃশ্যমানতা হ্রাস এবং পিচ্ছিল রাস্তার জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ এবং ধীর গতির প্রয়োজন।

ড. **যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ করুন:** আপনার গাড়িটি কার্যকরী ব্রেক, লাইট এবং টায়ার সহ ভাল কাজের অবস্থায় আছে তা নিশ্চিত করুন। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্রেকডাউন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে যা ট্রাফিক ব্যাহত করতে পারে।

ঢ. **আপনার রুট পরিকল্পনা করুন:** আগে থেকেই রুটের সাথে নিজেকে পরিচিত করুন, বিশেষ করে যদি আপনি এলাকার সাথে পরিচিত না হন। আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা জানা শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত এবং চাপ কমাতে পারে।

৩.৫ অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো

অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ একটি বিল্ট-আপ এলাকা দিয়ে গাড়ি চালানো হালকা ট্রাফিকের মধ্যে গাড়ি চালানোর তুলনায় আরও চ্যালেঞ্জিং এবং গতিশীল অভিজ্ঞতা হতে পারে। এটির জন্য প্রয়োজন উচ্চ সচেতনতা এবং সময়মত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য এখানে কিছু টিপস আছে:

ক. **সচেতন থাকুন:** সম্ভাব্য বিপদ এবং পরিবর্তিত ট্রাফিক অবস্থার পূর্বাভাস দিতে ক্রমাগতভাবে রাস্তা এবং আপনার চারপাশ পর্যবেক্ষণ করুন। অন্যান্য যানবাহন, পথচারী, সাইকেল আরোহী এবং সম্ভাব্য বাধার দিকে নজর রাখুন।

খ. **ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন:** গতি সীমা, স্টপ সাইন এবং ট্রাফিক সিগন্যাল সহ সকল ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। একজন দায়িত্বশীল ড্রাইভার হোন এবং অন্যদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করুন।

গ. **একটি নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখুন:** আপনার গাড়ি এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দিন। সামনের গাড়িটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ঘটলে এই দূরত্ব আপনাকে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার সময় প্রদান করবে।

ঘ. **টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন:** লেন পরিবর্তন বা বাঁক নেওয়ার সময় আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করে আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করুন। এটি অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের আপনার কর্মের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

ঙ. **পথচারীদের অনুমান করুন:** বিল্ড-আপ এলাকায় প্রায়ই ক্রসওয়াক এবং পথচারী থাকে। ক্রসওয়াকগুলিতে পথচারীদের জন্য সর্বদা সঠিক পথ দিতে প্রস্তুত থাকুন এবং মোড়ে যাওয়ার সময় সতর্ক থাকুন।

চ. **সাইক্লিস্টদের খেয়াল করুন:** সাইকেল চালকরা রাস্তা শেয়ার করে নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অতিক্রম করার সময় তাদের যথেষ্ট জায়গা দিন এবং অতিক্রম করার নিরাপদ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার সময় ধৈর্য ধরুন।

ছ. **বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন:** গাড়ি চালানোয় মনোযোগী থাকুন। আপনার ফোন দূরে রাখুন, খাওয়া এড়িয়ে চলুন বা বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ এড়িয়ে থাকুন এবং আপনার হাত চাকার উপর রাখুন।

জ. **গতি সামঞ্জস্য করুন:** ট্রাফিক পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনার গতি সামঞ্জস্য করতে প্রস্তুত থাকুন। ভারী যানবাহন বা যানজটপূর্ণ এলাকায় ধীর গতিতে যান এবং স্কুল বা পার্কের কাছাকাছি গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন।

ঝ. **নিয়মিত লুকিং গ্লাস পর্যবেক্ষণ করুন:** আপনার পিছনের দিক থেকে বা আপনার পাশের দিক থেকে আসা যানবাহন সম্পর্কে সচেতন হতে আপনার রিয়ারভিউ এবং সাইড মিররগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করুন।

ঞ. **প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং কৌশল ব্যবহার করুন:** অন্য ড্রাইভারদের ভুল থেকে বাঁচতে সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং অন্যদের অপ্রত্যাশিত কর্মের প্রতিক্রিয়া করার জন্য প্রস্তুত থাকতে সহায়তা করে।

ট. **সামনের পরিকল্পনা করুন:** আপনি যদি জানেন যে আপনি একটি ব্যস্ত এলাকা দিয়ে গাড়ি চালাবেন, তাহলে সেই অনুযায়ী আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন। সম্ভাব্য বিলম্বের জন্য অতিরিক্ত সময় দিন এবং সবচেয়ে কার্যকর রুট খুঁজে পেতে নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করুন।

ঠ. **ধৈর্য ধরুন:** ভারী যানবাহন হতাশাজনক হতে পারে, কিন্তু আক্রমনাত্মক গাড়ী চালানো এবং রাস্তার রাগ বিপজ্জনক। ধৈর্য ধরুন এবং আপনার সংযম বজায় রাখুন।

ড. **সুন্দরভাবে মার্জ করুন:** একটি ব্যস্ত রাস্তায় মার্জ হওয়ার সময় বা লেন পরিবর্তন করার সময়, আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন এবং মসৃণভাবে মিশে যান। অন্য চালকদের কেটে ফেলা বা অপ্রয়োজনীয় ব্যাঘাত ঘটানো এড়িয়ে চলুন।

ঢ. **হর্ন খুব কম ব্যবহার করুন:** আপনার হর্নটি জরুরী পরিস্থিতিতে বা সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করার জন্য সংরক্ষিত করা উচিত। হতাশা থেকে এটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।

ণ. **বিনয়ী হোন:** অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের প্রতি সৌজন্য দেখান। যখন প্রয়োজন হয় তখন সঠিক পথ দেখান এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি বিবেচিত হন।

৩.৬ প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ট্রাফিক এবং রাস্তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন রয়েছে এমন একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালানো

ভারী যানবাহন এবং রাস্তার অবস্থার তারতম্য সহ এলাকায় ড্রাইভিং করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, এর জন্য উচ্চতর মনোযোগ এবং অভিযোজনযোগ্যতা প্রয়োজন। এই ধরনের পরিবেশে নিরাপদে নেভিগেট করার জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে:

ক. **আপনার রুট পরিকল্পনা করুন:** যাত্রা শুরু করার আগে, আপনার রুট পরিকল্পনা করতে একটি নেভিগেশন অ্যাপ বা GPS ব্যবহার করুন এবং ট্র্যাফিক আপডেটগুলি পরীক্ষা করুন। সম্ভব হলে পিক ট্রাফিক টাইম এড়িয়ে চলুন।

খ. **অবগত থাকুন:** বর্তমান রাস্তার অবস্থা, নির্মাণ অঞ্চল এবং যেকোনো পথ বা বন্ধের বিষয়ে সচেতন থাকুন। স্থানীয় রেডিও বা নেভিগেশন অ্যাপ প্রায়ই রিয়েল-টাইম ট্রাফিক আপডেট প্রদান করে।

গ. **একটি নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখুন:** আপনার গাড়ি এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দিন। সামনের গাড়িটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ঘটলে এই দূরত্ব আপনাকে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার সময় প্রদান করবে।

ঘ. **টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন:** লেন পরিবর্তন বা বাঁক নেওয়ার সময় আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করে আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করুন। এটি অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের আপনার কর্মের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

ঙ. **প্রতিকূল আবহাওয়ায় সতর্ক থাকুন:** বিভিন্ন রাস্তার অবস্থার পরিবর্তনসহ এলাকায়, আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে। বৃষ্টি, তুষার বা কুয়াশার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং সেই অনুযায়ী আপনার গতি এবং ড্রাইভিং স্টাইল সামঞ্জস্য করুন।

চ. **রাস্তার চিহ্নগুলির জন্য নজর রাখুন:** গতি সীমা, সতর্কীকরণ চিহ্ন এবং নির্মাণ অঞ্চলের চিহ্ন সহ রাস্তার চিহ্নগুলিতে মনোযোগ দিন। তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং লেন শিফট বা বন্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

ছ. **ট্র্যাফিক প্রবাহের সাথে খাপ খাইয়ে নিন:** ট্র্যাফিক প্রবাহের সাথে মেলে এমন গতিতে গাড়ি চালান। আপনার চারপাশের যানবাহনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর বা দ্রুত গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

জ. **প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং কৌশল ব্যবহার করুন:** অন্য ড্রাইভারদের ভুল থেকে বাঁচতে সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং অন্যদের অপ্রত্যাশিত কর্মের প্রতিক্রিয়া করার জন্য প্রস্তুত থাকতে সহায়তা করে।

ঝ. **বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন:** গাড়ি চালানোয় মনোযোগী থাকুন। আপনার ফোন দূরে রাখুন, খাওয়া এড়িয়ে চলুন বা বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ এড়িয়ে থাকুন এবং আপনার হাত চাকার উপর রাখুন।

ঞ. **নিয়মিত লুকিং গ্লাস পর্যবেক্ষণ করুন:** আপনার পিছনের দিক থেকে বা আপনার পাশের দিক থেকে আসা যানবাহন সম্পর্কে সচেতন হতে আপনার রিয়ারভিউ এবং সাইড মিররগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করুন।

ট. **লেন পরিবর্তনের পূর্বাভাস করুন:** অন্য ড্রাইভারদের দ্বারা আকস্মিক লেন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাদের মার্জ হওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিন এবং প্রয়োজনে তাদের সতর্ক করার জন্য অল্প অল্প করে আপনার হর্ন ব্যবহার করুন।

ঠ. **রাইট-অফ-ওয়ে দিন:** চৌরাস্তায় রাইট-অফ-ওয়ের নিয়মগুলি অনুসরণ করুন, এবং অন্যান্য ড্রাইভারকে লেন মার্জ করতে বা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়ার সময় বিনয়ী হন।

ড. **একটি নিরাপদ গতি রাখুন:** যখন রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়, যেমন ভারী বৃষ্টি বা তুষারপাতের সময় আপনার গতি কমিয়ে দিন। স্কিডিং বা হাইড্রোপ্ল্যানিং প্রতিরোধ করার জন্য একটি নিরাপদ গতি বজায় রাখুন।

ঢ. **আপনার যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ করুন:** ব্রেক, টায়ার, লাইট এবং উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার সহ আপনার গাড়িটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন। একটি ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করা যানবাহন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে নিরাপদ।

ণ. **ধৈর্য্য ধরুন:** যানজট হতাশাজনক হতে পারে, কিন্তু উত্তেজিত হওয়া এটিকে দূর করবে না। ধৈর্য ধরুন এবং নিরাপদে আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে মনোযোগ দিন।

ত. **জিপিএস নেভিগেশন ব্যবহার করুন:** আপনাকে অপরিচিত এলাকায় নেভিগেট করতে এবং ট্রাফিক জ্যামের ক্ষেত্রে বিকল্প রুট খুঁজে পেতে সাহায্য করতে জিপিএস নেভিগেশন অ্যাপ বা ডিভাইস ব্যবহার করুন।

অঅ. **বিলম্বের জন্য প্রস্তুতি নিন:** স্বীকার করুন যে আপনি ভারী ট্রাফিকের মধ্যে বিলম্বের সম্মুখীন হতে পারেন। সম্ভাব্য বিলম্বের জন্য অ্যাকাউন্টে সময়-সংবেদনশীল অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তাড়াতাড়ি চলে যান।

সেলফ চেক (Self Check) - ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. সিটবেল্ট/সেফটি বেল্ট বাঁধা কেন প্রয়োজন?

উত্তর:

২. ট্রাফিক সাইন কি? ট্রাফিক সাইনকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর:

৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স-কি? ড্রাইভিং লাইসেন্স কত প্রকার?

উত্তর:

৪. আলোক সংকেত এর অর্থগুলো কি কি?

উত্তর:

৫. গাড়ি আইনসম্মত ভাবে চলাচলের জন্য চালককে কি কি কাগজপত্র সঙ্গে রাখতে হয়?

উত্তর:

৬. লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য কি শাস্তি দেওয়া হয়?

উত্তর:

৭. ট্রাফিক সিগন্যাল বা আলোক সংকেত কি?

উত্তর:

৮. ট্যাক্স টোকেন কাকে বলে?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key) - ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা

১. সিটবেল্ট/সেফটি বেল্ট বাঁধা কেন প্রয়োজন?

উত্তর: সিটবেল্ট/সেফটি বেল্ট বাঁধার প্রয়োজনীয়তাঃ

- গাড়ির চালককে অনেক সময় গাড়ি চালনা মনযোগী করে রাখতে সহায়তা করে থাকে সিটবেল্ট। দুর্ঘটনায় সাহায্য এগিয়ে দ্রুত সহায়তার জন্যও এটি বেশ উপকারী।
- গাড়ি চালাবার সময় মোড় ঘুরাতে কিংবা ওভারটেকের সময় গাড়ির গতি বেশি হলে যাত্রী এবং চালক উভয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সিটবেল্ট বাধাটা জরুরী।
- গাড়ি দ্রুত গতিতে চালাবার সময় কখন হার্ড ব্রেক করলে সিটবেল্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে আটকে যেয়ে চালক এবং যাত্রীকে সামনে গিয়ে ধাক্কা খাওয়া থেকে রক্ষা করবে।
- গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে রোলওভারের সময় চালক এবং যাত্রীকে সিটবেল্ট সিট এর সাথে বেধে রাখবে, এতে করে যাত্রী এবং চালক উভয় এর আহত হবার ঝুঁকি কমে আসবে।

২. ট্রাফিক সাইন কি? ট্রাফিক সাইনকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর: সাইন অর্থ সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ। রাস্তায় চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে রাস্তার পার্শ্বে বা সংযোগস্থলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সম্বলিত সাইন ব্যবহার করা হয় যা ট্রাফিক সাইন নামে পরিচিত । এদের রূপ, ধরন, গঠন, আকার পৃথিবীর সকল দেশেই মোটামোটি একই।

ট্রাফিক সাইনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ট্রাফিক চিহ্ন: রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত গোল, ত্রিভ, জ বা চতুর্ভূজ আকৃতির চিহ্ন।
- ট্রাফিক সংকেত: সড়ক দ্বীপ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত লাল, সবুজ ও হলুদ বাতি সংকেত।
- সড়ক চিহ্ন: রাস্তার বরাবর বা আড়াআড়িভাবে বা সড়ক সংযোগ স্থলে সাদা বা হলুদ রং- এর বিভিন্ন ধরনের রেখা।

৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স-কি? ড্রাইভিং লাইসেন্স কত প্রকার?

উত্তর: ড্রাইভিং লাইসেন্স হল কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে একটি মোটরযান চালাবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত দলিল। যথাযথ পরীক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি রাস্তায় মোটরযান চালানোর উপযুক্ত প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র বিআরটিএ প্রদান করে থাকেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রধানত তিন প্রকার, যথা-

ক. শিক্ষানবিশ (Apprentice) ড্রাইভিং লাইসেন্সঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য তিন মাস ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করার পর লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

খ. পেশাদার (Professional) ড্রাইভিং লাইসেন্সঃ এ লাইসেন্স এর অর্থ হল ভাড়ায় চালিত যানবাহন, পাবলিক পরিবহন বা বেতনভাগৌ কর্মচারী হিসেবে কোন পরিবহন যান বা ভারী মোটরযান বা মাঝারি মোটরযান অথবা যেকোন গাড়ি চালানোর অনুমতি দান করতে এ লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

গ. অপেশাদার (Non-Professional) ড্রাইভিং লাইসেন্সঃ এ লাইসেন্স এর অর্থ হল এমন একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স, যা ব্যাক্তিগত যানবাহন বা কারো বেতনভাগৌ কর্মচারী না হয়ে কোন হালকা মোটরযান চালাবার জন্য এ লাইসেন্স প্রদান করা হয় ।

৪. আলোক সংকেত এর অর্থগুলো কি কি?

উত্তর: আলোক সংকেত এর অর্থ:

ক. লাল বাতি জ্বললে রাস্তায় আড়াআড়ি থামুন রেখার পিছনে থামতে হবে ও সবুজ বাতি না জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

খ. হলুদ বাতি জ্বললে রাস্তায় আড়াআড়ি থামুন রেখার পিছনে থামতে হবে ও সবুজ বাতি না জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

গ. সবুজ বাতি জ্বললে রাস্তা পরিস্কার থাকলে অগ্রসর হওয়া যাবে। বামে বা ডানে মোড় নিতে হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঘ. সবুজ তীর চিহ্নযুক্ত বাতি: পূর্ণ সবুজ বাতি ছাড়াও একটি সবুজ তীর চিহ্নত বাতি থাকে যার অর্থ রাস্তা যদি নিরাপদ থাকে তবে অন্য যে কোন রং-এর বাতিই জলুক না কেন আপনি তীর চিহ্নিত দিকে অগ্রসর হতে পারেন।

৫. গাড়ি আইনসম্মত ভাবে চলাচলের জন্য চালককে কি কি কাগজপত্র সঙ্গে রাখতে হয়?

উত্তর: একটি গাড়ি আইনসম্মত ভাবে চলাচলের জন্য যেসকল কাগজপত্র চালককে সঙ্গে রাখতে হয়ঃ

- ড্রাইভিং লাইসেন্স।
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) ।
- ট্যাক্সটোকেন।
- ইনসিওরেন্স সার্টিফিকেট।
- ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) ।
- রুটপারমিট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) ।

৬. লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য কি শাস্তি দেওয়া হয়?

উত্তর: লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের জেল।

৭. ট্রাফিক সিগন্যাল বা আলোক সংকেত কি?

উত্তর: সাধারণত সড়কে যে বিভিন্ন ধরনের বাতি ব্যবহার করে যানবাহন ও জনগণের চলাচলকে সহজ ও নিরাপদ করা হয় তা ট্রাফিক আলোক সংকেত নামে পরিচিত।আলোক সংকেত তিন রং-এর হয়ে থাকে যথা-

লাল (উপরে থাকে)

হলুদ (মাঝখানে থাকে)

সবুজ (নিচে থাকে)

৮. ট্যাক্স টোকেন কাকে বলে?

উত্তর: প্রতিটি দেশের জনগণকে নিজেদের দেশের রাস্তায় যানবাহন চালানোর জন্য সেই দেশের সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। প্রতিটি বাহনের বিপরীতে সরকার নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দিতে হয়। ট্যাক্স প্রদান করার পর স্বীকৃতি স্বরূপ মালিককে একটি টোকেন বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যাকে "ট্যাক্স টোকেন" বলা হয়। এই রশিদ বা সার্টিফিকেট পথে গাড়ি চালানোর সময় সাথে রাখতে হয়।

জব শিট (Job Sheet) - ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ।

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী ট্রাফিক পুলিশের বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ।

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ:

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সমূহ:

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	প্র্যাক্টিস শীট	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	কলম	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

জব শিট (Job Sheet)- ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা।

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করা এবং নির্দেশনা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করুন এবং নির্দেশনা লিখুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

সাইন	নির্দেশনা

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা।

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ:

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সমূহ:

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	প্র্যাক্টিস শীট	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	কলম	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

শিখনফল- ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে ট্রাফিকে ড্রাইভিং কৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। ২. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে বিশেষ ইভেন্টগুলি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। ৩. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে পথচারীদের রেসপন্স করতে সক্ষম হয়েছে। ৪. আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে কম গতির যানবাহনগুলিকে রেসপন্স করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. ট্রাফিকে ড্রাইভিং কৌশল প্রয়োগ ২. ড্রাইভিং কৌশল ▪ পার্কিং অবস্থান থেকে, বা ড্রাইভওয়ে থেকে ট্র্যাফিক প্রবাহে প্রবেশ ▪ ট্র্যাফিক প্রবাহ থেকে পার্কিং অবস্থানে বা ড্রাইভওয়েতে যাওয়া ▪ লেন পরিবর্তন ▪ মার্জিং ▪ মাল্টি-লেন রোড বা ফ্রিওয়েতে প্রবেশ বা বের হওয়া ▪ ওভারটেকিং, এবং ▪ ইউ-টার্ন নেওয়া ৩. বিশেষ ইভেন্ট মোকাবেলা ৪. বিশেষ ইভেন্ট ▪ জরুরী যানবাহন ▪ অবস্ট্রাকশন ▪ রাস্তার কাজ ▪ রোড সারফেসে বড় পরিবর্তন ▪ সরু সেতু ▪ প্রাণী ৫. পথচারীদের রেসপন্স ৬. পথচারী ▪ পার্ক করা গাড়ির কাছাকাছি বা মাঝামাঝি ▪ ফুটপাথে ▪ মিডিয়ান স্ট্রিপের উপর ▪ রাস্তায় ▪ ক্রসিংয়ে ▪ বিদ্যালয়ের কাছে

	৭. ধীরগতির যানবাহনগুলিকে রেসপন্স ৮. ধীরগতির যানবাহন ▪ বাই-সাইকেল ▪ রিকশা, ভ্যান ▪ স্কেটবোর্ডার, বেল্ট ব্লাডার ▪ মোপেড ▪ পাওয়ার্ড হুইলচেয়ার ▪ ট্রাক্টর বা অন্যান্য কৃষি যান
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. হাইওয়ে ট্রাফিকে কিভাবে ইউ-টার্ন নেওয়া।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১ নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২ ইনফরমেশন শিট ৪ : ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩ সেল্ফ-চেক শিট ৪ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৪ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪ নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব শিট (Job Sheet)- ৪.১ কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ করা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৪.১ কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ করা। জব শিট (Job Sheet)- ৪.২ হাইওয়ে ট্রাফিকে ইউ-টার্ন নেওয়া। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৪.২ হাইওয়ে ট্রাফিকে ইউ-টার্ন নেওয়া।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠ করে শিক্ষার্থীগণ-

৪.১ ট্রাফিকে ড্রাইভিং কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।

৪.২ ড্রাইভিং কৌশল

- পার্কিং অবস্থান থেকে, বা ড্রাইভওয়ে থেকে ট্র্যাফিক প্রবাহে প্রবেশ
- ট্র্যাফিক প্রবাহ থেকে পার্কিং অবস্থানে বা ড্রাইভওয়েতে যাওয়া
- লেন পরিবর্তন
- মার্জিং
- মাল্টি-লেন রোড বা ফ্রিওয়েতে প্রবেশ বা বের হওয়া
- ওভারটেকিং, এবং
- ইউ-টার্ন নেওয়া ইত্যাদি শিখতে পারবে।

৪.৩ বিশেষ ইভেন্ট মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

৪.৪ বিশেষ ইভেন্ট

- জরুরী যানবাহন
- অবস্ট্রাকশন
- রাস্তার কাজ
- রোড সারফেসে বড় পরিবর্তন
- সরু সেতু
- প্রাণী ইত্যাদি মোকাবেলা করতে পারবে।

৪.৫ পথচারীদের রেসপন্স করতে পারবে।

৪.৬ পথচারী

- পার্ক করা গাড়ির কাছাকাছি বা মাঝামাঝি
- ফুটপাথে
- মিডিয়ান স্ট্রিপের উপর
- রাস্তায়
- ক্রসিংয়ে
- বিদ্যালয়ের কাছে কিভাবে গাড়ি চালাতে হবে তা জানতে পারবে।

৪.৭ ধীরগতির যানবাহনগুলিকে রেসপন্স করতে পারবে।

৪.৮ ধীরগতির যানবাহন

- বাই-সাইকেল
- রিকশা, ভ্যান
- স্কেটবোর্ডার, বেল্ট ব্লাডার
- মোপেড
- পাওয়ারড হুইলচেয়ার
- ট্রাক্টর বা অন্যান্য কৃষি যান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাড়া দিতে পারবে।

ভূমিকা

ড্রাইভিং আধুনিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। কিন্তু ড্রাইভিং-এর সাথেই আসে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বব্যাপী ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনাগুলোর বেশিরভাগই

নিরাপদ ড্রাইভিং কৌশল অবলম্বনে প্রতিরোধ করা যায়। ট্রাফিকে চলাচলে ড্রাইভিং এর কিছু কৌশল নিম্নে আলোচনা করা হবে যা আমাদের নিরাপদে গাড়ি চালানোতে সহায়তা করবে এবং দূর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করবে।

৪.১ ট্রাফিকে ড্রাইভিং কৌশল

আপনার গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ নিরাপদ ড্রাইভিং কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ গাড়ির সাধারণ সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার গাড়ির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার। যেমন: ব্রেক, টায়ার, লাইট এবং ফ্লুইড লেভেল।

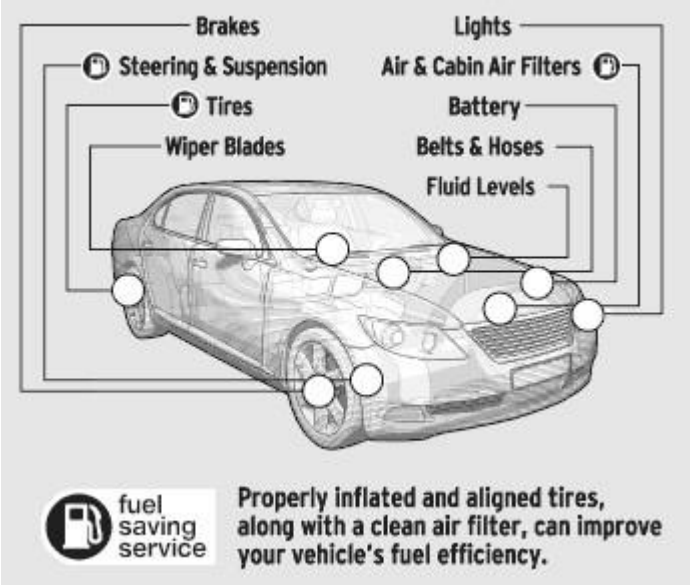

তাছাড়া, আপনি যদি কোনো অস্বাভাবিক শব্দ বা সতর্কীকরণ আলো লক্ষ্য করেন, তাহলে অবিলম্বে একজন মেকানিকের দ্বারা সেগুলো পরীক্ষা করা অপরিহার্য। শুধুমাত্র নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে না, তবে এটি আপনার গাড়ির আয়ু বাড়াতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে আপনার অর্থ বাঁচাতে পারে।

আপনার গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ নিরাপদ ড্রাইভিং কৌশল এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। গাড়ির ভিতরে এবং বাইরে উভয়ই পরিষ্কার রাখা নিরাপদ ড্রাইভিংয়ে অবদান রাখতে পারে। একটি পরিষ্কার উইন্ডশীল্ড ও আয়না উন্নত দৃশ্যমানতা বজায় রেখে ড্রাইভিংকে স্বাচ্ছন্দ করতে পারে। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে, আপনি এবং আপনার যাত্রীরা রাস্তায় নিরাপদে থাকবেন তা নিশ্চিত করার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন।

৪.২ ড্রাইভিং কৌশল

৪.২.১ পার্কিং অবস্থান থেকে, বা ড্রাইভওয়ে থেকে ট্র্যাফিক প্রবাহে প্রবেশ করা:

পার্কিং থেকে যখন একটি গাড়ি ট্রাফিক প্রবাহে নিয়ে যাওয়া হয় তখন চালককে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্য চালককে সামনের আয়না ঠিক করে বসা অনেক বেশি জরুরী। আর যদি গাড়ি চালানোর সময় আয়না ঠিক করতে হয় তাহলে বেঁধে যেতে পারে বিপত্তি। তাই গাড়ি চালানোর সময় না, গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে আয়না ঠিক করে নিতে হবে। আয়না এমনভাবে পজিশন করতে হবে যেন পিছনের দিক থেকে আগত গাড়ি চালক স্পষ্ট দেখতে পারেন। এরপর গাড়ি স্টার্ট দিতে হবে। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর সহ কিছু ঠিক থাকলে চালক যে পাশ দিয়ে রাস্তায় প্রবেশ করবে সে পাশের টার্নিং ইন্ডিকেটর চালু করে দিবে। তারপর লুকিং গ্লাসে পিছনের দিক থেকে গাড়ি আসতেছে কিনা দেখে আস্তে

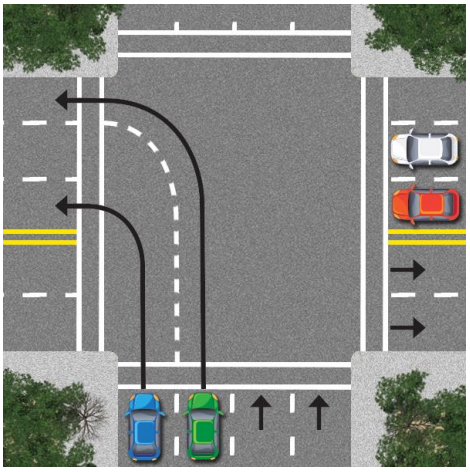

ট্র্যাফিক প্রবাহে প্রবেশ করা

আস্তে মেইন রাস্তায় উঠবে। মেইন রাস্তায় উঠার পর ট্রাফিক নিয়ম মেনে যাত্রাপথে এগিয়ে যাবে।

৪.২.২ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন

যানবাহনের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা ট্রাফিকে নিরাপদ ড্রাইভিং-এর একটি অপরিহার্য অংশ। একটি নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রেখে, আপনি ট্র্যাফিকের যেকোনো আকস্মিক পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়া জানাতে নিজেকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন। সাধারণ নিয়ম হলো আপনার সামনের গাড়ির পিছনে কমপক্ষে দুই সেকেন্ডের দূরত্ব বজায় রাখা। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বা বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর সময় এই দূরত্ব বাড়াতে হবে।

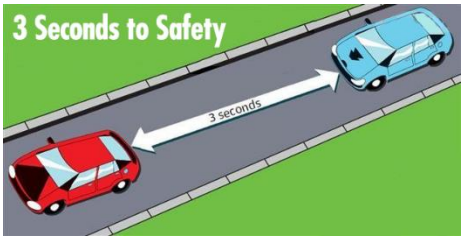

নিরাপদ দূরত্ব

টেলগেটিং এড়িয়ে চলুন, যা অন্যান্য চালকদের জন্য চাপের কারণ হতে পারে এবং দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। এটি মনে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ যে বড় যানবাহন যেমন ট্রাক ও বাসের থামার জন্য বেশি জায়গা প্রয়োজন, তাই তাদের পিছনে আরো বেশি দূরত্ব বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যানবাহনগুলোর মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে, আপনি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি ও আপনার যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেছেন।

৪.২.৩ ট্র্যাফিক প্রবাহ থেকে পার্কিং অবস্থানে বা ড্রাইভওয়েতে যাওয়া

চালক যখন ট্রাফিক নিয়মকানুন মেনে ট্রাফিক প্রবাহে চলাচল করে তখন রাস্তার দিকে ভাল মত ফোকাস রেখে ড্রাইভ করতে হয়। যখন ট্রাফিক থেকে বের হয়ে পার্কিং করার প্রয়োজন হয় তখন চালককে সতর্কতার সাথে পার্কিং করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হয়। পার্কিং করার সময় প্রথমেই ড্রাইভারকে যে পাশে পার্কিং করবে সে দিকের ইন্ডিকেটর চালু করে দিতে হবে আগে থেকেই যাতে পিছন থেকে আসা সকল যানবাহন বুঝতে পারে যে, এই গাড়িটি বাম পাশে বা ডান পাশে পার্কিং করবে। ইন্ডিকেটর চালু করার পর গাড়ি স্লো করে ধীরে ধীরে আগাবে এবং পার্কিং এর দিকে অগ্রসর হবে। অন্যান্য গাড়ির অবস্থান লক্ষ্য করে ডানে বামে তাকিয়ে পার্কিং করবে। এরপর ইন্ডিকেটর বন্ধ করে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করতে হবে। এভাবে সকল নিয়মকানুন মেনে পার্কিং নিরাপদ।

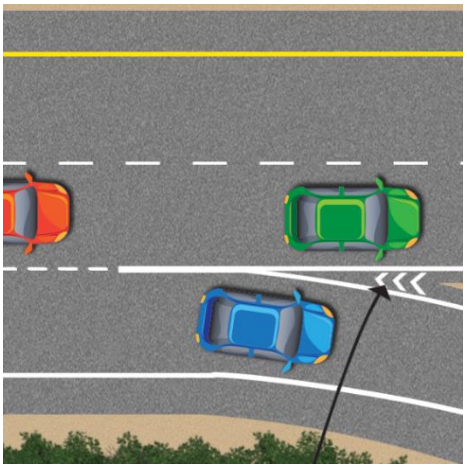

পার্কিং অবস্থানে বা ড্রাইভওয়েতে যাওয়া

গাড়ি পার্ক করার জন্য নিরাপদ এমন কোন স্থানকে পার্কিং স্পেস হিসেবে বেছে নিন। রাস্তার পাশে, মার্কেটের সামনে গাড়ি পার্ক করা থেকে বিরত থাকুন। এ ক্ষেত্রে আপনার গাড়ি যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তেমন রাস্তা যানজটের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমান সময়ে ঢাকা শহরের অনেক স্থানেই স্মার্ট কার পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আপনি পার্কিং এর জন্য স্মার্ট কার পার্কিংকে বেঁছে নিতে পারেন। যেখানে আপনার গাড়ির চুরির ভয় থাকবেনা এবং আপনার গাড়ি থাকবে নিরাপদ।

৪.২.৪ লেন পরিবর্তন

রাস্তায় মোড় নিতে বা লেন পরিবর্তন করার সময় পেছনের গাড়ি গুলোকে সংকেত প্রদান করতে ইন্ডিকেটর ব্যবহার করতে হয়। এতে পেছনের যানবাহন বুঝতে পারে সামনের গাড়ি কোন দিকে যাবে। কিন্তু প্রায়শ দেখা যায় আমরা ইন্ডিকেটর না জ্বালিয়েই লেন পরিবর্তন করি, রাস্তায় মোড় নিই। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তাই যাত্রাপথে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজে ইন্ডিকেটর জ্বালাতে হবে এবং সামনের গাড়ি ইন্ডিকেটর জ্বালালে সে অনুসারে গাড়ি চালাতে হবে।

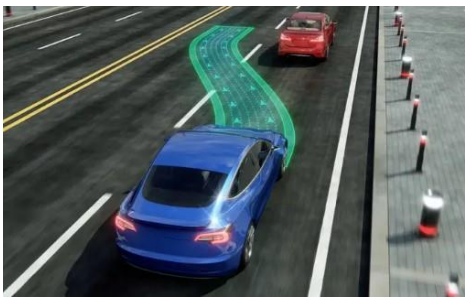

লেন পরিবর্তন

নিরাপদে লেন পরিবর্তনের জন্য নিম্নের ধাপসমূহ অবলম্বন করা জরুরী,

- প্রথমে, লেনের দিকে যাওয়ার জন্য অন্য চালকদের জানাতে আপনার টার্ন সিগনাল চালু করুন।
- বর্তমানে যে লেনে আপনি স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করছেন সেই লেনে থাকা অন্যান্য যানবাহনের জন্য আপনার পিছনের গাড়ির অবস্থান এবং পাশের আয়নাগুলো লক্ষ্য করুন।
- আপনার গাড়ির চারপাশের ব্লাইন্ড স্পটগুলো চেক করুন। ব্লাইন্ড স্পট চেক না করা অনেক বড় দূর্ঘটনার কারণ হতে পারে।
- আপনার গাড়ির গতি থাকা অবস্থায় ধীরে ধীরে বাম দিকে বা ডান দিকে যেতে থাকুন যাতে আপনার গাড়িটি ডান লেন ছেড়ে বাম লেনে বা বাম লেন ছেড়ে ডান লেনে চলে যায়।
- আপনার টার্ন সিগন্যাল বন্ধ করুন। আপনার বর্তমান লেইনে ধীরগতিতে আগাতে থাকুন।
- এভাবে ট্রাফিকে চলাচলের সময় নিয়ম মেনে এক লেন থেক অন্য লেনে যাওয়া নিরাপদ।

৪.২.৫ ট্রাফিকে মার্জিং

ড্রাইভিং করার সময় কিভাবে মার্জিং করতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হল। ট্রাফিক নিয়ম মেনে নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ মার্জিং করার জন্য এখানে কিছু কৌশল দেওয়া হল।

- আপনি যে লেনে মার্জ হতে চান তার ট্রাফিকের গতির সাথে নিজের গাড়ির গতি মেলানোর চেষ্টা করুন।
- নিশ্চিত করুন যে আপনার যথেষ্ট জায়গা আছে মার্জ করার জন্য (৩-৫ সেকেন্ড সময় থাকে এরকম) ।

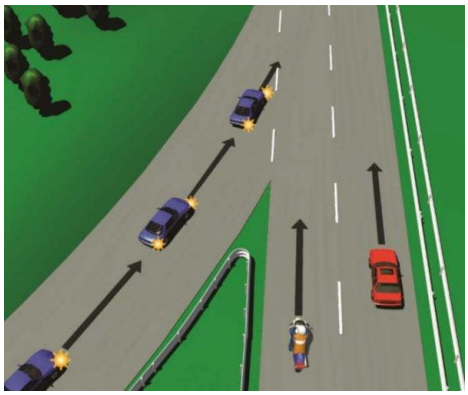

ট্রাফিকে মার্জিং

- লেনটি খালি কিনা তা নিশ্চিত করতে মার্জ করার আগে আপনার ব্লাইন্ড স্পটগুলো চেক করুন।
- শুধুমাত্র সেখানেই লেন পরিবর্তন করুন যেখানে এটি করা বৈধ (লেনের মধ্যে একটি ড্যাশ করা সাদা লাইন দ্বারা নির্দেশিত)
- অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করতে আপনার লেন পরিবর্তনের কয়েক সেকেন্ড আগে আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন।
- লেন একত্রিত বা পরিবর্তন করার সময় বিশেষভাবে মনোযোগী হন এবং ড্রাইভিং বিভ্রান্তি দূর করুন।

৪.২.৬ হাইওয়েতে মার্জিং করা

লেন বন্ধের পাশাপাশি, ট্র্যাফিক সাধারণত হাইওয়ে এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত-অ্যাক্সেস রাস্তাগুলির অন-র‍্যাম্পগুলিতে একত্রিত হয়। এই ক্ষেত্রে, রাস্তার বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী ট্রাফিক যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে যাওয়ার অনুমতি দেয়। র‍্যাম্পে আসা গাড়িগুলোকে অবশ্যই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং সিগন্যাল দিয়ে বিদ্যমান ট্র্যাফিকের সাথে নিরাপদে মার্জ করতে হবে।

হাইওয়েতে মার্জ করার জন্য সময় এবং গতির মিল অপরিহার্য যেহেতু হাইওয়েতে গাড়ির গতি বেশি থাকে। হাইওয়ের সাথে গতি মিলাতে আপনার গাড়ির গতি বাড়াতে র‍্যাম্প ব্যবহার করতে হবে। মার্জ করার পর নিরাপদ ড্রাইভিং দূরত্ব বজায় রাখুন এবং রাস্তায় নতুন গাড়ি আসতে দেওয়ার জন্য জায়গা করে দিন।

৪.২.৭ মাল্টি-লেন রোড বা ফ্রিওয়েতে প্রবেশ বা বের হওয়া

মাল্টি-লেন রোড বা ফ্রিওয়েতে প্রবেশ বা বের হওয়ার জন্য একজন চালককে আগের লেন পরিবর্তন এবং মার্জিং এর এর নিয়মসমূহ অবলম্বন করতে হবে। সিগনাল লাইট চালু করে, ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল করে পাশের লেনের ট্রাফিকের অবস্থা অবলোকন করে তারপর লেইনে প্রবেশ করতে হবে এবং একইভাবে এক লেন থেকে অন্য লেনে এবং লেন থেকে বাহিরে যেতে হবে। অবশ্যই ট্রাফিক নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

৪.২.৮ ট্রাফিকে ওভারটেকিং করা

ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়।

ওভারটেকিং করার জন্য মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অন্য গাড়ির চলমান দিক, দূরত্ব, গতি এবং গাড়ির ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন।

৪.২.৯ ট্রাফিকে ইউ-টার্ন নেওয়া

ইউ-টার্ন হলো ট্রাফিক সিস্টেমের এক প্রকার স্ট্রিট টার্ন যেখানে আপনি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন মোড় নিয়ে তার বিপরীত দিকে যেতে পারবেন। যেমন, যদি আপনি সড়কের বাম দিকে থাকেন এবং ডান দিকে ঘুরতে চান তখন আপনি একটি ইউ-টার্ন নিয়ে সেটা করতে পারবেন।

ইউ-টার্ন নেওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল;

ক. প্রথমেই সামনে যাওয়ার আগে আপনার দায়িত্বগুলি সম্পাদন করতে হবে। যেমন ইন্ডিকেটর লাইট চাল করে আপনার পিছনের গাড়ির ড্রাইভারকে বুঝাতে হবে আপনি টার্ন নিতে চাচ্ছেন। অন্যন্য গাড়ির দিকে লক্ষ্য করে তারপর ধীরে ধীরে যেদিকে টার্ন করতে হবে সেদিকে ঘেঁষে যেতে হবে।

খ. আপনার পাশে গাড়ি, মোটরসাইকেল বা যেকোনো যানবাহন আছে কিনা তা চেক করে নিন। সেই যানবাহন স্পষ্ট হতে পারে যেন আপনার ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় সে বুঝতে পারে এবং আপনাকে সুযোগ দেয়।

গ. এরপর যে রাস্তায় প্রবেশ করবেন সে রাস্তার ট্রাফিক প্রবাহ খেয়াল করে সুযোগ বুঝে টার্ন নিতে হবে।

এভাবে নিয়ম মেনে ট্রাফিকে ইউ-টার্ন নিতে হবে।

৪.৩ বিশেষ ইভেন্ট মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করা

৪.৪ বিশেষ ইভেন্ট

৪.৪.১ এমারজেন্সি যানবাহন

এমারজেন্সি গাড়ি বলতে সাধারণত এম্বুলেন্স, লাশবাহী গাড়ি, ফায়ার সার্ভিস এবং বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি ইত্যাদিকে বুঝায়। রাস্তায় চলাচলের সময় এসকল গাড়িকে আগে যাওয়ার জন্য লেইন ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাস্তায় জরুরী যানবাহনের উপস্থিতি সম্পর্কে গাড়িচালকদের সতর্ক করার জন্য জরুরী যানবাহন সাইনও ব্যবহার করা হয়। এসকল এমারজেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি নিচে আলোচনা করা হল।

- গাড়ির গতি কমাতে হবে এবং সম্ভব হলে একটি লেনের উপর দিয়ে যেতে হবে।
- রাস্তার সাইডে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- ব্রেক লাইট ব্যবহার করা যাতে এমারজেন্সি গাড়ির চালকদের জানাতে পারে যে আপনি থামছেন।
- ফ্ল্যাশিং লাইট প্রদর্শন করে চলমান এমারজেন্সি গাড়ি কখনই পাস করা যাবে না যদি না পুলিশ অফিসার বা জরুরী কর্মীদের দ্বারা তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪.৪.২ রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন

রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন বলতে রাস্তার কাজ বুঝায়, যখন রাস্তার কিছু অংশ, বা কিছু ক্ষেত্রে, পুরো রাস্তাটিকে রাস্তার উন্নয়নের কাজের জন্য বন্ধ রাখা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাস্তার পৃষ্ঠ মেরামতের ক্ষেত্রে এই কাজ করা হয়। রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো কাজ যেমন ইউটিলিটি কাজ বা পাওয়ার লাইনের কাজ বোঝানো হয়। এই ধরণের রোডওয়ার্ক চলাকালীন ট্রাফিক ডাইভারশন করে অন্য পথে ট্রাফিক পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন

রাস্তার উপরিভাগে বড় ধরণের পরিবর্তন হলে যা করণীয়:

রাস্তার উপরিভাগে বড় ধরনের পরিবর্তন, যেমন গর্ত, স্পিড বাম্প বা অমসৃণ ফুটপাথের সাথে মোকাবিলা করা চালকদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলি কীভাবে নিরাপদে নেভিগেট করা যায় সে সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হয়েছে;

ক. **স্লো ডাউন:** রাস্তার উপরিভাগে একটি বড় পরিবর্তনের সম্মুখীন হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে পারেন তা হল গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলা। এটি আপনাকে রাস্তার কোনো অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের নিরাপদে ড্রাইভ করতে আরও সময় দেবে।

স্পীড হাম্প

খ. **নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন:** হঠাৎ থেমে যাওয়া বা অপ্রত্যাশিত নড়াচড়ার জন্য আপনার গাড়ি এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে একটি নিরাপদ দূরত্ব রাখুন।

গ. **আকস্মিক জায়গা পরিবর্তন বা লেন পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন:** আকস্মিক জায়গা পরিবর্তন বা লেন পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন, যেমন ব্রেক করা বা ঘোরানো, কারণ এতে আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।

ঘ. **সতর্ক থাকুন:** রাস্তায় আপনার চোখ রাখুন এবং আপনার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন। সতর্কীকরণ চিহ্ন বা চিহ্নগুলি দেখুন যা রাস্তার পৃষ্ঠের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যেমন হলুদ চিহ্ন যা স্পীড বাম্প বা রাস্তার কাজ নির্দেশ করে।

পটহোল

ঙ. **আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন:** রাস্তার অবস্থা এবং আপনি যে যানবাহন চালাচ্ছেন সে অনুযায়ী আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন। উদাহরণস্বরূপ, স্পীড বাম্প বা অসম ফুটপাথের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বড় যানবাহনগুলিকে আরও গতি কমাতে হতে পারে।

চ. **আপনার টায়ারগুলিকে সঠিকভাবে স্ফীত রাখুন:** সঠিকভাবে স্ফীত টায়ারগুলো রাস্তার পৃষ্ঠ থেকে ধাক্কা শোষণ করতে এবং আপনার গাড়ির পরিচালনার উন্নতি করতে সহায়তা করতে পারে।

ছ. **আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন**: রাস্তার পৃষ্ঠের পরিবর্তনগুলি ভেজা বা বরফের পরিস্থিতিতে নেভিগেট করা আরও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তাই সেই অনুযায়ী আপনার ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে ভুলবেন না।

মনে রাখতে হবে যে, রাস্তার পৃষ্ঠের একটি বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গাড়ি চালানোর জন্য ধৈর্য, মনোযোগ এবং আপনার ড্রাইভিং অভ্যাস সামঞ্জস্য করার ইচ্ছা প্রয়োজন।

১.৪.২ সরু সেতুতে গাড়ি চালনা:

সরু সেতুতে গাড়ি চালানো চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু নিরাপদে নেভিগেট করার জন্য আপনি কিছু করতে পারেন;

ক. **স্লো করুনঃ** একটি সরু সেতুর কাছে যাওয়ার সময় আপনার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে গাড়ি স্লো করা। এতে আপনি কিভাবে পারাপার হবেন তার চিন্তা করতে সময় পাবেন।

খ. **ট্রাফিক সংকেত পর্যবেক্ষণ করুনঃ** যে কোনও সতর্কতা চিহ্ন বা সংকেতগুলোতে মনোযোগ দিন যা নির্দেশ করে যে একটি সরু সেতু সামনে রয়েছে। এটি আপনাকে কীভাবে সামনে আগাবেন সে সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা দেবে এবং আপনাকে যে কোনও অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করবে।

গ. **নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুনঃ** আপনার গাড়ি এবং সেতুতে থাকা অন্যান্য যানবাহন বা বস্তুর মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। মনে রাখবেন যে দুটি গাড়ি একে অপরকে অতিক্রম করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে, তাই থামার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং অন্য যানটি পাস করার জন্য অপেক্ষা করুন।

ঘ. **লুকিং গ্লাস ব্যবহার করুনঃ** আপনার পিছনে কোন যানবাহন আছে কিনা তা দেখতে ঘন ঘন আপনার লুকিং গ্লাস দেখুন। যদি সম্ভব হয় দ্রুতগামী যানবাহনগুলোকে যেতে দিন।

ঙ. **গতি সীমা অনুসরণ করুনঃ** পোস্ট করা গতিসীমা পর্যবেক্ষণ করুন এবং রাস্তার অবস্থা অনুযায়ী আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন। মনে রাখবেন অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে সরু সেতুতে।

সরু সেতুতে গাড়ি চালনা

মনে রাখতে হবে যে, সরু সেতুতে গাড়ি চালানোর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, মনোযোগীতা এবং আপনার ড্রাইভিং অভ্যাস সামঞ্জস্য করার ইচ্ছা।

১.৪.২ গাড়ি চালানোর সময় রাস্তায় পশুদের মুখোমুখি হওয়া

গাড়ি চালানোর সময় রাস্তায় পশুদের মুখোমুখি হওয়া বিপজ্জনক হতে পারে, তাই পরিস্থিতি কীভাবে নিরাপদে পরিচালনা করবেন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। ট্র্যাফিকের মধ্যে প্রাণীদের সাথে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় সে সম্পর্কে এখানে কিছু টিপস রয়েছে;

ক. **সতর্ক থাকাঃ:** সতর্ক থাকুন এবং হরিণ, মুস বা গবাদি পশুর মতো প্রাণীর কোনো লক্ষণ আছে কিনা তা জানার জন্য সামনের রাস্তাটি ভালভাবে দেখে নিন। এই প্রাণীগুলিকে চিহ্নিত করা কঠিন হতে পারে, বিশেষত রাতে, তাই বন্যপ্রাণী এমন এলাকায় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন।

খ. **স্লো ডাউনকরাঃ** আপনি যদি রাস্তায় বা কাছাকাছি কোন প্রাণী দেখতে পান তবে আপনার গতি কমিয়ে দিন। প্রাণীটি আপনার পথে চলে আসলে থেমে গিয়ে সেটিকে যাওয়ার সুযোগ করে দিন।

গ. **হর্ন ব্যবহার করাঃ** আপনি যদি রাস্তায় প্রাণী দেখতে পান, তাহলে হর্ন ব্যবহার করে এটিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করুন। এটি কুকুর বা বিড়ালের মতো ছোট প্রাণীদের সাথে বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে।

ঘ. **হেডলাইট ব্যবহার করাঃ** সামনের রাস্তা আলোকিত করতে এবং আপনার দৃশ্যমানতা বাড়াতে গাড়ির হেডলাইট ব্যবহার করুন। এটি আপনার উপস্থিতি প্রাণীটিকে সতর্ক করতে এবং রাস্তা থেকে দূরে সরে যেতে উৎসাহিত করতে সহায়তা করতে পারে।

ঙ. **দূরত্ব বজায় রাখাঃ** আপনি যদি অন্য গাড়ি অনুসরণ করেন, তাহলে আপনার গাড়ি এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এটি আপনাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে আরও সময় দেবে যদি আপনার সামনের গাড়িটি কোনও প্রাণীর মুখোমুখি হয়।

চ. **ফোকাসড থাকাঃ** রাস্তায় ফোকাস রাখুন এবং আপনার ফোন বা রেডিওর মত বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন। এটি আপনাকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করবে যদি একটি প্রাণী অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হয়ে যায়।

৪.৫ পার্ক করা যানবাহনের ক্ষেত্রে সাড়া দেওয়া

ট্রাফিকের মধ্যে গাড়ি চালানোর সময়, দুর্ঘটনা এবং ট্র্যাফিক লঙ্ঘন এড়াতে আইনগত এবং সময়মত পার্ক করা যানবাহনের প্রতিক্রিয়া জানানো গুরুত্বপূর্ণ।

ক. **নো পার্কিং চিহ্নগুলি অবলোকন করাঃ** সর্বদা নো পার্কিং চিহ্ন সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং সেই এলাকায় পার্কিং এড়িয়ে চলুন। নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেসে বা কার্ব বরাবর পার্ক করা নিশ্চিত করুন যেখানে এটি করা বৈধ।

খ. **নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাঃ** পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পার্ক করা যানবাহন থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন। এটি আপনাকে আকস্মিক গাড়ি চলাচল থেকে বা বাধা এড়াতে সাহায্য করবে।

গ. **স্লো করাঃ** পার্ক করা গাড়ির কাছে যাওয়ার সময়, গতি কমিয়ে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যান। এটি আপনাকে যেকোনো অপ্রত্যাশিত আন্দোলন বা বাধার প্রতিক্রিয়া জানাতে যথেষ্ট সময় দেবে।

ঘ. **আপনার সিগন্যাল লাইট ব্যবহার করাঃ** আপনার টার্ন সিগন্যাল লাইট ব্যবহার করুন অন্য ড্রাইভারদের বোঝাতে যে আপনি লেন পরিবর্তন করতে চান বা পার্ক করা যানবাহন পাস করার পরিকল্পনা করছেন। এটি আপনাকে অন্যান্য ড্রাইভারদের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে সাহায্য করবে যারা আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারে।

ঙ. **ট্রাফিক আইন মেনে চলাঃ** পার্ক করা যানবাহনের কাছে গাড়ি চালানোর সময় সর্বদা ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। এর মধ্যে রয়েছে গতি সীমা মেনে চলা, পথচারীদের প্রতি অনুগত হওয়া এবং স্টপ সাইন এবং লাল আলোতে থামা।

এই নিয়মগুলো অনুসরণ করে, আপনি দুর্ঘটনা এবং ট্রাফিক লঙ্ঘনের ঝুঁকি হ্রাস করে আইনগতভাবে এবং ঠিক সময়ে পার্ক করা যানবাহনগুলোর প্রতি সাড়া দিতে পারবেন।

৪.৫.১ ফুটপাতে চলাচলকারীদের নিরাপত্তা

আপনার নিরাপত্তার জন্য এবং রাস্তায় অন্যদের নিরাপত্তার জন্য ট্রাফিকের মধ্যে আইনগতভাবে এবং ঠিক সময়ে সাড়া দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। গতি সীমা, ট্রাফিক সংকেত এবং রাস্তার চিহ্ন সহ সমস্ত ট্রাফিক নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসরণ করা। এটি দুর্ঘটনা এড়াতে এবং রাস্তায় নিরাপদ থাকতে সাহায্য করবে। আপনার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং রাস্তায় অন্যান্য যানবাহন, পথচারী এবং সম্ভাব্য বিপদের দিকে মনোযোগ দিন। অন্য ড্রাইভারদের কাছে আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে টার্ন সিগন্যাল এবং হ্যান্ড সিগন্যাল ব্যবহার করুন। এটি বিভ্রান্তি রোধ করতে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। রাস্তায় অন্যান্য যানবাহন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন, বিশেষ করে উচ্চ গতিতে বা ভারী যানবাহনে গাড়ি চালানোর সময়। গাড়ি চালানোর সময় আপনার ফোন ব্যবহার, খাওয়া বা মেকআপ প্রয়োগের মতো কাজ এড়িয়ে চলুন। এই কাজগুলো রাস্তা থেকে আপনার মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। গাড়ির ব্রেক, টায়ার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো নিয়মিত পরীক্ষা করে ভাল অবস্থায় রাখুন।

৪.৫.২ মিডিয়ান স্ট্রিপ এ ট্রাফিক পরিচালনা

মিডিয়ান স্ট্রিপগুলো সাধারণত ট্রাফিকের বিপরীত প্রবাহকে আলাদা করার জন্য ডিজাইন করা হয় এবং সেগুলোর উপর গাড়ি চালানো অবৈধ এবং অনিরাপদ। মিডিয়ান স্ট্রিপ এর ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়;

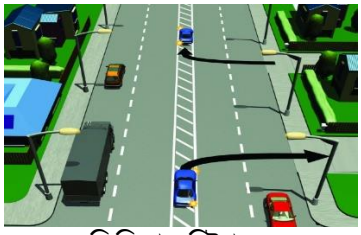
মিডিয়ান স্ট্রিপ

ক. সামনের রাস্তার দিকে মনোযোগ দিন এবং মধ্যম স্ট্রিপে যেকোন যানবাহন চালানোর দিকে নজর দিন। চৌরাস্তার কাছাকাছি বা হাইওয়ে থেকে বের হওয়ার সময় গাড়ি চালানোর সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

খ. মিডিয়ানে গাড়ি নিজে গাড়ি চালাবেন না, কারণ এটি বেআইনি এবং বিপজ্জনক হতে পারে। আপনি যদি ইউ-টার্ন করতে চান বা ঘুরতে চান তবে এটি করার জন্য একটি নিরাপদ অবস্থান খুঁজুন।

গ. আপনি যদি মিডিয়ান স্ট্রিপে গাড়ি দেখতে পান, তাহলে ঘটনাটি জানাতে কর্তৃপক্ষকে কল করুন। অবস্থান, গাড়ির বিবরণ এবং যেকোনো লাইসেন্স প্লেট নম্বর সহ যতটা সম্ভব তথ্য দিন।

ঘ. আপনি যদি মিডিয়ান স্ট্রিপে কোনো গাড়ির কাছে গাড়ি চালাচ্ছেন, তাহলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন এবং গতি কমিয়ে দিন।

ঙ. মিডিয়ান স্ট্রিপে চালকের সাথে বাক-বিতন্ডা করার বা জড়িত হওয়ার চেষ্টা করবেন না। পরিবর্তে, শান্ত থাকুন এবং কর্তৃপক্ষের আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন।

৪.৫.৩ক্রসিং এ নিয়ম মেনে ট্রাফিক পরিচালনা করা

ক্রসিংগুলি, যেমন পথচারী ক্রসিং বা ক্রসওয়াকগুলো হল গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেখানে নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে চালক এবং পথচারীদের একে অপরের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

ক. চিহ্নিত বা চিহ্ন ছাড়া ক্রসওয়াকগুলোতে, চালকদের অবশ্যই পথচারীদের কাছে হার মানতে হবে যারা রাস্তা পার হচ্ছেন। এর মানে হল যে, পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পার হতে দেওয়ার জন্য চালকদের অবশ্যই গতি কমাতে হবে বা থামতে হবে। পথচারীদের সময় দিতে ব্যর্থ হলে ট্রাফিক উদ্ধৃতি বা জরিমানা হতে পারে।

খ. ট্র্যাফিক লাইটের সংযোগস্থলে, চালকদের অবশ্যই ট্র্যাফিক সিগন্যাল মেনে চলতে হবে এবং আলো লাল হলে থামতে হবে। যখন আলো সবুজ হয়ে যায়, তখন চালকদের অবশ্যই সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে এবং পথচারীদের রাস্তা পার হওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে।

গ. চালকদের অবশ্যই পথচারীদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যারা যে কোনো সময় রাস্তা পার হতে পারে, এমনকি কোনো চিহ্নিত ক্রসওয়াক না থাকলেও। পথচারীদের পথের অধিকার আছে, এবং সংঘর্ষ এড়াতে চালকদের থামার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘ. একটি ক্রসিংয়ের কাছে যাওয়ার সময়, চালকদের তাদের গতি কমাতে হবে এবং যেকোনো সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে পথচারী, সাইকেল আরোহীদের বা অন্য যানবাহন যা ক্রসিংয়ে থাকবে।

৪.৬ কম গতির যানবাহন আইনগতভাবে এবং সঠিক সময়ে সাড়া দেওয়া

ধীরগতির যানবাহন

কম গতির যানবাহন যেমন সাইকেল, স্কেটবোর্ডার, মোপেড, হুইলচেয়ার এবং ট্রাক্টর ইত্যাদি সড়কপথে সাধারণ এবং নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে অন্যান্য চালকদের কাছ থেকে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। যা হল;

ক. **রাস্তা শেয়ার করা:** চালকদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে কম গতির যানবাহনগুলোর রাস্তা ব্যবহার করার আইনগত অধিকার রয়েছে, অবশ্যই তাদের সাথে রাস্তা শেয়ার করে নিতে হবে, অর্থাৎ তাদের রাস্তা দিয়ে চলাচলের সুযোগ দিতে হবে। চালকদের উচিত কম গতির যানবাহনকে পর্যাপ্ত জায়গা দেওয়া এবং রাস্তায় নিরাপদে ভ্রমণ করার অধিকারকে সম্মান করা।

খ. **সতর্কতার সাথে চলাচল করা:** চালকদের অবশ্যই কম গতির যানবাহন সাবধানতার সাথে পাস করতে হবে, তাদের নিরাপদে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা দিতে হবে। চালকদেরও আসন্ন ট্র্যাফিক অবলোকন করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে গাড়িটিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করার আগে পাস করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে কিনা।

গ. **পথচারীদের কাছে প্রাপ্তি:** কম গতির যানবাহন যেমন সাইকেল এবং হুইলচেয়ারগুলোকে আইন অনুসারে পথচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং রাস্তা পার হওয়ার সময় অবশ্যই পথের অধিকার দেওয়া উচিত। ক্রসওয়াক বা চৌরাস্তার কাছে যাওয়ার সময় চালকদের অবশ্যই পথচারীদের যাতায়াতের সুযোগ করে দিতে হবে।

ঘ. **সিগন্যাল খেয়াল করা:** সাইকেল এবং মোপেড, বাঁক বা স্টপ নির্দেশ করতে হাতের সংকেত ব্যবহার করতে পারে। ড্রাইভারদের অবশ্যই এই সংকেতগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে এবং সংঘর্ষ এড়াতে সেই অনুযায়ী তাদের ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে হবে।

ঙ. **ধৈর্য ধরা:** কম গতির যানবাহন রাস্তার অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় ধীর গতিতে চলতে পারে এবং তাদের সাথে রাস্তা ভাগ করার সময় চালকদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। চালকদের আক্রমনাত্মক ড্রাইভিং কৌশল এড়ানো উচিত যেমন হর্ন বাজানো বা টেলগেটিং করা।

চ. **ট্রাফিক আইনের গতিসীমা অনুসরণ করা:** চালকদের অবশ্যই পোস্ট করা ট্রাফিক গতিসীমা অনুসরণ করতে হবে এবং কম গতির যানবাহনের সাথে রাস্তা ভাগ করার সময় সেই অনুযায়ী তাদের গতি সামঞ্জস্য করতে হবে। এটি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।

ছ. **আবহাওয়ার অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা:** ড্রাইভিং অবস্থার উপর আবহাওয়া একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। বৃষ্টি, তুষার, বরফ ও কুয়াশা রাস্তাকে পিচ্ছিল করে তুলতে পারে এবং দৃশ্যমানতা হ্রাস করতে পারে। আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী আপনার ড্রাইভিং অভ্যাস সামঞ্জস্য করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে গতি কমানো, হেডলাইট ব্যবহার করা ও গাড়ি থামানোর জন্য অতিরিক্ত জায়গা দেওয়া।

জ. **পথচারী ও সাইকেল চালকদের লক্ষ্য করা:** পথচারী ও সাইকেল চালকদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োজন। সবসময় তাদের উপর নজর রাখুন, বিশেষ করে ক্রসওয়াক এবং চৌরাস্তায়। বাঁক নেওয়ার সময় উভয় দিকে তাকান এবং ব্লাইন্ড স্পট সম্পর্কে সচেতন হন। পাস করার সময় তাদের যথেষ্ট জায়গা দিন।

ঝ. **শান্ত থাকা:** গাড়ি চালানোর সময় শান্ত থাকা নিরাপদ গাড়ি চালানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রায় সময়ই ড্রাইভিং চাপযুক্ত হতে পারে, বিশেষ করে ভারী যানবাহন বা প্রতিকূল আবহাওয়ায়। দুর্ঘটনা এড়াতে শান্ত থাকা ও পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আক্রমনাত্মক ড্রাইভিং আচরণ এড়িয়ে চলুন। টেলগেটিং বা অন্য চালকদের কাটিয়ে যাওয়া দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ঞ. নিরাপদ ড্রাইভিং করতে হলে ধৈর্যের অনুশীলন করুন এবং নিজেকে শান্ত রাখতে গভীর শ্বাস নিন। যদি আপনি রাস্তায় একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যেমন: কাছাকাছি একজন চালক বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন, এমন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার চেষ্টা করুন এবং আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলুন।

সতর্ক থাকুন ও সবসময় রাস্তায় ফোকাস করুন, এবং সমস্ত ট্রাফিক নিয়ম ও প্রবিধান অনুসরণ করে চলুন। শান্ত থাকার মাধ্যমে, আপনি গাড়ি চালানোর সময় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে পারবেন। একজন শান্ত ড্রাইভারের ভুল করার বা ঝুঁকিপূর্ণ ড্রাইভিং আচরণে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

ট. **বিদ্যালয়ের কাছে গাড়ি চালানো:** স্কুলের সামনে গাড়ি চালানোর সময় চরম সতর্কতা অবলম্বন করা এবং কঠোর নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোস্ট করা স্কুল জোন গতি সীমাতে গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে হবে, যা সাধারণত নিয়মিত গতি সীমা থেকে কম। রাস্তা পার হওয়া শিশুদের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, বিশেষ করে ক্রসওয়াকে, এবং পথচারীদের সর্বদা সঠিক পথ দেখাতে হবে। ফোন ব্যবহার করা বা রেডিও সামঞ্জস্য করার মতো যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা এবং প্রয়োজনে হঠাৎ বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। স্কুল জোন সাইন এবং ক্রসিং গার্ডের নির্দেশনা সহ সমস্ত ট্রাফিক চিহ্নগুলি অনুসরণ করুন এবং থেমে থাকা স্কুল বাসের লাইট জ্বলে এবং স্টপ সাইন প্রসারিত করে কখনই পাস করবেন না। স্কুল জোনে মনোযোগ সহকারে এবং দায়িত্বের সাথে গাড়ি চালানোর মাধ্যমে, আমরা আমাদের শিশুদের এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করি।

ঠ. **রিকশা, ভ্যান:** রিকশা বা ভ্যানের সামনে গাড়ি চালানোর জন্য একটি দায়িত্বশীল এবং বিবেচ্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই যানবাহনগুলি প্রায়শই ধীর গতিতে চলে এবং কম স্থিতিশীল হয়, তাই একটি নিরাপদ অনুসরণ করা দূরত্ব বজায় রাখা এবং উপযুক্ত গতিতে গাড়ি চালানো অপরিহার্য। এসকল বাহনকে পর্যাপ্ত জায়গা দিন, কারণ তাদের হঠাৎ স্টপ করতে হতে পারে। ব্লাইন্ড স্পট সম্পর্কে সচেতন থাকুন, কারণ গাড়ির মতো দৃশ্যমানতা নাও থাকতে পারে। টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন এবং যোগাযোগ করুন, বিশেষ করে যখন লেন পরিবর্তন করা বা বাঁক নেওয়ার সময়, ধীরগতির যানবাহনের নিরাপত্তা এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

ড. **স্কেটবোর্ডার, বেল্ট ব্লাডার:** স্কেটবোর্ডার, রোলারব্লেডার এবং অন্যান্য অ-মোটর চাকা চালিত উৎসাহীদের সাথে রাস্তা শেয়ার করার সময়, তাদের উপস্থিতির জন্য ধৈর্য, সতর্কতা এবং সম্মান প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যক্তিরা ঐতিহ্যবাহী যানবাহনের চেয়ে বেশি অপ্রত্যাশিতভাবে চলাচল করতে পারে, তাই একটি নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখা অপরিহার্য। স্কেটার এবং ব্লেডারদের কাছ থেকে হাতের সংকেত এবং মৌখিক ইঙ্গিতগুলির জন্য তাদের কৌশলগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য নজর রাখুন এবং প্রয়োজনে সঠিক-পথটি দিন। সর্বদা ট্র্যাফিক নিয়ম এবং সংকেত মেনে চলুন এবং আকস্মিক লেন পরিবর্তন বা আক্রমনাত্মক ড্রাইভিং আচরণ এড়িয়ে চলুন যা এই দুর্বল রাস্তা ব্যবহারকারীদের বিপদে ফেলতে পারে।

ঢ. **মোপেড:** মোপেডের সাথে রাস্তা শেয়ার করার সময়, ধৈর্য এবং সচেতনতা অনুশীলন করা অপরিহার্য। মোপেডগুলি বেশিরভাগ যানবাহনের তুলনায় ছোট এবং ধীরগতির, তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন এবং তাদের কম গতির জন্য প্রস্তুত থাকুন। যাওয়ার সময় তাদের পর্যাপ্ত জায়গা দিন এবং লেন পরিবর্তন করার আগে সর্বদা আপনার ব্লাইন্ড স্পটগুলি পর্যবেক্ষণ করুন। মনে রাখবেন যে মোপেডগুলি দুর্বল রাস্তা ব্যবহারকারী, তাই চৌরাস্তায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। উপরন্তু, তাদের সীমিত দৃশ্যমানতা সম্পর্কে সচেতন থাকুন, বিশেষ করে ভারী যানবাহন বা প্রতিকূল আবহাওয়ায়। মোপেড রাইডারদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করুন এবং একসাথে, আমরা প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ রাস্তা শেয়ার নিশ্চিত করতে পারি।

ণ. **পাওয়ারড হুইলচেয়ার:** মোটরচালিত হুইলচেয়ারের সাথে শেয়ার করা রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময়, অত্যন্ত সতর্কতা এবং বিবেচনা করা অপরিহার্য। এই ছোট এবং আরও দুর্বল গতিশীলতা ডিভাইসগুলি প্রায়শই ধীর গতিতে ভ্রমণ করে এবং সীমিত দৃশ্যমানতা থাকে, তাই একটি নিরাপদ অনুসরণ করা দূরত্ব বজায় রাখা এবং আপনার গতি হ্রাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের সর্বদা সঠিক পথ দেখান, বিশেষ করে যখন তারা নির্দিষ্ট পথচারী ক্রসিং বা চৌরাস্তায় নেভিগেট করছেন। তাদের সংকেত এবং অঙ্গভঙ্গির জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, কারণ তাদের সবসময় প্রচলিত যানবাহনের সংকেতের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। ধৈর্য,

সহানুভূতি, এবং তাদের চাহিদা মিটমাট করার ইচ্ছা হল মোটরচালিত হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের সহ সকল ব্যবহারকারীর জন্য একটি নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাস্তার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার চাবিকাঠি।

ত. **ট্রাক্টর বা অন্যান্য কৃষি যান ইত্যাদির ক্ষেত্রে:** ট্রাক্টর বা অন্যান্য প্ল্যান্ট যন্ত্রপাতির সাথে শেয়ার করা রাস্তায় গাড়ি চালানোর জন্য উচ্চ সতর্কতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। এই বৃহত্তর, ধীরগতির যানবাহনগুলির প্রায়শই সীমিত দৃশ্যমানতা থাকে এবং রাস্তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিতে পারে। নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মেশিনগুলি সতর্কতা ছাড়াই হঠাৎ স্টপ বা বাঁক নিতে পারে। কম গতির জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং আক্রমণাত্মক ওভারটেকিং কৌশল এড়ান। সর্বদা আপনার উদ্দেশ্য সংকেত করুন এবং আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে অপারেটরদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজন হলে হর্ন ব্যবহার করুন। রাস্তার অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখুন, কারণ কৃষি যন্ত্রপাতি রাস্তার উপর কাদা বা ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে দিতে পারে, যা গাড়ির ট্র্যাকশনকে প্রভাবিত করতে পারে।

সেলফ চেক (Self Check) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. এমার্জেন্সি গাড়ি বলতে কি বুঝায়? ট্রাফিক আইন অনুযায়ী এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করতে হয়?

উত্তর:

২. ট্রাফিকে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা মোকাবেলা করণীয় কি কি?

উত্তর:

৩. নিরাপদে লেন পরিবর্তনের জন্য কি কি ধাপসমূহ অবলম্বন করা জরুরী?

উত্তর:

৪. ওভারটেকিং কি? ওভারটেকিং করতে মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় কি কি?

উত্তর:

৫. কম গতির যানবাহনের ক্ষেত্রে কি কি ভাবে রেসপন্স করা যায়?

উত্তর:

৬. স্কুলের সামনে গাড়ি চালানোর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর:

৭. সরু সেতুতে গাড়ি চালানোর নিয়মাবলী কি কি?

উত্তর:

৮. মিডিয়ান স্ট্রিপে ট্রাফিক কিভাবে পরিচালনা করতে হয়?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key)- ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা

১. এমার্জেন্সি গাড়ি বলতে কি বুঝায়? ট্রাফিক আইন অনুযায়ী এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করতে হয়?
উত্তর: এমারজেন্সি গাড়ি বলতে সাধারণত এম্বুলেন্স, লাশবাহী গাড়ি, ফায়ার সার্ভিস এবং বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি ইত্যাদিকে বুঝায়। রাস্তায় চলাচলের সময় এসকল গাড়িকে আগে যাওয়ার জন্য লেইন ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাস্তায় জরুরী যানবাহনের উপস্থিতি সম্পর্কে গাড়িচালকদের সতর্ক করার জন্য জরুরী যানবাহন সাইনও ব্যবহার করা হয়। এসকল এমারজেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি নিচে আলোচনা করা হল।

- গাড়ির গতি কমাতে হবে এবং সম্ভব হলে একটি লেনের উপর দিয়ে যেতে হবে।
- রাস্তার সাইডে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- ব্রেক লাইট ব্যবহার করা যাতে এমারজেন্সি গাড়ির চালকদের জানাতে পারে যে আপনি থামছেন।
- ফ্ল্যাশিং লাইট প্রদর্শন করে চলমান এমারজেন্সি গাড়ি কখনই পাস করা যাবে না যদি না পুলিশ অফিসার বা জরুরী কর্মীদের দ্বারা তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২. ট্রাফিকে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা মোকাবেলা করণীয় কি কি?
উত্তর: ট্রাফিকে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা মোকাবেলায় করণীয়-

- ধৈর্য ধরুন;
- ট্রাফিক নিয়ম অনুসরণ করুন;
- সতর্ক থাকুন;
- ন্যাভিগেশন টুল ব্যবহার করুন;
- দূরত্ব বজায় রাখুন;
- সম্ভব হলে সাহায্য করুন।

৩. নিরাপদে লেন পরিবর্তনের জন্য কি কি ধাপসমূহ অবলম্বন করা জরুরী?
উত্তর: নিরাপদে লেন পরিবর্তনের জন্য নিম্নের ধাপসমূহ অবলম্বন করা জরুরী,

- প্রথমে, লেনের দিকে যাওয়ার জন্য অন্য চালকদের জানাতে আপনার টার্ন সিগনাল চালু করুন।
- বর্তমানে যে লেনে আপনি স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করছেন সেই লেনে থাকা অন্যান্য যানবাহনের জন্য আপনার পিছনের গাড়ির অবস্থান এবং পাশের আয়নাগুলি লক্ষ্য করুন।
- আপনার গাড়ির চারপাশের ব্লাইন্ড স্পটগুলো চেক করুন। ব্লাইন্ড স্পট চেক না করা অনেক বড় দূর্ঘটনার কারণ হতে পারে।
- আপনার গাড়ির গতি থাকা অবস্থায় ধীরে ধীরে বাম দিকে বা ডান দিকে যেতে থাকুন যাতে আপনার গাড়িটি ডান লেন ছেড়ে বাম লেনে বা বাম লেন ছেড়ে ডান লেনে চলে যায়।

৪. ওভারটেকিং কি? ওভারটেকিং করতে মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় কি কি?
উত্তর: ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়। ওভারটেকিং করার জন্য মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অন্য গাড়ির চলমান দিক, দূরত্ব, গতি এবং গাড়ির ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন।

৫. কম গতির যানবাহনের ক্ষেত্রে কি কি ভাবে রেসপন্স করা যায়?
উত্তর: কম গতির যানবাহনের ক্ষেত্রে যেভাবে রেসপন্স করা যায়,
রাস্তা শেয়ার করা, সতর্কতার সাথে চলাচল করা, সিগন্যাল খেয়াল করা, ধৈর্য ধরা, ট্রাফিক আইনের গতিসীমা অনুসরণ করা, পথচারী ও সাইকেল চালকদের লক্ষ্য করা।

৬. স্কুলের সামনে গাড়ি চালানোর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: স্কুলের সামনে গাড়ি চালানোর সময় চরম সতর্কতা অবলম্বন করা এবং কঠোর নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোস্ট করা স্কুল জোন গতি সীমাতে গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে হবে, যা সাধারণত নিয়মিত গতি সীমা থেকে কম। রাস্তা পার হওয়া শিশুদের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, বিশেষ করে ক্রসওয়াকে, এবং পথচারীদের সর্বদা সঠিক পথ দেখাতে হবে। ফোন ব্যবহার করা বা রেডিও সামঞ্জস্য করার মতো যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা এবং প্রয়োজনে হঠাৎ বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। স্কুল জোন সাইন এবং ক্রসিং গার্ডের নির্দেশনা সহ সমস্ত ট্রাফিক চিহ্নগুলি অনুসরণ করুন এবং থেমে থাকা স্কুল বাসের লাইট জ্বলে এবং স্টপ সাইন প্রসারিত করে কখনই পাস করবেন না।

৭. সরু সেতুতে গাড়ি চালানোর নিয়মাবলী কি কি?

উত্তর: সরু সেতুতে গাড়ি চালানো চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু নিরাপদে নেভিগেট করার জন্য আপনি কিছু করতে পারেন;

ক. একটি সরু সেতুর কাছে যাওয়ার সময় আপনার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে গাড়ি স্লো করা। এতে আপনি কিভাবে পারাপার হবেন তার চিন্তা করতে সময় পাবেন।

খ. সতর্কতা চিহ্ন বা সংকেতগুলোতে মনোযোগ দিন যা নির্দেশ করে যে একটি সরু সেতু সামনে রয়েছে। এটি আপনাকে কীভাবে সামনে আগাবেন সে সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা দেবে এবং আপনাকে যে কোনও অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করবে।

গ. আপনার গাড়ি এবং সেতুতে থাকা অন্যান্য যানবাহন বা বস্তুর মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। মনে রাখবেন যে দুটি গাড়ি একে অপরকে অতিক্রম করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে, তাই থামার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং অন্য যানটি পাস করার জন্য অপেক্ষা করুন।

ঘ. আপনার পিছনে কোন যানবাহন আছে কিনা তা দেখতে ঘন ঘন আপনার লুকিং গ্লাস দেখুন। যদি সম্ভব হয় দ্রুতগামী যানবাহনগুলোকে যেতে দিন।

ঙ. পোস্ট করা গতিসীমা পর্যবেক্ষণ করুন এবং রাস্তার অবস্থা অনুযায়ী আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন। মনে রাখবেন অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে সরু সেতুতে।

৮. মিডিয়ান স্ট্রিপে ট্রাফিক কিভাবে পরিচালনা করতে হয়?

উত্তর: মিডিয়ান স্ট্রিপগুলো সাধারণত ট্রাফিকের বিপরীত প্রবাহকে আলাদা করার জন্য ডিজাইন করা হয় এবং সেগুলোর উপর গাড়ি চালানো অবৈধ এবং অনিরাপদ। মিডিয়ান স্ট্রিপ এর ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়;

ক. সামনের রাস্তার দিকে মনোযোগ দিন এবং মধ্যম স্ট্রিপে যেকোন যানবাহন চালানোর দিকে নজর দিন। চৌরাস্তার কাছাকাছি বা হাইওয়ে থেকে বের হওয়ার সময় গাড়ি চালানোর সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

খ. মিডিয়ানে গাড়ি নিজে গাড়ি চালাবেন না, কারণ এটি বেআইনি এবং বিপজ্জনক হতে পারে। আপনি যদি ইউ-টার্ন করতে চান বা ঘুরতে চান তবে এটি করার জন্য একটি নিরাপদ অবস্থান খুঁজুন।

গ. আপনি যদি মিডিয়ান স্ট্রিপে গাড়ি দেখতে পান, তাহলে ঘটনাটি জানাতে কর্তৃপক্ষকে কল করুন। অবস্থান, গাড়ির বিবরণ এবং যেকোনো লাইসেন্স প্লেট নম্বর সহ যতটা সম্ভব তথ্য দিন।

ঘ. আপনি যদি মিডিয়ান স্ট্রিপে কোনো গাড়ির কাছে গাড়ি চালাচ্ছেন, তাহলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন এবং গতি কমিয়ে দিন।

ঙ. মিডিয়ান স্ট্রিপে চালকের সাথে বাক-বিতন্ডা করার বা জড়িত হওয়ার চেষ্টা করবেন না। পরিবর্তে, শান্ত থাকুন এবং কর্তৃপক্ষের আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন।

জব শিট (Job Sheet) - ৪.১ কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ করা

উদ্দেশ্য: কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ কিভাবে করতে হয় তা জানতে পারবে।

সতর্কতা: রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

১. যাত্রা শুরু করার আগে গাড়ির ইন্ডিকেটর চেক করতে হবে;
২. গাড়ির ড্যাশবোর্ড চেক করতে হবে;
৩. গাড়ির সকল মিরর মুছে পরিষ্কার করে ভিউ চেক করে নিতে হবে;
৪. ট্রাফিক প্রবাহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
৫. ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে ড্রাইভিং করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

ধাপ-১ ভ্রমন শুরু করার আগে গাড়ির প্রাথমিক চেক করে নিন।

ধাপ-২ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে সিটবেল্ট বেধে নিন।

ধাপ-৩ গাড়ির চাবি দিয়ে গাড়ি আনলক করুন।

ধাপ-৪ গাড়ি নিউট্রাল করুন।

ধাপ-৫ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করুন।

ধাপ-৬ মিররে দেখে এক্সিলারেটর চেপে ধীরে ধীরে সামনে আগান।

ধাপ-৭ কানেক্টিং রোড এবং হাইওয়ে এর সংযোগ স্থলের কাছে গেলে গাড়ি স্লো করুন।

ধাপ-৮ ইন্ডিকেটর চালু করে অন্য ড্রাইভারদের বুঝান আপনি হাইওয়েতে উঠবেন।

ধাপ-৯ সংযোগ স্থলের একদম কাছে গেলে প্রয়োজনে গাড়ি থামান।

ধাপ-১০ হাইওয়ে এর ট্রাফিক প্রবাহ লক্ষ্য করুন।

ধাপ-১১ আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল চালু করুন।

ধাপ-১২ হাইওয়েতে ট্রাফিক প্রবাহ কমলে সুযোগ বুঝে পাশের লেইনে প্রবেশ করুন।

ধাপ-১৩ লেইনে প্রবেশ করার পর টার্ন সিগন্যাল বন্ধ করুন।

ধাপ-১৪ ট্রাফিকের গতির সাথে আপনার গাড়ির গতি সামঞ্জস্য করুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৪.১ কানেক্টিং রোড থেকে হাইওয়েতে মার্জ করা।

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস:

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	গাড়ির চাবি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	গাড়ি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১
৩.	টুল বক্স	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

জব শিট (Job Sheet) - ৪.২ হাইওয়ে ট্রাফিকে ইউ-টার্ন নেওয়া

উদ্দেশ্য: হাইওয়ে ট্রাফিকে কিভাবে ইউ-টার্ন নিতে হয় তা জানতে পারবে।

সতর্কতা: রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

১. যাত্রা শুরু করার আগে গাড়ির ইন্ডিকেটর চেক করতে হবে;
২. গাড়ির ড্যাশবোর্ড চেক করতে হবে;
৩. গাড়ির সকল মিরর মুছে পরিষ্কার করে ভিউ চেক করে নিতে হবে;
৪. ট্রাফিক প্রবাহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
৫. ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে ড্রাইভিং করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

ধাপ-১ ভ্রমন শুরু করার আগে গাড়ির প্রাথমিক চেক করে নিন।

ধাপ-২ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে সিটবেল্ট বেধে নিন।

ধাপ-৩ গাড়ির চাবি দিয়ে গাড়ি আনলক করুন।

ধাপ-৪ গাড়ি নিউট্রাল করুন।

ধাপ-৫ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করুন।

ধাপ-৬ মিররে দেখে এক্সিলারেটর চেপে ধীরে ধীরে সামনে আগান।

ধাপ-৭ কানেক্টিং রোড এবং হাইওয়ে এর সংযোগ স্থলের কাছে গেলে গাড়ি স্লো করুন।

ধাপ-৮ ইন্ডিকেটর চালু করে অন্য ড্রাইভারদের বুঝান আপনি হাইওয়েতে উঠবেন।

ধাপ-৯ সংযোগ স্থলের একদম কাছে গেলে প্রয়োজনে গাড়ি থামান।

ধাপ-১০ হাইওয়ে এর ট্রাফিক বিবেচনা করে ট্রাফিকে মিশে যান।

ধাপ-১১ ইউ-টার্ন নেওয়ার আগে ব্লাইন্ড স্পট পর্যবেক্ষণ করুন।

ধাপ-১২ আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল চালু করুন।

ধাপ-১৩ ধীরে ধীরে টার্নের কাছাকাছি চলুন।

ধাপ-১৪ হাইওয়েতে ট্রাফিক প্রবাহ কমলে সুযোগ বুঝে ইউ-টার্ন নিয়ে পাশের লেইনে প্রবেশ করুন।

ধাপ-১৫ লেইনে প্রবেশ করার পর টার্ন সিগন্যাল বন্ধ করুন।

ধাপ-১৬ ট্রাফিকের গতির সাথে আপনার গাড়ির গতি সামঞ্জস্য করুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৪.২ হাইওয়ে ট্রাফিকে ইউ-টার্ন নেওয়া

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	গাড়ির চাবি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	গাড়ি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১
৩.	টুল বক্স	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

শিখনফল - ৫: ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. ট্রাফিক পরিস্থিতিতে এমন ভাবে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে যে অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ট্রাফিকে চলমান থাকতে কোন পরিবর্তন করতে হয়নি। ২. সমস্যা জানার পর উপযুক্ত সময়ে সংঘর্ষ এড়াতে নিরাপদ এবং আইনসম্মত অপশন বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে। ৩. অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা করেছেন। ৪. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাবলীলভাবে এক্সিলারেটর থেকে পা তুলে মসৃণভাবে ব্রেক ব্যবহার করে গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. ট্রাফিক পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানো শিখতে পারবে। ২. ট্রাফিক পরিস্থিতি ▪ ট্রাফিক বা ইন্টারসেকশনে গ্যাপ বেছে নেওয়া ▪ ট্র্যাফিক প্রবাহে প্রবেশ করা, মার্জিং এবং লেন পরিবর্তন করা ▪ ওভারটেকিং ইত্যাদি সামলাতে পারবে। ৩. সমস্যা জানার পর উপযুক্ত সময়ে সংঘর্ষ এড়ানো জানতে পারবে। ৪. নিরাপদ এবং আইনসম্মত অপশন ▪ বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করা ▪ লেন পরিবর্তন করা জানতে পারবে। ৫. অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা করা এবং নেওয়া শিখতে পারবে। ৬. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতি পরিবর্তন করতে পারবে।
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে লেন পরিবর্তন করা
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্ট ফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৫: ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৫: ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৫-এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৫-এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব শিট (Job Sheet)– ৫ এমার্জেন্সিতে লেন পরিবর্তন করা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)– ৫ এমার্জেন্সিতে লেন পরিবর্তন করা।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠ করে শিক্ষার্থীগণ-

৫.১ ট্রাফিক পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানো শিখতে পারবে।

৫.২ ট্রাফিক পরিস্থিতি

- ট্রাফিক বা ইন্টারসেকশনে গ্যাপ বেছে নেওয়া
- ট্র্যাফিক প্রবাহে প্রবেশ করা
- মার্জিং
- লেন পরিবর্তন করা
- ওভারটেকিং ইত্যাদি সামলাতে পারবে।

৫.৩ সমস্যা জানার পর উপযুক্ত সময়ে সংঘর্ষ এড়ানো জানতে পারবে।

৫.৪ নিরাপদ এবং আইনসম্মত অপশন

- বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করা
- লেন পরিবর্তন করা জানতে পারবে।

৫.৫ অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা করা এবং সহযোগিতা নেওয়া শিখতে পারবে।

৫.৬ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতি পরিবর্তন করতে পারবে।

৫.১ ট্রাফিক পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানো

ট্রাফিক ব্যবস্থায় গাড়ি চালানোর সাথে ট্রাফিকের নিরাপদ এবং দক্ষ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তৈরী করা নিয়ম ও প্রবিধানের একটি সেট অনুসরণ করা জরুরী। এখানে ট্রাফিক সিস্টেমের কিছু নিয়ম আলোচনা করা হল;

ক. **ট্রাফিক সাইন এবং সিগন্যাল:** ট্রাফিক সাইন এবং সিগন্যাল চালক, পথচারী এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা রোধ করতে ট্রাফিক সাইন এবং সিগন্যাল মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ।

খ. **লেন চিহ্ন:** রাস্তায় লেনের চিহ্নগুলো নির্দেশ করে যে চালকদের কোথায় গাড়ি চালাতে হবে এবং তারা ট্রাফিক প্রবাহ বজায় রাখতে সহায়তা করে। চালকদের তাদের নির্ধারিত লেনের মধ্যে থাকা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে লেন পরিবর্তন করা এড়ানো উচিত।

গ. **গতির সীমা:** গতির সীমা রাস্তায় সাইন হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং ড্রাইভাররা যে সর্বোচ্চ গতিতে ভ্রমণ করতে পারে তা নির্দেশ করে। দুর্ঘটনা রোধ করতে এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গতিসীমা অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. **রাইট-অফ-ওয়ে:** রাইট-অফ-ওয়ে বলতে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার আইনি অধিকারকে বোঝায়। আইন অনুসারে চালকদের অবশ্যই অন্যান্য চালক, পথচারী এবং সাইকেল চালকদের সঠিক পথ প্রদান করতে হবে।

ঙ. **প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং:** প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং আপনার আশেপাশের সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সম্ভাব্য বিপদ বা বাঁধাগুলোর পূর্বাভাস দেওয়া জড়িত। দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং বিভ্রান্ত ড্রাইভিং এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং

চ. ট্রাফিক সিস্টেমের এই উপাদানগুলো অনুসরণ করে, চালকরা ট্রাফিকের নিরাপদ

এবং দক্ষ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। ট্রাফিক আইন ও প্রবিধান সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রাইভিং কোর্স বা রিফ্রেশার কোর্স গ্রহণ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ ট্রাফিক পরিস্থিতিতে এমন ভাবে গাড়ি চালানো যেন অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ট্রাফিকে চলমান থাকতে কোন পরিবর্তন করতে না হয়

ট্রাফিকের মধ্যে গাড়ি চালানোর সময়, রাস্তার নিয়মগুলো অনুসরণ করা এবং পূর্বাভাসযোগ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গাড়ি চালানো গুরুত্বপূর্ণ, যাতে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের তাদের গাড়ি চালানোর উপায় পরিবর্তন করতে না হয়। এটি একটি নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ বজায় রাখতে সহায়তা করে।

ট্রাফিক সাইন

উদাহরণ স্বরূপ, লেন পরিবর্তন করার সময়, আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করে অন্য চালকদের আপনার ওপারে যাওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে সতর্ক করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের সেই অনুযায়ী ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে এবং আপনার গাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

একইভাবে, হাইওয়ে বা ব্যস্ত রাস্তার সাথে মিলিত হওয়ার সময়, অন্যান্য চালকদের হঠাৎ লেন বা ব্রেক পরিবর্তন করতে বাধ্য না করে, উপযুক্ত গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ট্রাফিকের সাথে সুন্দরভাবে মিশে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একটি পূর্বাভাসযোগ্য এবং ধারাবাহিকভাবে গাড়ি চালানোর মাধ্যমে, আপনি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ডিভাইস এড়িয়ে যাওয়া এবং আপনার আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং রাস্তায় মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২.১ রাস্তায় ট্রাফিকের ইন্টারসেকশনে ফাঁকা জায়গা বের করা

একটি রাস্তার ইন্টারসেকশনে ট্র্যাফিকের ফাঁকা জায়গা বাছাই করা চালকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা, বিশেষ করে যখন একটি ব্যস্ত রাস্তায় বাঁক নেওয়া প্রয়োজন হয়। অনেকগুলো গাড়ির মাঝে ফাঁকা জায়গা বের করার সময় এখানে কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে;

ইন্টারসেকশন

ক. নিরাপদ গতিতে চৌরাস্তার কাছে যেতে হবে এবং আপনার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রযোজ্য হতে পারে এমন কোনো ট্রাফিক সিগন্যাল বা স্টপ সাইন চেক করতে হবে।

খ. ইন্টারসেকশনে দাঁড়িয়ে আসন্ন ট্রাফিকের বাম এবং ডান দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে কোন দিক থেকে গাড়ি আসতেছে। যানবাহন, পথচারী এবং সাইকেল আরোহী আসছে কিনা চেক করে দেখতে হবে। কেননা উভয় দিক থেকে ট্রাফিক আসতে পারে।

গ. ট্রাফিকের মাঝে কোন জায়গায় ফাঁকা আছে শনাক্ত করুন যেখানে প্রবেশ করা সম্ভব হবে এবং যা আপনার প্রয়োজনীয় রাস্তায় ঘুরতে পারে। একটি ফাঁকা জায়গা বলতে দুটি গাড়ির মধ্যে একটি স্থান যা আপনার নিরাপদে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট।

ঘ. যেকোন আগত যানবাহনের গতি অনুমান করুন। এটি আপনাকে ইন্টারসেকশনের রাস্তায় নিরাপদে ঘুরতে যথেষ্ট সময় আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।

ঙ. আপনার টার্ন করার আগে ট্রাফিকের নিরাপদ ফাঁকা স্থানের জন্য অপেক্ষা করুন। যদি কোনও নিরাপদ ফাঁকা না থাকে তবে আপনার টার্ন করার চেষ্টা করার আগে আপনাকে ট্র্যাফিক খালি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে।

চ. আপনার টার্ন করার সময় যেদিকে যাবেন সেদিকের সংকেত দিন এবং সতর্কতার সাথে এগিয়ে যান। পথচারী বা সাইকেল আরোহীদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

ছ. ট্র্যাফিকের ফাঁক বাছাই করার সময় সর্বদা নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে মনে রাখবেন। যদি আপনি একটি বাঁক বা ক্রসিং এর নিরাপত্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হন, তাহলে আপনার কৌশলের চেষ্টা করার আগে ট্র্যাফিক পরিষ্কার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ভাল।

৫.২.২ ট্রাফিক স্ট্রিমে প্রবেশ করা

ট্রাফিক স্ট্রিমে প্রবেশ করা মানে রাস্তা বা হাইওয়েতে প্রবেশ করা যেখানে ইতিমধ্যেই ট্রাফিক প্রবাহ রয়েছে। ট্রাফিক স্ট্রিমে যাওয়ার সময় এখানে কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে;

ক. **আপনার আশেপাশের অবস্থা চেক করুন** ট্রাফিকের সাথে মিশে যাওয়ার আগে, এটি করা নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করতে আপনার চারপাশ নজর দিয়ে দেখুন। কোন গাড়ি, ট্রাক বা অন্যান্য যানবাহন আসছে কিনা, এবং ট্রাফিক সিগন্যাল লক্ষ্য করুন।

খ. **গাড়ির সিগনাল ব্যবহার করুন** ট্রাফিকে প্রবেশ করার জন্য আপনার অভিপ্রায় নির্দেশ করতে আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন। এটি অন্যান্য চালকদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করবে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

গ. **লেনের ট্রাফিকের গতির সাথে মিল করুন** আপনি যে লেনে একত্রিত হচ্ছেন সেখানে ট্রাফিকের গতির সাথে মেলে আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে না এবং দুর্ঘটনা রোধ হবে।

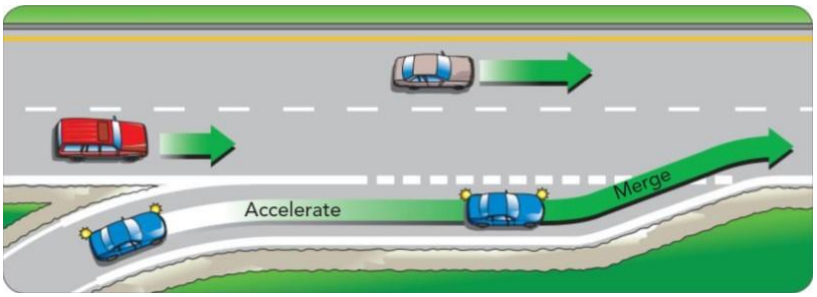

ট্রাফিক স্ট্রিমে প্রবেশ

ঘ. **লেনের দাগগুলো চেক করুন** লেনে একত্রিত হওয়ার আগে, আপনার পথে কোন যানবাহন বা অন্যান্য বাঁধা নেই তা নিশ্চিত করতে আপনার লেইনের দাগগুলো চেক করুন। সংলগ্ন লেনগুলিতে যে কোনও যানবাহন একই সময়ে চলতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হন।

ঙ. **সুশৃঙ্খলভাবে লেনে প্রবেশ করুন** আপনি যখন ট্রাফিকের একটি নিরাপদ ফাঁক চিহ্নিত করেছেন, তখন ধীরে ধীরে লেনের মধ্যে একত্রিত হন। আকস্মিক লেন পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন, যা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

চ. **আপনার গতি বজায় রাখুন** একবার আপনি ট্রাফিক স্ট্রিমে মিশে গেলে, আপনার গতি বজায় রাখুন এবং আপনি প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আপনার লেনে থাকুন।

ছ. মনে রাখবেন ট্রাফিকের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য আপনার চারপাশের সতর্ক মনোযোগ এবং সচেতনতা প্রয়োজন। সর্বদা নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন এবং দুর্ঘটনা রোধ করতে এবং সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাস্তার নিয়ম অনুসরণ করুন।

৫.২.৩ লেন এন্ডিং এবং মার্জ

লেন এন্ডিং হচ্ছে রাস্তার একাধিক লেইনের মধ্যে কোন লেইন বন্ধ করে দেওয়া বা স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকা, অর্থাৎ কোন লেইনের শেষ প্রান্তকেই লেন এন্ডিং বলে। লেইন এন্ডিং স্থায়ীভাবেও হতে পারে বা রাস্তার কাজের জন্য বন্ধ করাও যেতে পারে।

ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

৫.২.৪ ওভারটেকিং

ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে আগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়।

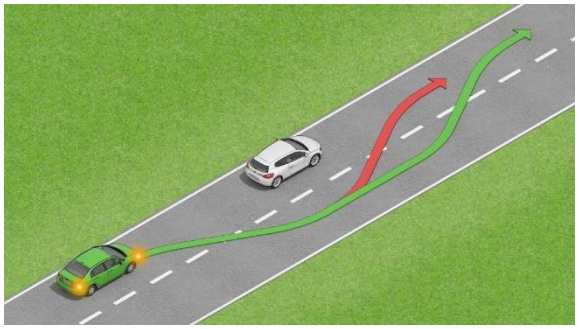

ওভারটেকিং

ওভারটেকিং করার জন্য মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অন্য গাড়ির চলমান দিক, দূরত্ব, গতি এবং গাড়ির ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন।

অন্য গাড়ির দূরত্ব নিয়ে সচেতন থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি চালনা শুরু করার সাথে সাথে আপনার আশপাশে কেমন ট্রাফিক আছে তা দেখে নেওয়া উচিত। এছাড়াও অন্য গাড়ির দূরত্ব বোঝার জন্য সামনের দিকে দেখতে থাকুন।

সঠিক রাস্তা নির্বাচন করে ওভারটেকিং এর চিন্তা করা। যেমন, রাস্তার মোড়ে কোন সময় ওভারটেকিং না করা।

ওভারটেকিং করার চিন্তা করলে আগে থেকেই টার্ন ইনডিকেটর চাল করে দিতে হবে। তারপর ব্লাইন্ড স্পট দেখে, আশেপাশের গাড়ি দেখে ওভারটেকিং করতে হবে।

৫.৩ সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা এড়ানো এবং নিরাপদ ড্রাইভিং

দুর্ঘটনা এড়াতে এবং নিরাপদ ড্রাইভিং নিশ্চিত করতে, আপনি বেছে নিতে পারেন এমন বেশ কয়েকটি বিকল্প উপায় রয়েছে। এর মধ্যে কিছু নিম্নে দেওয়া হল;

ক. **ট্রাফিক নিয়ম-কানুন মেনে চলা:** সব সময় ট্রাফিক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ গতিতে গাড়ি চালানো, বাঁক নেওয়ার সময় বা লেন পরিবর্তন করার সময় টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করা, স্টপ সাইন এবং ট্রাফিক লাইটে থামা এবং অন্যান্য যানবাহন ও পথচারীদের রাইট-অফ-ওয়ে দেওয়া।

খ. **যানবাহন ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা:** আপনার গাড়ির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য যাতে এটি চলাচলের সময় ভাল অবস্থায় থাকে এবং সমস্যা না করে। ব্রেক, টায়ার এবং লাইটগুলো ভাল অবস্থায় আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

গ. **সতর্ক থাকা এবং মনোযোগ দেওয়া:** গাড়ি চালানোর সময় সব ধরণের বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে যা মনোযোগ নষ্ট করবে, যেমন মোবাইলে টেক্সট করা বা ফোন ব্যবহার করা, খাবার খাওয়া বা কোন পানীয় পান করা। রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, এবং চারপাশ খেয়াল রেখে সতর্ক থাকতে হবে।

ঘ. **রুট পরিকল্পনা করা:** যাত্রা শুরু করার আগে কোন রাস্তায় গেলে ভাল হবে সেভাবে রুট পরিকল্পনা করতে হবে। অপরিচিত এলাকায় গেলে নেভিগেট করতে সাহায্য করতে একটি মানচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সম্ভব হলে ভিড়ের সময় ট্রাফিক এড়িয়ে চলতে হবে।

ঙ. **বিরতি নেওয়া:** যদি দীর্ঘ দূরত্বে গাড়ি চালান তবে বিশ্রাম নিতে এবং নিজেকে সতেজ করার জন্য সময়মত বিরতি নিতে হবে। ক্লান্তি দূর্ঘটনা ঘটার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা এবং ভালভাবে বিশ্রাম নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

চ. **শান্ত থাকা:** যদি গাড়ি চালানোর সময় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন অন্য কোনো চালক আক্রমনাত্মক আচরণ করেন বা রাস্তা নির্মাণ এর কাজ চলমান, তাহলে শান্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলতে হবে। একটি গভীর শ্বাস নিয়ে এবং নিরাপদে গাড়ি চালানোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

৫.৪ ড্রাইভিং অবস্থায় সম্ভাব্য দূর্ঘটনা এড়াতে সঠিক সময় যা যা করণীয়

ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন অনেক অবস্থার মধ্যে পরতে হয় যেন মনে হয় এখনি দূর্ঘটনা ঘটবে। তখন চালককে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয় এবং দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী পদক্ষেপ নিতে হয়। এই ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হলে চালককে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দূর্ঘটনা এড়াতে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য কি কি করা যেতে পারে তার কিছু নিম্নে আলোচনা করা হল।

৫.৪.১ বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করা

দুর্ঘটনা এড়াতে বাম দিকে ওভারটেক করার পরামর্শ দেওয়া হয় না, কারণ এটি বিপজ্জনক হতে পারে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। অনেক দেশে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেমন মাল্টি-লেন হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় বাম দিকে ওভারটেক করা আসলে বেআইনি।

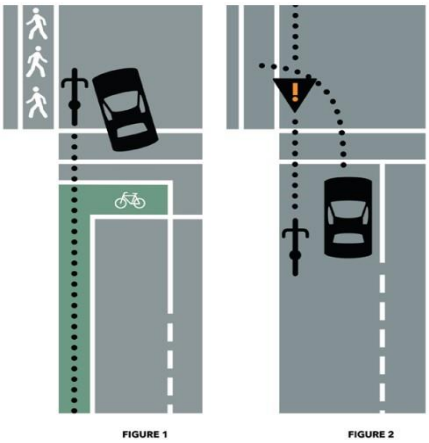

বাম দিক দিয়ে ওভারটেক

যদি নিজে এমন একটি পরিস্থিতিতে পরেন যেখানে আপনাকে দুর্ঘটনা এড়াতে হবে, তবে সর্বোত্তম পদক্ষেপ হল সাধারণত আপনার গাড়ির গতি কমানো বা সম্ভব হলে ব্রেক করে বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

আপনি যদি মাল্টি-লেনের রাস্তায় থাকেন এবং ডানদিকে সংলগ্ন লেনটিতে নিরাপদে যাওয়ার জায়গা থাকে, তাহলে আপনি বিপদ এড়াতে তা করতে পারেন। যদি বাম দিকে ওভারটেকিংই আপনার কাছে একমাত্র বিকল্প হয় এবং আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি নিরাপদে করা যেতে পারে, তাহলে আপনাকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা উচিত;

আপনার পথে অন্য কোন যানবাহন নেই তা নিশ্চিত করতে আপনার লুকিং গ্লাস এবং রোড মার্কিং চেক করুন।

ক. বাম দিকে ওভারটেক করার জন্য আপনার গাড়ির টার্ন সিগনাল দিতে হবে যাতে পিছন থেকে আসা গাড়িগুলো বুঝতে পারে আপনি বামে যেতে চাচ্ছেন এবং এরপর আপনি বামে ধীরে ধীরে অগ্রসর হরে শুরু করুন।

খ. বাম লেনে যান এবং দ্রুত এবং নিরাপদে বিপদ অতিক্রম করুন।

গ. ডান লেনে ফিরে যাওয়ার জন্য আবার ডান পাশের সিগনাল চালু করুন এবং শুধুমাত্র তখনই এটা করা যাবে যখন এটি করা নিরাপদ বলে আপনার মনে হবে।

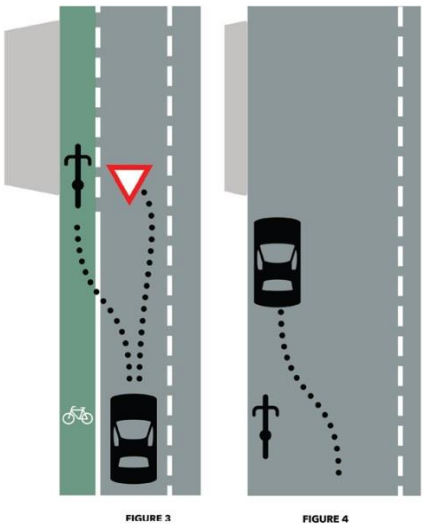

বাম দিক দিয়ে ওভারটেক

মনে রাখতে হবে, বাম দিকে ওভারটেকিং শুধুমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে করা উচিত যখন সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য এটি একেবারে প্রয়োজনীয় হয়ে পরে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, গাড়ির গতি কমানো বা থামানো এবং বিপদ কেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ভাল।

৫.৪.২ এমার্জেন্সি লেন পরিবর্তন করা

দুর্ঘটনা এড়াতে এমার্জেন্সি লেন পরিবর্তন শুধুমাত্র তখনই করা উচিত যদি এটি করা নিরাপদ মনে হয় এবং যদি পাশের লেনটিতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে। নিরাপদে লেন পরিবর্তন করতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে নিম্নের পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারে;

ক. **লুকিং গ্লাস এবং ব্লাইন্ড স্পট চেক করা** লেন পরিবর্তন করার আগে, যে লেনে যেতে হবে সে লেনে অন্য কোন যানবাহন, সাইকেল আরোহী বা পথচারী নেই তা নিশ্চিত করতে লুকিং গ্লাস এবং ব্লাইন্ড স্পট চেক করে দেখতে হবে।

খ. **টার্ন সিগনাল দেওয়া** লেন পরিবর্তন করার আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করতে হবে। এটি অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করে যে আপনি লেন পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের নিজস্ব ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করার জন্য সময় পাবে এবং সেটা করবে।

গ. **কাঁধের উপরের দিকে তাকানো** যদিও আপনার লুকিং গ্লাস এবং ব্লাইন্ড স্পট চেক করে থাকেন, তবুও আপনার কাঁধের উপরের দিকে তাকানো গুরুত্বপূর্ণ যে, যে লেনে যেতে চিন্তা করতেছেন সে পথে কোন যানবাহন নেই।

ঘ. **ধীরে ধীরে লেন পরিবর্তন করা** যখন আপনি নিশ্চিত হন যে এটি করা নিরাপদ, তখন ধীরে ধীরে লেন পরিবর্তন করা শুরু করুন। আকস্মিক বা ঝাঁকুনিপূর্ণ মুভমেন্ট এড়িয়ে চলুন যা অন্য চালকদের বিপদে ফেলে দিতে পারে।

ঙ. **নিরাপদ গতি বজায় রাখুন** নিশ্চিত করুন যে আপনি রাস্তার অবস্থা এবং যানবাহনের প্রবাহের জন্য নিরাপদ গতিতে ভ্রমণ করছেন। আপনি যদি খুব দ্রুত গাড়ি চালান তাহলে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পাশের লেনে যানজট থাকলে লেন পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন।

চ. **অন্যান্য চালকের দিকে নজর রাখুন** একবার আপনি লেন পরিবর্তন করার পরে, আপনার চারপাশের অন্যান্য চালকদের দিকে নজর রাখুন। তাদের চলাফেরা সম্পর্কে সচেতন হোন এবং তাদের আচরণে কোন আকস্মিক পরিবর্তন আছে কিনা অনুমান করুন।

মনে রাখবেন, দুর্ঘটনা এড়াতে লেন পরিবর্তন করা সর্বদা সতর্কতার সাথে করা উচিত এবং শুধুমাত্র যদি এটি করা নিরাপদ হয়। আপনি যদি নিশ্চিত না হন যে লেন পরিবর্তন করা নিরাপদ, তবে সতর্কতার সাথে এবং পরিস্থিতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ব্লাইন্ড স্পট

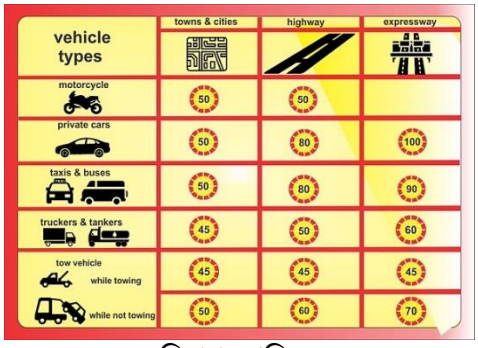

নিরাপদ গতি

৫.৫ অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা

সড়কে নিরাপদ ও দক্ষ ভ্রমণের জন্য সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য। রাস্তায় একে অপরকে সাহায্য না করলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এতে দূর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই সড়কে চলাচলে একে অপরের মধ্যে ভাল সহযোগীতার মনোভাব পোষন করা অত্যন্ত জরুরী। আরো যা যা করণীয়;

ক. **যোগাযোগ**

রাস্তা ব্যবহারকারীরা হাতের সংকেত, টার্ন সিগন্যাল এবং হেডলাইট ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এটি অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের অন্যদের গতিবিধি অনুমান করতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের নিজস্ব ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে সুযোগ দেয়, যা রাস্তায় সকলের নিরাপত্তা বাড়ায়।

খ. **রাস্তা শেয়ার করা**

বিভিন্ন ধরণের রাস্তা ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাইকেল চালক এবং পথচারীদের আরও জায়গা বা চালকদের অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন হতে পারে। চালকদের অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং তাদের ট্রাফিকের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য সেই অনুযায়ী তাদের চালনার পদ্ধতি সামঞ্জস্য করা উচিত।

গ. **ট্রাফিক নিয়ম অনুসরণ করা**

ট্র্যাফিক নিয়ম অনুসরণ করা, যেমন গতিসীমা মেনে চলা, স্টপ সাইনগুলোতে থামানো এবং পথচারীদের পারাপারের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন সবাই নিয়ম মেনে চলে, তখন রাস্তাগুলো আরও নিরাপদ এবং রাস্তায় সামনের অবস্থা অনুমানযোগ্য হয়ে ওঠে।

ঘ. **ধৈর্য এবং সৌজন্যতাবোধ**

ধৈর্য এবং সৌজন্যতাবোধ রাস্তায় সহযোগিতার ধাপকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া, পথচারীদের পথের অধিকার দেওয়া এবং অন্যান্য চালকদের বিপদে ফেলার মতো আক্রমনাত্মক ড্রাইভিং আচরণ এড়ানো।

ঙ. **সচেতনতা এবং মনোযোগ**

সড়কে সহযোগিতার জন্য অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন হওয়া এবং তাদের গতিবিধির প্রতি মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। এর অর্থ হল সেল ফোনের মতো বিভ্রান্তি এড়ানো এবং রাস্তার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের থেকে অপ্রত্যাশিত চলাচলের জন্য সতর্ক থাকা।

এই অনুশীলনগুলো অনুসরণ করে, রাস্তা ব্যবহারকারীরা রাস্তায় নিরাপত্তা এবং দক্ষতার সাথে একসাথে পথ চলতে পারবে। মনে রাখতে হবে, সহযোগিতা একটি দ্বিমুখী উপায়- অন্যদের সাথে সম্মান এবং সৌজন্যের সাথে আচরণ করুন এবং বিনিময়ে একই ধরণের আচরণ আশা করুন।

৫.৬ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতি পরিবর্তন

ড্রাইভিং এর সময় রাস্তায় বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়। যা একজন ড্রাইভারকে অনেক বিচক্ষণতার সাথে সামলে নিতে হয় না হলে দূর্ঘটনায় পতিত হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এরকম উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে কি কি করা যেতে পারে তা আলোচনা করা হল;

ক. **অ্যাক্সিলারেটর বন্ধ করা**

আপনার যদি গতি কমানোর প্রয়োজন হয়, তবে প্রথম পদক্ষেপটি হল অ্যাক্সিলারেটর প্যাডেলটি ছেড়ে দেওয়া। এটি ধীরে ধীরে আপনার গতি হ্রাস করে এবং আপনাকে আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সহায়তা করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সুবিধা হয় এবং সম্ভাব্য দূর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

খ. **ইঞ্জিন ব্রেকিং ব্যবহার করা**

আপনি যদি ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন গাড়ি চালান, তাহলে আপনি ইঞ্জিন ব্রেকিং ব্যবহার করে গতি কমাতে পারেন। ইঞ্জিন ব্রেক হল গাড়িকে কম গিয়ারে নামিয়ে নিলে ইঞ্জিনটি গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়, ব্রেক করার প্রয়োজন হয় না। এভাবে গাড়ির গতি কমিয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

গ. **হঠাৎ ব্রেকিং এড়িয়ে চলুন**

হঠাৎ বা হার্ড ব্রেকিং এ আপনার গাড়ি স্কিড করতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে, বিশেষ করে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে। আপনার যদি ব্রেক করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা সুন্দরভাবে এবং ধীরে ধীরে করুন, যাতে ট্র্যাকশন হারিয়ে দূর্ঘটনা না হয়।

ঘ. **সামনের দিকে তাকান**

আপনার চোখ সবসময় সামনের রাস্তার দিকে রাখুন, রাস্তার উপরিভাগে যেকোন বাধা বা পরিবর্তনের জন্য আপনার গতি কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে।

মনে রাখবেন, উত্থিত পরিস্থিতিতে আপনার গতি সামঞ্জস্য করার জন্য সতর্কতা এবং সচেতনতা প্রয়োজন। সর্বদা সামনের রাস্তায় আপনার ফোকাস রাখুন, এবং নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে এমন কোনো আকস্মিক বা ঝাঁকুনিপূর্ণ ঝাঁকুনি এড়াতে আপনার গতি তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে সামঞ্জস্য করুন।

৫.৭ ড্রাইভিং পেশার বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলানো

ক. **সব রাস্তা বন্ধ থাকলে** যদি কোথাও রাস্তার কাজ বা অন্য কোন প্রয়োজনে বন্ধ থাকে তাহলে বিকল্প রাস্তা নির্দেশনা দেওয়া থাকবে। যানবাহন চালককে গাড়ী চালানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হতে কোন বিকল্প নির্দেশনা দেওয়া আছে কি না? যদি থাকে তাহলে তা অনুসরন করতে হবে। একান্তই যদি কোন বিকল্প না থাকে তাহলে ঐ রাস্তা পরিহার করতে হবে।

খ. **স্টপলাইট বা শুধু হলুদ বাতি জ্বলে উঠলে** এই পরিস্থিতি সাধারনত ট্রাফিক সিগন্যালে হয়ে থাকে। সিগন্যালে গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হলুদ বাতি জ্বলে উঠলে বুঝতে হবে কিছু মুহূর্ত পর আপনাকে গাড়ি চালু করে সামনে আগাতে হবে। সুতরাং গাড়ীর গাতি কমিয়ে নিয়ন্ত্রনে রাখাতে হবে। সিগন্যাল থেকে ছাড়ার সময় অর্থাৎ লাল বাতির পর হলুদ হলে গাড়ী বন্ধ করা থাকলে চালু করতে হবে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য।

গ. **জীবজন্তু হঠাৎ গাড়ীর সামনে আসলে** যথাসম্ভব গাড়ীর গতি কমিয়ে ব্রেক করতে হবে। বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মুহূর্তের মধ্যে।

ঘ. **সূর্য যদি দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী হয়** এ রকম পরিস্থিতে চালকের সামনে সানরুপ প্যাড বা পর্দা দিতে হবে যা গাড়ীতে চালকের মাথার উপর থাকে। যা চালকের প্রয়োজন অনুয়ায়ী সমনে বা পাশের মুভমেন্ট করানো যায়।

ঙ. **আপনি যদি অদক্ষ চালকের সম্মূখীন হলে** বর্তমান সময়ে হরহামেসাই এ রকম পরিস্থিতেতে পরতে হয়। আপনি যদি বুঝতে পারেন অদক্ষ চালক সামনে, পিছনে বা পাশে উপস্থিত তাহলে তাকে সামনে ছেড়ে দিতে হবে। আপনাকে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। কারন যে কোন সময় সে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

চ. **হঠাৎ ঝড়ের সম্মূখীন হলে** আপনাকে যথাসম্ভব নিরাপদ জায়গায় গাড়ী পার্কিং করতে হবে। যদি সে সময় পাওয়া না যায় তাহলে সেখানেই গাড়ী পার্কিং করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে গাড়ীর চতুর্দিকে ২০ গজ এলাকা জুড়ে কোন ছোট-বড় গাছ থাকা যাবে না।

ছ. **রাস্তা পানি দ্বারা অবরুদ্ধ থাকলে** পানির পরিমান যদি অনুমান করা সম্ভব হয় এবং পানির উচ্চতা ০২ ফিট বা তার নিচে হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট গতিতে রাস্তা পার হতে হবে। পানির উচ্চতা অনুমান করা সম্ভব না হলে গাড়ী থেকে নেমে কোন কিছুর সাহায্যে পানির উচ্চতা অনুমান করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পানির উচ্চতা যদি গাড়ীর সাইলেন্সার পর্যন্ত বা তার বেশী হয় তাহলে রাস্তা পার হওয়া যাবে না। যদি কোন ভাবে পানি এয়ার ফিল্টার পর্যন্ত পৌছে যায় তাহলে গাড়ী বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে পানি দ্বারা অবরুদ্ধ রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ী একটানা গতিতে থাকতে হবে যেন পানি গাড়ীর যন্ত্রাংশের ভিতরে না ঢুকে য়ায়।

সেলফ চেক (Self Check) - ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা

প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য নির্দেশনা: ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ইঞ্জিন ব্রেক কি? কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

২. সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিরাপদ ড্রাইভিং করতে কি কি মেনে চলতে হয়?

উত্তর:

৩. রাস্তা পানি দ্বারা অবরুদ্ধ থাকলে কিভাবে অতিক্রম করতে হবে?

উত্তর:

৪. স্টপলাইট বা শুধু হলুদ বাতি জ্বলে উঠলে কি করতে হয়?

উত্তর:

৫. অদক্ষ চালকের সম্মূখীন হলে করণীয় কি?

উত্তর:

৬. রাইট-অফ-ওয়ে বলতে কি বুঝায়?

উত্তর:

৭. হঠাৎ ঝড়ের সম্মূখীন হলে করণীয় কি?

উত্তর:

৮. গাড়ির সিগনাল ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key) - ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা

১. ইঞ্জিন ব্রেক কি? কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ ইঞ্জিন ব্রেক হল গাড়িকে কম গিয়ারে নামিয়ে নিলে ইঞ্জিনটি গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়, ব্রেক করার প্রয়োজন হয় না। যদি ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন গাড়ি হয়, তাহলে ইঞ্জিন ব্রেকিং ব্যবহার করে গতি কমানো যায়। হার্ড ব্রেক না করে ইঞ্জিন ব্রেক করে গাড়ির গতি কমিয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ইঞ্জিন ব্রেক চালকের ড্রাইভিং কনফিডেন্স বাড়িয়ে দেয়।

২. সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিরাপদ ড্রাইভিং করতে কি কি মেনে চলতে হয়?

উত্তরঃ সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিরাপদ ড্রাইভিং করতে যা মেনে চলতে হয়;

- ট্রাফিক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।
- যানবাহন ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- সতর্ক থেকে এবং মনোযোগ দিয়ে রাস্তায় গাড়ি চালাতে হবে।
- ভ্রমণের আগে রুট পরিকল্পনা করে তারপর যাত্রা করতে হবে।
- যাত্রাপথে নির্দিষ্ট দূরত্ব ভ্রমণের পর বিরতি নিতে হবে।
- গাড়ি চালানোর সময় শান্ত থাকতে হবে।
- পরিস্থিতি অবলোকন করে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. রাস্তা পানি দ্বারা অবরুদ্ধ থাকলে কিভাবে অতিক্রম করতে হবে?

উত্তরঃ রাস্তা পানি দ্বারা অবরুদ্ধ থাকলে পানির পরিমান যদি অনুমান করা সম্ভব হয় এবং পানির উচ্চতা ০২ ফিট বা তার নিচে হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট গতিতে রাস্তা পার হতে হবে। পানির উচ্চতা অনুমান করা সম্ভব না হলে গাড়ী থেকে নেমে কোন কিছুর সাহায্যে পানির উচ্চতা অনুমান করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পানির উচ্চতা যদি গাড়ীর সাইলেন্সার পর্যন্ত বা তার বেশী হয় তাহলে রাস্তা পার হওয়া যাবে না। যদি কোন ভাবে পানি এয়ার ফিল্টার পর্যন্ত পৌছে যায় তাহলে গাড়ী বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে পানি দ্বারা অবরুদ্ধ রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ী একটানা গতিতে থাকতে হবে যেন পানি গাড়ীর যন্ত্রাংশের ভিতরে না ঢুকে য়ায়।

৪. স্টপলাইট বা শুধু হলুদ বাতি জ্বলে উঠলে কি করতে হয়?

উত্তরঃ এই পরিস্থিতি সাধারনত ট্রাফিক সিগন্যালে হয়ে থাকে। সিগন্যালে গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হলুদ বাতি জ্বলে উঠলে বুঝতে হবে কিছু মুহূর্ত পর আপনাকে গাড়ি চালু করে সামনে আগাতে হবে। সুতরাং গাড়ীর গাতি কমিয়ে নিয়ন্ত্রনে রাখাতে হবে। সিগন্যাল থেকে ছাড়ার সময় অর্থাৎ লাল বাতির পর হলুদ হলে গাড়ী বন্ধ করা থাকলে চালু করতে হবে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য।

৫. অদক্ষ চালকের সম্মুখীন হলে করণীয় কি?

উত্তরঃ বর্তমান সময়ে হরহামেসাই এ রকম পরিস্থিতেতে পরতে হয়। আপনি যদি বুঝতে পারেন অদক্ষ চালক সামনে, পিছনে বা পাশে উপস্থিত তাহলে তাকে সামনে ছেড়ে দিতে হবে। আপনাকে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। কারন যে কোন সময় সে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

৬. রাইট-অফ-ওয়ে বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ রাইট-অফ-ওয়ে: রাইট-অফ-ওয়ে বলতে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার আইনি অধিকারকে বোঝায়। আইন অনুসারে চালকদের অবশ্যই অন্যান্য চালক, পথচারী এবং সাইকেল চালকদের সঠিক পথ প্রদান করতে হবে।

৭. হঠাৎ ঝড়ের সম্মূখীন হলে করণীয় কি?

উত্তরঃ হঠাৎ ঝড়ের সম্মূখীন হলে: আপনাকে যথাসম্ভব নিরাপদ জায়গায় গাড়ী পার্কিং করতে হবে। যদি সে সময় পাওয়া না যায় তাহলে সেখানেই গাড়ী পার্কিং করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে গাড়ীর চতুর্দিকে ২০ গজ এলাকা জুড়ে কোন ছোট-বড় গাছ থাকা যাবে না।

৮. গাড়ির সিগনাল ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তরঃ গাড়ির সিগনাল ব্যবহার: ট্রাফিকে প্রবেশ করার জন্য আপনার অভিপ্রায় নির্দেশ করতে আপনার টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করুন। এটি অন্যান্য চালকদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করবে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

জব শিট (Job Sheet) – ৫ এমার্জেন্সিতে লেন পরিবর্তন করা

উদ্দেশ্য: এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে লেন পরিবর্তন কিভাবে করতে হয় তা জানতে পারবে।

সতর্কতা: রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

১. যাত্রা শুরু করার আগে গাড়ির ইন্ডিকেটর চেক করতে হবে;
২. গাড়ির ড্যাশবোর্ড চেক করতে হবে;
৩. গাড়ির সকল মিরর মুছে পরিষ্কার করে ভিউ চেক করে নিতে হবে;
৪. ট্রাফিক প্রবাহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
৫. ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে ড্রাইভিং করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

ধাপ-১ ভ্রমন শুরু করার আগে গাড়ির প্রাথমিক চেক করে নিন।

ধাপ-২ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে সিটবেল্ট বেধে নিন।

ধাপ-৩ গাড়ির চাবি দিয়ে গাড়ি আনলক করুন।

ধাপ-৪ গাড়ি নিউট্রাল করুন।

ধাপ-৫ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করুন।

ধাপ-৬ মিররে দেখে এক্সিলারেটর চেপে ধীরে ধীরে সামনে আগান।

ধাপ-৭ এমার্জেন্সি লেন পরিবর্তন করতে হলে গাড়ি স্লো করুন।

ধাপ-৮ ইন্ডিকেটর চালু করে অন্য ড্রাইভারদের বুঝান আপনি এমার্জেন্সি লেন পরিবর্তন করবেন।

ধাপ-৯ প্রয়োজন হলে হ্যাজার্ড লাইট চালু করে দিন।

ধাপ-১০ আপনার গাড়ির মিরর এবং আশে পাশের ব্লাইন্ড স্পট চেক করুন।

ধাপ-১১ মাথা উঁচু করে কাঁধের উপর দিয়ে যে লেনে যাবেন সেই লেনের ট্রাফিক কেমন আছে চেক করুন।

ধাপ-১২ ট্রাফিক প্রবাহ কমলে সুযোগ বুঝে পাশের লেইনে প্রবেশ করুন।

ধাপ-১৩ লেইনে প্রবেশ করার পর টার্ন সিগন্যাল বন্ধ করুন।

ধাপ-১৪ বর্তমান লেইনে ট্রাফিকের গতির সাথে আপনার গাড়ির গতি সামঞ্জস্য করুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)– ৫ এমার্জেন্সিতে লেন পরিবর্তন করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস:

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	গাড়ির চাবি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	গাড়ি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১
৩.	টুল বক্স	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

শিখনফল-৬: লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. লো-ভিশন সিচুয়েশনে গতি এমনভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়েছে যেন স্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন দূরত্বের ভিতরে গাড়ি থামানো সম্ভব। ২. স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হেডলাইট ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। ৩. গাড়ি চালনার সময় রাতে উজ্জ্বল আলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। ৪. রাতে চালানোর জন্য গাড়ি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. লো-ভিশন সিচুয়েশনে গতি সামঞ্জস্য করা। ২. লো-ভিশন সিচুয়েশন ▪ রাত ▪ ভারী বৃষ্টি ▪ ধুলা ▪ কুয়াশা ▪ ঘন-কুয়াশা ▪ ধোঁয়া ৩. হেডলাইট ব্যবহার করা। ৪. রাতে উজ্জ্বল আলো মোকাবেলা করা। ৫. রাতে চালানোর জন্য গাড়ি প্রস্তুত করা।
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. কুয়াশার মধ্যে কিভাবে ড্রাইভিং পরিচালনা করা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্ট ফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৬: লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৬ : লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৬ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৬ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব শিট (Job Sheet)-৬ কুয়াশার মধ্যে ড্রাইভিং পরিচালনা করা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৬ কুয়াশার মধ্যে ড্রাইভিং পরিচালনা করা।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা

শিখনউদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠ করে শিক্ষার্থীগণ -

৬.১ লো-ভিশন সিচুয়েশনে গতি সামঞ্জস্য করে ড্রাইভিং করতে পারবে।

লো-ভিশন সিচুয়েশন

- রাত
- ভারী বৃষ্টি
- ধুলা
- কুয়াশা
- ঘন-কুয়াশা
- ধোঁয়া

৬.২ হেডলাইট ব্যবহার করার সঠিক নিয়ম জানতে পারবে।

৬.৩ রাতে উজ্জ্বল আলো মোকাবেলা করে ড্রাইভিং করতে পারবে।

৬.৪ রাতে চালানোর জন্য কিভাবে গাড়ি প্রস্তুত করতে হয় জানতে পারবে।

৬.১ লো-ভিশন সিচুয়েশন

লো-ভিশন হল এমন একটা অবস্থা, যখন রাস্তা ব্যবহারকারীরা কম আলো, সূর্যের আলো, বৃষ্টি, কুয়াশা বা ধূলিকণার মতো প্রতিকূল অবস্থার কারণে ১০০ মিটার সামনের দূরত্ব স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। এটি প্রয়শই ড্রাইভিং এর সময় দেশের রাস্তায়, ঝড়ের সময়, অতিরিক্ত সূর্যের আলো থাকলে বা রাতের সময় ঘটে।

এই ধরণের পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করা চ্যালেঞ্জিং কারণ ড্রাইভিং এর সময় আমাদের সামনের রাস্তা চোখে ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে অসুবিধা হয় যা আমাদের সামনের অবস্থা উপলব্ধি, সামনের দিকে দৃষ্টি এবং রঙের পার্থক্য করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

৬.১.১ রাতের বেলায় গাড়ি চালানো

রাতে ড্রাইভিং আপনার দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। দিনের তুলনায় রাতের বেলায় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তিনগুণ বেশি হয়।

রাতে গাড়ি চালানো কেন বেশি বিপজ্জনক? রাতের বেলায়, ড্রাইভার এর দৃষ্টিশক্তি গাড়ির হেডলাইটের আলোর পরিসরেই সীমাবদ্ধ। এর মানে হল যে সামনে রাস্তায় অপ্রত্যাশিত বিপত্তি থাকলে প্রায়ই সেটা বোঝা যাবে না। রাতের বেলায় গতি এবং দূরত্ব বিচার করাও কঠিন হতে পারে, এই কারণেই পথচারী, সাইকেল আরোহী, এবং মোটরসাইকেল চালক এবং বন্যপ্রাণীর মতো স্লো স্পীড এর রাস্তা ব্যবহারকারীদের সাথে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাতের বেলা এই লো ভিজিবিলিটি এর কারণে ড্রাইভিং অনেক চ্যালেঞ্জের একটা কাজ, তাই এই সময় অনেক সতর্কতার সাথে ড্রাইভিং করতে হয়।

৬.১.২ গাড়ি চালানোর সতর্কতা

ক. আপনার উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

খ. ভিজিবিলিটি খারাপ হলে গাড়ির হেডলাইট তাড়াতাড়ি চালু করুন। আপনার গাড়িতে স্বয়ংক্রিয় হেডলাইট থাকতে পারে, কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আরও ভিজিবিলিটি প্রয়োজন তাহলে আপনি এটিকে ওভাররাইড করতে পারেন।

গ. অন্তত ১২ সেকেন্ড এগিয়ে রাস্তা স্ক্যান করুন।

ঘ. অন্যান্য ট্রাফিকের জন্য আপনার হেডলাইট ডিম করুন প্রয়োজন অনুসারে।

ঙ. রাস্তার বাম দিকে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন।

চ. প্রতি দশ সেকেন্ডে আপনার লুকিং গ্লাস চেক করুন।

ছ. প্রয়োজন হলে আপনার রিয়ার ভিউ মিররকে অ্যান্টি-ড্যাজলে পরিবর্তন করুন, কিছু মিররে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি দেওয়া থাকে।

জ. রাস্তা কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ধারণ করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রতিফলক, গাইড পোস্ট, রোড স্টাড এবং স্ট্রিট লাইট অবলোকন করুন।

৬.১.৩ সরাসরি সূর্যের আলোতে গাড়ি চালানো

আপনি কি কখনো চোখ বন্ধ হয়ে গিয়ে অন্ধত্বের একটি মুহূর্ত অনুভব করেছেন প্রখর সূর্যের আলোর মধ্যে গাড়ি চালানোর সময়? এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা যাকে সান স্ট্রাইক বলা হয়।

ক. বিশেষ করে সকাল এবং বিকেলের পিক আওয়ারে ট্রাফিকের সময় সান স্ট্রাইক অনেক বিপজ্জনক। আপনি যদি ভারী যানবাহন চালনার সময় ক্ষণিকের অন্ধত্ব অনুভব করেন, তাহলে আপনার কাছের গাড়ির সাথে দুর্ঘটনায় জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর মূল কারণ সান স্ট্রাইক। তাই আপনার পিক আওয়ার ভ্রমণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আপনার সান ভাইজর সেট করা এবং আপনার সাথে একটি পোলারাইজড সানগ্লাস রাখা, এটি আপনাকে সান স্ট্রাইক থেকে বাচাবে।

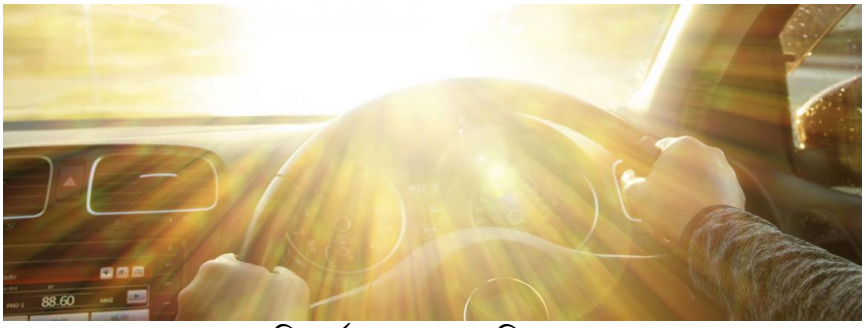

সরাসরি সূর্যের আলোতে গাড়ি চালানো

৬.১.৪ সানস্ট্রাইক এর মধ্যে গাড়ি চালানো

ক আপনার উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার রাখুন - এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি যত নোংরা হবে, তত বেশি আলো ময়লার উপর প্রতিসরিত হবে, যা আপনার ভিজিবিলিটিকে প্রভাবিত করবে।

খ আপনার কাছে সানগ্লাস থাকলে সেই সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

গ আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন এবং আপনার সামনের গাড়ির থেকে নিজের গাড়ির দূরত্ব কমপক্ষে চার সেকেন্ডে বাড়ান, কারণ আপনার সামনের রাস্তা বা যানবাহনের ব্রেক লাইট তেমন ভাল দৃশ্যমান হবে না।

সানস্ট্রাইক এর মধ্যে গাড়ি চালানো

ক গাড়ি রাস্তার বাম দিকে রাখুন, অথবা মাল্টি-লেনের রাস্তায় থাকলে মাঝখানের লেনে রাখুন।

খ অন্যান্য যানবাহন, পথচারী এবং সাইকেল আরোহীদের জন্য সতর্ক থাকুন।

গ যদি সূর্য খুব কম থাকে এবং আপনি দেখতে না পান, অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার পাশে একটি নিরাপদ জায়গায় টানুন। সচেতন থাকুন যে আপনি যদি তাড়াহুড়া করেন, তবে সানস্ট্রাইকের কারণে অন্য চালকরা আপনাকে দেখতে নাও পারে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনি রাস্তা থেকে দূরে রয়েছেন।

ঘ চোখ কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে ড্রাইভিং করতে হবে।

৬.১.৫ ঝড়ের মধ্যে গাড়ি চালানো

শুষ্ক অবস্থায় গাড়ি চালানোর তুলনায় ভারী বৃষ্টিতে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনার ঝুঁকি ৭১% পর্যন্ত বাড়াতে দেখা গেছে। ভেজা রাস্তাগুলি ব্রেকিং দূরত্ব কমিয়ে দেয় এবং রাতের বেলা গাড়ি চালানোর মতো সামনের রাস্তায় দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ করে দেয়। এটি গতি এবং দূরত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়াকে কঠিন করে তোলে।

তাই এই ধরণের অবস্থায় গতি কমানো গুরুত্বপূর্ণ, সামনের গাড়িটিকে আরও বড় দূরত্বের জায়গা দিন (ক্র্যাশ এড়ানোর জায়গা) এবং প্রয়োজনে থামার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

ঝড়ের মধ্যে গাড়ি চালানো

৬.১.৬ বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা

ক. নিশ্চিত করুন যে উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার আছে-যদি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়, তাহলে সরাসরি স্ক্রীন পরিষ্কার করার জন্য পর্যাপ্ত পানি নাও থাকতে পারে এবং যদি এটি নোংরা হয় তবে দাগও পড়তে পারে এবং আপনার ভিজিবিলিটি হ্রাস করতে পারে।

খ. প্রয়োজনে আপনার হেডলাইট চালু করুন।

গ. আপনার উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারগুলোকে যথাযথ গতিতে চালু করুন, অনবরত বা প্রয়োজন অনুযায়ী। আপনার গাড়িতে স্বয়ংক্রিয় উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার থাকলে এটি আপনার জন্য ভাল হতে পারে।

ঘ. প্রয়োজনে আপনার ডেমিস্টার চালু করুন।

ঙ. আপনার গতি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং আপনার সামনের দূরত্ব চার সেকেন্ডে সামঞ্জস্য করুন।

চ. রাস্তার বাম দিকে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন।

৬.১.৭ বৃষ্টির মধ্যে গাড়িচালনার কৌশল

বৃষ্টিতে রাস্তার উপর ময়লা, তেল এবং পানির একটি আবরণ তৈরী হয় যা অত্যন্ত পিচ্ছিল। তাছাড়া ভেজা, পঁচা পাতাও অত্যন্ত পিচ্ছিল হয় এবং তা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পাশাপাশি রাস্তা যখন ভেজা থাকে তখন রাস্তার সাথে চাকার ঘর্ষন বা রাস্তার সাথে চাকা আটকে থাকার ক্ষমতা কমে যায়। সেজন্য এসময় বাঁক নেওয়া এবং মোড় নেওয়াসহ কম দূরত্ব রেখে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করাও অত্যান্ত বিপজ্জনক। সেজন্য এরকম ক্ষেত্রে মোড় নেওয়ার সময় গাড়ির গতি স্বাভাবিকের তুলনায় কমিয়ে আনতে হবে এবং খুব সতর্কতার সাথে মোড় নিতে হবে।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়িচালনার কৌশল

৬.১.৮ কুয়াশা

কুয়াশা কয়েক মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ভিজিবিলিটি কমাতে পারে। হেডলাইট হাই বিমে থাকলে কুয়াশায় গাড়ি চালানো আরও খারাপ হতে পারে, তাই সেগুলো লো-বিমে রাখুন। ফগ লাইট চালু করুন কারণ এটি আপনাকে অনুসরণকারী ড্রাইভারদের আপনি কোথায় আছেন তা দেখতে সহায়তা করবে। পরে সেগুলো বন্ধ করতে ভুলবেন না, কারণ এগুলোর আলো খুব উজ্জ্বল এবং অন্যান্য ড্রাইভারকে বিপদে ফেলতে পারে।

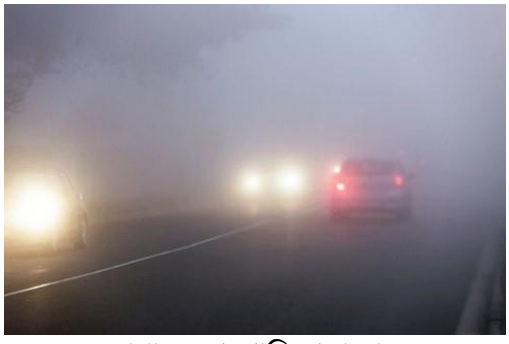

কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালানো

৬.১.৯ কুয়াশায় গাড়ি চালনার সময় সতর্কতা

ক. প্রয়োজনে আপনার ফগ লাইট ব্যবহার করুন।

খ. সামনের গাড়ির পিছনে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। রিয়ার হ্যাজার্ড লাইট নিরাপত্তার জন্য পিছনের ড্রাইভারদের সংকেত দিতে পারে।

গ. আপনি পরিষ্কারভাবে দেখতে পারেন এমন দূরত্বের মধ্যে ভালভাবে গাড়ি চালনা করুন। এটি মোটরওয়ে এবং ডুয়েল ক্যারেজওয়েতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে যানবাহনগুলো দ্রুত চলাচল করে।

ফগ লাইট

ঘ. আপনার উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার এবং ডেমিস্টার ব্যবহার করুন।

ঙ. অন্য ড্রাইভারদের হেডলাইট ব্যবহার এর বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

চ. গাড়ি স্লো করার আগে আপনার লুকিং গ্লাস চেক করুন। তারপরে আপনার গাড়ির ব্রেক ব্যবহার করুন যাতে আপনার ব্রেক লাইটগুলো আপনার পিছনের চালকদের সতর্ক করে যে আপনি গতি কম করছেন।

ছ. লো ভিজিবিলিটি হলে একটি জংশনে সঠিক অবস্থানে থামুন এবং ট্র্যাফিকের নিয়ম অনুসরণ করুন। যখন আপনি নিশ্চিত হবেন যে সামনে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া নিরাপদ, তখন তা ইতিবাচকভাবে শুরু করুন।

৬.১.১০ কুয়াশার মধ্যে গাড়িচালনার কৌশল: কুয়াশার মধ্যে গাড়িচালনা সবচেয়ে কঠিন এবং বিপজ্জনক একটি কাজ। কুয়াশার মধ্যে গাড়িচালাতে গিয়ে একজন চালককে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো-

- একজন চালক কুয়াশার মুখোমুখি হলে তাকে এ অবস্থাকে মেনে নিতে হবে এবং গাড়ির গতি ধীর করতে হবে।
- ধৈর্য্য ধারণ করে সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। হেডলাইট জ্বালাতে হবে এবং লো-বীমে রাখতে হবে।
- গাড়িতে ফগ লাইট লাগানো যেতে পারে বা হেডলাইটে হলুদ সেলোপ্লেট ব্যবহার করা যায়।
- পূর্ণ মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে গতি বাড়াতে হবে।
- রোড মার্কিং, ট্রাফিক সিগন্যাল, রিফ্লেক্টর সাইন ইত্যাদি দেখে গাড়ি চালাতে হবে।

৬.২ গাড়ির লাইট ব্যবহার করা

নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার গাড়ির বিভিন্ন লাইটের সেটিংস সম্পর্কে সচেতন এবং সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করবেন তা ভালভাবে জানা আছে। আপনি কম আলো বা মাঝারি দৃশ্যমান অবস্থার জন্য ড্রাইভিং লাইট ব্যবহার করতে পারেন। সূর্য ডুবে গেলে হেডলাইটগুলো চালু করা যেতে পারে কারণ লাইটগুলো সামনের রাস্তাটিকে আরও আলোকিত করে। ফগ লাইট বা হাই বিমের আলো শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জিং ড্রাইভিং পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত যেমন নাইট ড্রাইভিং, ফগ ইত্যাদি যেখানে আপনার বেশি আলোকসজ্জা প্রয়োজন। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে সামনে থেকে আসন্ন কোন যানবাহন নেই কারণ হাই বিমগুলো অন্যান্য চালকদের জন্য দৃষ্টি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

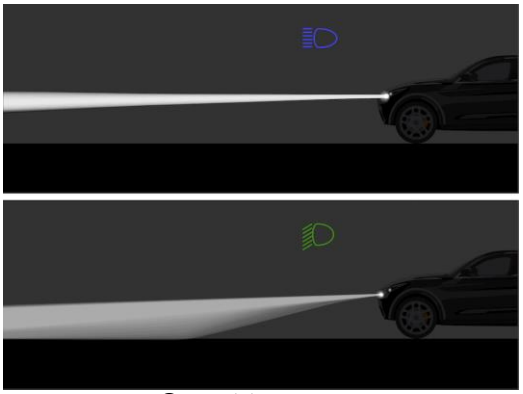

গাড়ির লাইট ব্যবহার

৬.২.১ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা

লো ভিজিবিলিটির কারণে অপ্রত্যাশিত বিপত্তি দেখা দিতে পারে, যার অর্থ ব্রেক করার জন্য আপনার সময় কম থাকবে। এমনকি আপনার গাড়ির হেডলাইট অন থাকলেও। এই অবস্থা আপনার ব্রেক টাইম মিনিমাইজ করে দেয় এবং এই অবস্থায় আপনার রিঅ্যাকশন টাইম দ্রুত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। লো ভিজিবিলিটির পরিস্থিতিতে, আপনাকে অবশ্যই আপনার এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে একটি নিরাপদ এবং উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখেছেন তা নিশ্চিত করতে আপনাকে ট্রাফিক আইনের গতিসীমার নিচে গতি কমাতে হতে পারে। প্রয়োজনে বিপত্তি এড়াতে তা করতে হবে।

৬.৩ লো ভিশন অবস্থায় গাড়ি চালানো

লো ভিশন অবস্থায় গাড়ি চালানো চ্যালেঞ্জিং হতে পারে এবং অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। লো ভিশনের সময় ড্রাইভিং করতে গেলে কি কি করণীয় তা আলোচনা করা হল;

ক. **গতি হ্রাস করা** লো ভিশন হলে আপনার গাড়ির গতি স্লো করুন এবং নিরাপদ গতি বজায় রাখুন যা আপনাকে অপ্রত্যাশিত বাধা বা বিপত্তিতে কি করতে হবে তার জন্য সময় দিবে। আপনি সামনের রাস্তা কেমন দেখতে পারছেন সে অনুযায়ী আপনার গাড়ির গতি সামঞ্জস্য করুন, মনে রাখবেন যে পরিস্থিতি বুঝতে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বেশি সময় লাগতে পারে।

খ. **নিরাপদ দূরত্ব বাড়ানো** আপনার গাড়ি এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে একটু বেশি দূরত্ব রাখুন যাতে দূর্ঘটনা রোধ করা যায়। এই অতিরিক্ত দূরত্ব আপনাকে সম্ভাব্য দূর্ঘটনা ঘটার আগে কি করবেন সেটা চিন্তা করার সময় দিবে এবং প্রয়োজনে ব্রেক করতে সময় পাবেন। লো ভিশন, যেমন কুয়াশা বা ভারী বৃষ্টি ইত্যাদি পরিস্থিতিতে সামনের গাড়ির টেললাইট দেখা কঠিন হতে পারে, তাই দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

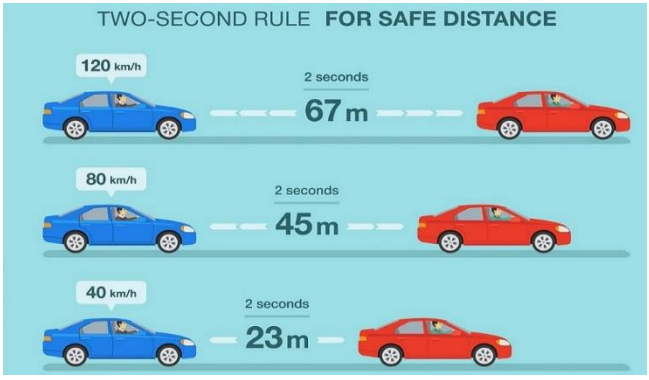

নিরাপদ দূরত্ব

গ. **হেডলাইটগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা** আপনার গাড়ির হেডলাইটগুলো অন্য ড্রাইভারদের কাছে আপনার দৃশ্যমানতা বাড়ায়, এমনকি দিনের আলোতেও। দৃশ্যমানতা মারাত্মকভাবে কমে গেলে, কম বিমের হেডলাইট বা ফগ লাইট ব্যবহার করুন যদি থাকে। ঘন কুয়াশায় উচ্চ বীম বা ফগ লাইট ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন কারণ এই লাইটের অতিরিক্ত আলো সবার বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে এবং আরও দৃশ্যমানতা হ্রাস করতে পারে।

ঘ. **আপনার গাড়ির জানালাগুলোকে ডিফোগ করুন এবং পরিষ্কার করা** আপনার গাড়ির উইন্ডশিল্ড এবং জানালাগুলো পরিষ্কার করুন এবং কুয়াশা থেকে মুক্ত রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। পরিষ্কার দৃশ্যমানতা বজায় রাখার জন্য আপনার ডিফগার এবং উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে পিছনের উইন্ডোটির জন্য পিছনের ডিফগার এবং ওয়াইপার ব্যবহার করুন।

ঙ. **সতর্ক থাকুন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা** আপনার চারপাশে অতিরিক্ত মনোযোগ দিন এবং রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যবহার করুন। অন্য যানবাহন বা বাধার উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে এমন কোনো অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায় কিনা দেখুন।

চ. **বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা** আপনার গাড়ির ভিতরে বিক্ষিপ্ততা কমিয়ে দিন, যেমন মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করা বা রেডিও সামঞ্জস্য করা। এসকল জিনিস রাস্তা থেকে আপনার মনোযোগ সরাতে পারে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াতে পারে, বিশেষ করে লো ভিশন অবস্থার স্থানগুলোতে।

ছ. **শান্ত এবং ধৈর্য্য ধারণ করা** লো ভিজিবিলিটি অবস্থায় ড্রাইভিং চাপযুক্ত হতে পারে, তাই শান্ত এবং ধৈর্যশীল থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আকস্মিক কৌশল বা আক্রমণাত্মক ড্রাইভিং এড়িয়ে চলুন। যদি দৃশ্যমানতা খুব গুরুতর হয়ে যায়, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত একটি নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার কথা বিবেচনা করুন।

জ. **রাস্তার চিহ্ন এবং প্রান্তের লাইন ব্যবহার করা** আপনার লেনের মধ্যে থাকুন এবং আপনার পথকে গাইড করতে বা পথ ঠিক রাখতে রাস্তার চিহ্ন এবং প্রান্তের লাইনগুলো অনুসরণ করুন। এই চোখে দেখার সংকেতগুলো আপনাকে রাস্তার সঠিক দিকে থাকতে এবং আপনার লেনের অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

মনে রাখবেন, আপনার গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছানোর চেয়ে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া সবসময়ই ভালো।

৬.৩.১ ড্রাইভিং পেশার বিভিন্ন পরিস্থিতি সামলানো

ক. **জীবজন্তু হঠাৎ গাড়ির সামনে আসলে;** যথাসম্ভব গাড়ির গতি কমিয়ে ব্রেক করতে হবে। বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মুহূর্তের মধ্যে। যাত্রী, খাবার এবং সেল ফোনের মতো আনুষাঙ্গিক জিনিস থেকে চালকের মনোযোগ সরিয়ে রাস্তায় মনোযোগ দিতে হবে।

খ. **সূর্য যদি দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী হয়:** এ রকম পরিস্থিতিতে চালকের সামনে সানরুপ প্যাড বা পর্দা দিতে হবে যা গাড়িতে চালকের মাথার উপর থাকে। চালকের প্রয়োজন অনুয়ায়ী সমনে বা পাশে মুভমেন্ট করানো যায়।

গ. **আপনি যদি অদক্ষ চালকের সম্মুখীন হলে:** বর্তমান সময়ে হরহামেসাই এ রকম পরিস্থিতিতে পরতে হয়। আপনি যদি বুঝতে পারেন অদক্ষ চালক সামনে, পিছনে বা পাশে উপস্থিত তাহলে তাকে সামনে যাওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। আপনাকে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। কারন যে কোন সময় সে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

ঘ. **হঠাৎ ঝড়ের সম্মুখীন হলে:** আপনাকে যথাসম্ভব নিরাপদ জায়গায় গাড়ি পার্কিং করতে হবে। যদি সে সময় পাওয়া না যায় তাহলে সেখানেই গাড়ি পার্কিং করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে গাড়ির চতুর্দিকে ২০ গজ এলাকা জুড়ে কোন ছোট-বড় গাছ থাকা যাবে না।

ঙ. **খনন ও রাস্তা মেরামত:** সড়ক নির্মাণ অঞ্চলগুলি শ্রমিক, গাড়িচালক এবং পথচারীদের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। দ্রুতগতির সীমাবদ্ধতা, অধৈর্য ড্রাইভার এবং ব্যাপক যানজট দ্বারা এই বিপত্তির সৃষ্টি হয়।

কীভাবে কার্যকর ব্যবস্থাপনা দুর্ঘটনাজনিত সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে পারেঃ

- রোড সাইনগুলো কার্যকর রাখতে হলে অবশ্যই পরিষ্কার এবং ভাল রাখতে হবে।

- ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণকারী শ্রমিকদের অবশ্যই সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- নিরাপদ সাইট অপারেশন এবং ট্রাফিক চলাচলের সাথে গতির সীমাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

চ. **পথিমধ্যে গাড়ি থেমে যাওয়া: সন্দেহাতীতভাবে নার্ভ-ব্রেকিং অভিজ্ঞতা কিছু ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বটে। তবে আপনি কি করবেন?**

- আপনি যদি পারেন তবে বামদিকে চাপানোর চেষ্টা করুন।
- সম্ভব না হলে ওয়ার্নিং ডিভাইস ব্যবহার করুন যাতে অন্যদের সমস্যা না হয়।
- ত্রুটি বের করে সমাধান করার চেষ্টা করুন।
- সম্ভব না হলে সহায়তা চান আশেপাশে কারো কাছে।

পথিমধ্যে গাড়ি থেমে যাওয়া

ছ. **মহাসড়কে থামানো এবং পেছনে চালানোর কৌশল:** মহাসড়কের যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে গাড়ি পার্ক করে যাত্রী বা মালামাল উঠানো নামানো কারণে যানজট সৃষ্টির পাশাপাশি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে কেননা মহাসড়কে প্রত্যেকটি গাড়িই খুব দ্রুত গতিতে চলাচল করে। এছাড়া মোটরযান আইনে রয়েছে সংযোগ সড়ক, ইউটার্ন, গোল চক্কর ইত্যাদির ১০ মিটারের মধ্যে গাড়ি থামানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

জ. **হাইড্রোপ্লানিং এবং চাকা পিছলে যাওয়া:** হাইড্রোপ্লানিং শব্দটি সাধারণত একটি পানি জমে থাকা রাস্তার উপরে গাড়ির টায়ার স্কিডিং করাকেই বুঝায়। হাইড্রোপ্লানিং হয়ে গেলে ঘাবড়ে না গিয়ে ঐ মুহূর্তে অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে আনাতে হবে এবং ব্রেক চাপা যাবে না। স্টিয়ারিংয়ে নিয়ন্ত্রন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে গতি কমে গেলেই রাস্তার সাথে পুনরায় টায়ারের সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং গাড়ি চালকের নিয়ন্ত্রনে আসবে। বৃস্টিতে গাড়িচালাতে গেলে আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা একান্ত জরুরী।

হাইড্রোপ্লেনিং

ঝ. **গতিরোধক:** গতিরোধক আমাদের দেশে স্পীড ব্রেকার হিসাবে পরিচিত। এটা প্রদান করার উদ্দেশ্য হল কোন বিশেষ স্থান যেমন স্কুল, সংযোগস্থল, বাজার, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানের পূর্বে গাড়ির গতি কমিয়ে আনা। গতিরোধক এর পূর্বে একজন নিরাপদ চালক হিসাবে অবশ্যই গাড়ির গতি কমাতে হবে।

ঞ. **বন্যায় মোটরযান নিয়ন্ত্রণ:** বৃষ্টিপাত, অবরুদ্ধ ড্রেন, জলের স্রোত, জোয়ার এবং নদীর তীর ফেটে যে কোন সময় বন্যার ঘটনা ঘটতে পারে। পথে যদি আপনি বন্যার কথা শুনে থাকেন তবে আপনার গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত থেকে বাচাতে উচ্চতর স্থলে যান। পানি বৈদ্যুতের সংস্পর্শে আসলে মারাত্মক দূর্ঘটনা হতে পারে এবং গাড়ির এয়ারব্যাগগুলোর কার্যক্রম হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য বন্যায় যথাসম্ভব মোটরযান উচুঁ এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত।

ট. **মাথার উপরের বৈদ্যুতিক লাইন (ওভারহেড ক্যাবল):** ওভারহেড লাইনের সাথে যানবাহন বা যন্ত্রপাতির সংযোগ হলে অনেক বড় ধরণের দুর্ঘটনার ঘটে। ওভারহেড লাইনের সংস্পর্শে আসার ঘটনায় কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা নীচের চিত্রগুলোতে দেখায়।

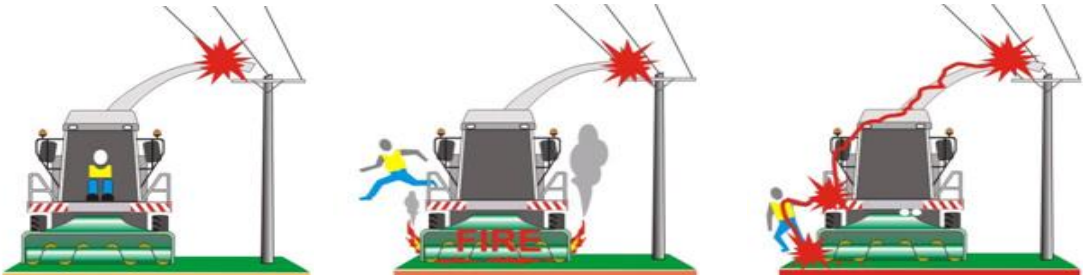

ওভারহেড ক্যাবল

- নিজেকে শান্ত রাখতে হবে, লাইভ কনাটাক্ট থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে হবে, যদি সম্ভব হয় পিছনের দিকে চলে যেত হবে অথবা জরুরী নং এ ফোন করতে হবে।
- যদি ঝুঁকি বৃদ্ধি হয়, তবে মোটরযান থেকে নিরাপদ দূরত্বে লাফ দিতে হবে ।
- অনেক বেশি ঝুঁকি হলে কোনভাবেই যাতে মোটরযান এবং ভূমির সাথে সংযোগ না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখুন।

৬.৪ রাতের বেলা গাড়ি চালানোর জন্য গাড়ি প্রস্তুত করা

রাস্তায় আপনার নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করার জন্য রাতে গাড়ি চালানোর জন্য আপনার গাড়ি প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হল যা রাতের ড্রাইভিং এ সহায়তা করবে;

ক. **গাড়ির হেডলাইটগুলি পরিষ্কার এবং পরিদর্শন করা** নিশ্চিত করুন যে আপনার গাড়ির হেডলাইটগুলি পরিষ্কার এবং সঠিকভাবে রয়েছে। লেন্স থেকে ময়লা বা ধ্বংসাবশেষ থাকলে তা পরিষ্কার করুন, এবং পরীক্ষা করুন যে সমস্ত বাল্ব সঠিকভাবে কাজ করছে। অন্যান্য ড্রাইভারকে অন্ধ না করে সর্বোত্তম দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে হেডলাইটের ফোকাস সামঞ্জস্য করুন।

খ. **আপনার গাড়ির মিররগুলো পরীক্ষা করুন এবং সামঞ্জস্য করা** নিশ্চিত করুন যে আপনার রিয়ারভিউ এবং পাশের মিররগুলো পরিষ্কার এবং সঠিকভাবে অবস্থান করা হয়েছে যাতে ব্লাইন্ড স্পট কম থাকে। আপনার পিছনে এবং আপনার পাশের রাস্তার সম্ভাব্য সর্বোত্তম দৃশ্য দেখার জন্য সেগুলিকে এডজাস্ট করুন।

গ. **বাহ্যিক লাইটগুলো পরীক্ষা করা** টেললাইট, ব্রেক লাইট, টার্ন সিগন্যাল এবং পার্কিং লাইট সহ আপনার সমস্ত বাহ্যিক লাইটগুলি কাজ করছে কিনা তা যাচাই করুন। যেকোন নষ্ট বাল্ব অবিলম্বে প্রতিস্থাপন করুন।

ঘ. **উইন্ডশীল্ড এবং জানালা পরিষ্কার করা** একটি পরিষ্কার উইন্ডশীল্ড এবং জানালা পরিষ্কার দৃশ্যমানতার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে রাতে। গাড়ির উইন্ডশীল্ড এবং জানালার অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পৃষ্ঠগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং বৃষ্টি বা ধ্বংসাবশেষ কার্যকরভাবে পরিষ্কার করার জন্য খারাপ ওয়াইপার ব্লেডগুলি প্রতিস্থাপন করুন।

ঙ. **ড্যাশবোর্ডের আলো সামঞ্জস্য করা** গাড়ির ভিতরের আলো কমাতে আপনার ড্যাশবোর্ডের আলো কমিয়ে দিন। উজ্জ্বল ড্যাশবোর্ডের আলো আপনার দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যা সামনের রাস্তা দেখতে কঠিন করে তোলে।

চ. **হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখা** রাতে গাড়ি চালানোর সময় গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখা অপরিহার্য। এমনকি রাস্তার আলোগুলি ইতিমধ্যে আলোকিত থাকলেও, আপনার হেডলাইটগুলি জ্বালিয়ে রাখলে অন্য ড্রাইভাররা আপনাকে আরও সহজে দেখতে পাবে ফলে দূর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ছ. **সামনের গাড়ির উজ্জ্বল আলো সম্পর্কে সচেতন থাকা** আসন্ন হেডলাইট বা উজ্জ্বল আলোর একদৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং আপনার দৃশ্যমানতা হ্রাস করতে পারে। আসন্ন আলোর দিকে সরাসরি তাকানো এড়িয়ে চলুন। আপনার পিছনের হেডলাইট থেকে এই আলো কমাতে আপনার রিয়ারভিউ মিররকে রাতের সেটিংয়ে এডজাস্ট করুন।

জ. **একটি নিরাপদ অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখা** দিনের আলোর সময় যে দূরত্ব বজায় রাখা হয় তার চেয়ে বেশি অনুসরণীয় দূরত্ব বজায় রাখুন রাতের বেলা ড্রাইভিং করার সময়। এই অতিরিক্ত স্থান আপনাকে রাস্তায় আকস্মিক স্টপ বা বাধার প্রতিক্রিয়া জানাতে আরও সময় দিবে।

ঝ. **বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা** আপনার গাড়ির ভিতরে যেকোন বিভ্রান্তি দূর করুন, যেমন আপনার ফোন ব্যবহার করা, রেডিও সামঞ্জস্য করা, বা ড্রাইভিং থেকে আপনার মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার মতো ক্রিয়াকলাপগুলোতে জড়িত হওয়া। শুধুমাত্র রাস্তায় ফোকাস করুন এবং সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

ঞ. **নিয়মিত যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ করা** নিরাপদ রাতে ড্রাইভিংয়ের জন্য আপনার গাড়ির ব্রেক, টায়ার এবং সাসপেনশন পরীক্ষা করা সহ নিয়মিত নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। আপনার গাড়িটি ভাল কাজের অবস্থায় আছে তা নিশ্চিত করা ব্রেকডাউন বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। এই নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করে এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে, আপনি রাতে গাড়ি চালানোর সময় আপনার নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতা বাড়াতে পারেন। সর্বদা মনোযোগ সহকারে গাড়ি চালানোর কথা মনে রাখবেন এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের প্রতি সচেতন থাকুন।

সেলফ চেক (Self Check) - ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা

প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য নির্দেশনা: ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. লো-ভিশন কি? লো-ভিশন কখন কখন হতে পারে?

উত্তর:

২. রাতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা কি কি?

উত্তর:

৩. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় বেশি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয় কেন?

উত্তর:

৪. বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর:

৫. কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালানোর সময় কি কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key) - ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা

১. লো-ভিশন কি? লো-ভিশন কখন কখন হতে পারে?

উত্তর: লো-ভিশন হল এওন একটা অবস্থা, যখন রাস্তা ব্যবহারকারীরা কম আলো, সূর্যের আলো, বৃষ্টি, কুয়াশা বা ধূলিকণার মতো প্রতিকূল অবস্থার কারণে ১০০ মিটার সামনের দূরত্ব স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। এটি প্রয়শই ড্রাইভিং এর সময় দেশের রাস্তায়, ঝড়ের সময়, অতিরিক্ত সূর্যের আলো থাকলে বা রাতের সময় ঘটে।
এই ধরণের পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করা চ্যালেঞ্জিং কারণ ড্রাইভিং এর সময় আমাদের সামনের রাস্তা চোখে ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে অসুবিধা হয় যা আমাদের সামনের অবস্থা উপলব্ধি, সামনের দিকে দৃষ্টি এবং রঙের পার্থক্য করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

২. রাতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা কি কি?

উত্তর: রাতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা:

- আপনার উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
- ভিজিবিলিটি খারাপ হলে গাড়ির হেডলাইট তাড়াতাড়ি চালু করুন। আপনার গাড়িতে স্বয়ংক্রিয় হেডলাইট থাকতে পারে, কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আরও ভিজিবিলিটি প্রয়োজন তাহলে আপনি এটিকে ওভাররাইড করতে পারেন।
- অন্তত ১২ সেকেন্ড এগিয়ে রাস্তা স্ক্যান করুন।
- অন্যান্য ট্রাফিকের জন্য আপনার হেডলাইট ডিম করুন প্রয়োজন অনুসারে।
- রাস্তার বাম দিকে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন।
- প্রতি দশ সেকেন্ডে আপনার লুকিং গ্লাস চেক করুন।
- প্রয়োজন হলে আপনার রিয়ার ভিউ মিররকে অ্যান্টি-ড্যাজলে পরিবর্তন করুন, কিছু মিররে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি দেওয়া থাকে।
- রাস্তা কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ধারণ করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রতিফলক, গাইড পোস্ট, রোড স্টাড এবং স্ট্রিট লাইট অবলোকন করুন।

৩. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় বেশি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয় কেন?

উত্তর: আপনার গাড়ি এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে একটু বেশি দূরত্ব রাখুন যাতে দূর্ঘটনা রোধ করা যায়। এই অতিরিক্ত দূরত্ব আপনাকে সম্ভাব্য দূর্ঘটনা ঘটার আগে কি করবেন সেটা চিন্তা করার সময় দিবে এবং প্রয়োজনে ব্রেক করতে সময় পাবেন। লো ভিশন, যেমন কুয়াশা বা ভারী বৃষ্টি ইত্যাদি পরিস্থিতিতে সামনের গাড়ির টেললাইট দেখা কঠিন হতে পারে, তাই দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর: বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা:

- নিশ্চিত করুন যে উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার আছে - যদি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়, তাহলে সরাসরি স্ক্রীন পরিষ্কার করার জন্য পর্যাপ্ত পানি নাও থাকতে পারে এবং যদি এটি নোংরা হয় তবে দাগও পড়তে পারে এবং আপনার ভিজিবিলিটি হ্রাস করতে পারে।
- প্রয়োজনে আপনার হেডলাইট চালু করুন।
- আপনার উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারগুলোকে যথাযথ গতিতে চালু করুন, অনবরত বা প্রয়োজন অনুযায়ী।
- প্রয়োজনে আপনার ডেমিস্টার চালু করুন।
- আপনার গতি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং আপনার সামনের দূরত্ব চার সেকেন্ডে সামঞ্জস্য করুন।
- রাস্তার বাম দিকে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন।

৫. কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালানোর সময় কি কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: কুয়াশার মধ্যে গাড়িচালনার কৌশল:

কুয়াশার মধ্যে গাড়িচালনা সবচেয়ে কঠিন এবং বিপজ্জনক একটি কাজ। কুয়াশার মধ্যে গাড়িচালাতে গিয়ে একজন চালককে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো-

- একজন চালক কুয়াশার মুখোমুখি হলে তাকে এ অবস্থাকে মেনে নিতে হবে এবং গাড়ির গতি ধীর করতে হবে।
- ধৈর্য্য ধারণ করে সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। হেডলাইট জ্বালাতে হবে এবং লো-বীমে রাখতে হবে।
- গাড়িতে ফগ লাইট লাগানো যেতে পারে বা হেডলাইটে হলুদ সেলোপ্লেট ব্যবহার করা যায়।
- পূর্ণ মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে গতি বাড়াতে হবে।
- রোড মার্কিং, ট্রাফিক সিগন্যাল, রিফ্লেক্টর সাইন ইত্যাদি দেখে গাড়ি চালাতে হবে।

জব শিট (Job Sheet)-৬ কুয়াশার মধ্যে ড্রাইভিং পরিচালনা করা

উদ্দেশ্য: কুয়াশার মধ্যে কিভাবে ড্রাইভিং করতে হয় তা জানতে পারবে।

সতর্কতা: রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

১. যাত্রা শুরু করার আগে গাড়ির ইন্ডিকেটর চেক করতে হবে;
২. গাড়ির ড্যাশবোর্ড চেক করতে হবে;
৩. গাড়ির সকল মিরর মুছে পরিষ্কার করে ভিউ চেক করে নিতে হবে;
৪. গাড়ির ওয়াইপার ভালভাবে কাজ করতেছে কিনা চেক করে নিতে হবে;
৫. ট্রাফিক প্রবাহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
৬. ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে ড্রাইভিং করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

ধাপ-১ ভ্রমন শুরু করার আগে গাড়ির প্রাথমিক চেক করে নিন।

ধাপ-২ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে সিটবেল্ট বেধে নিন।

ধাপ-৩ গাড়ির চাবি দিয়ে গাড়ি আনলক করুন।

ধাপ-৪ গাড়ি নিউট্রাল করুন।

ধাপ-৫ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করুন।

ধাপ-৬ মিররে দেখে এক্সিলারেটর চেপে ধীরে ধীরে সামনে আগান।

ধাপ-৭ রাস্তায় অতিরিক্ত কুয়াশা হলে মিরর দেখে অবস্থা বুঝে গাড়ি স্লো করুন।

ধাপ-৮ গাড়ির হেডালাইট লো বিমে রাখুন।

ধাপ-৯ ফগ লাইট জ্বালিয়ে দিন যাতে সামনের রাস্তা একটু ভাল দেখা যায়।

ধাপ-১০ প্রয়োজন হলে হ্যাজার্ড লাইট চালু করে দিন।

ধাপ-১১ আপনার গাড়ির মিরর এবং আশে পাশের ব্লাইন্ড স্পট চেক করুন।

ধাপ-১২ ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চেক করে ধীরে ধীরে সামনে চলতে থাকুন।

ধাপ-১৩ কুয়াশা অনেক বেশি হলে রাস্তা একদমই দেখা না গেলে নিরাপদ যায়গায় পার্কিং করুন।

ধাপ-১৪ হ্যাজার্ড লাইট জ্বালিয়ে রাখুন।

ধাপ-১৪ অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার ধীরে ধীরে চালিয়ে যেতে থাকুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) - ৬ কুয়াশার মধ্যে ড্রাইভিং পরিচালনা করা।

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	সেফটি হেলমেট	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৪.	বয়লার সুট	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৬.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস:

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সংশ্লিষ্ট গাড়ির চাবি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১
৩.	টুল বক্স	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় কাচাঁমাল সমুহ:

ক্রম	কাচাঁমালের নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	টাওয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী
২.	গ্লাস ক্লিনার	স্ট্যান্ডার্ড	প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩.	ফগ লাইট	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪.	স্পেয়ার চাকা	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৫.	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	স্ট্যান্ডার্ড	সেট	প্রয়োজন অনুযায়ী

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency)

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নির্দেশনা: প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নোক্ত দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলে নিজেই কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করবে এবং সক্ষম হলে **"হ্যাঁ"** এবং সক্ষমতা অর্জিত না হলে **"না"** বোধক ঘরে টিকচিহ্ন দিন।		
কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মানদন্ড	**হ্যাঁ**	**না**
১.১ রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সোজা সামনে দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়েছে;		
১.২ মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে এবং পিছনের ব্লাইন্ড স্পটের উপর নজর রেখে গাড়ি ট্র্যাফিকে প্রবেশ করতে বা বের হতে সক্ষম হয়েছে;		
১.৩ মিররগুলিতে চেক করে, গতি সামঞ্জস্য করে, এবং যথাযথ গিয়ার/ ব্রেক নির্বাচন করে ট্রাফিক জোনে প্রবেশের আগে যানটি গতি কমাতে বা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে;		
১.৪ মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে, গতি সামঞ্জস্য করে এবং গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়ি টার্ন করাতে সক্ষম হয়েছে;		
১.৫ মিররগুলিতে চেক করে, প্রয়োজনমত ব্রেক ব্যবহার এবং গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়িকে বাঁকাপথে (Curve) প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে;		
১.৬ মিররগুলিতে চেক করে, সিগন্যাল ব্যবহার করে, গতি সামঞ্জস্য করে এবং প্রয়োজনমত গিয়ারগুলি পরিবর্তন করে ওভারটেকিং সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে;		
২.১ ভ্রমণের জন্য একটি রুট পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয়েছে;		
২.২ পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে;		
২.৩ গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য রোড সাইন ও রোড মার্কার ব্যাবহার করতে সক্ষম হয়েছে;		
২.৪ নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে;		
৩.১ ট্রাফিক সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের নিয়মানুসারে ট্রাফিক নিয়মকানুনগুলি চিহ্নিত এবং অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে;		
৩.২ আইন অনুযায়ী লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন মেইনটেইন করতে সক্ষম হয়েছে;		
৩.৩ কম ট্রাফিক সম্পন্ন, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে;		
৩.৪ অনেক রোড ইউজার সমৃদ্ধ, ভাল সময়ে একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে;		
৩.৫ প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ট্রাফিক এবং রাস্তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন রয়েছে এমন একটি বিল্ট-আপ অঞ্চলে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে;		
৪.১ আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে ট্রাফিকে ড্রাইভিং কৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে;		
৪.২ আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে বিশেষ ইভেন্টগুলি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে;		
৪.৩ আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে পথচারীদের রেসপন্স করতে সক্ষম হয়েছে;		
৪.৪ আইনসম্মতভাবে ও ঠিক সময়ে কম গতির যানবাহনগুলিকে রেসপন্স করতে সক্ষম হয়েছে;		
৫.১ ট্রাফিক পরিস্থিতিতে এমন ভাবে গাড়ি চালাতে সক্ষম হয়েছে যে অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ট্রাফিকে চলমান থাকতে কোন পরিবর্তন করতে হয়নি;		
৫.২ সমস্যা জানার পর উপযুক্ত সময়ে সংঘর্ষ এড়াতে নিরাপদ এবং আইনসম্মত অপশন বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে;		
৫.৩ অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা করেছেন;		

৫.৪ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাবলীলভাবে এক্সিলারেটর থেকে পা তুলে মসৃণভাবে ব্রেক ব্যবহার করে গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে;		
৬.১ লো-ভিশন সিচুয়েশনে গতি এমনভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়েছে যেন স্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন দূরত্বের ভিতরে গাড়ি থামানো সম্ভব;		
৬.২ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হেডলাইট ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে;		
৬.৩ গাড়ি চালনার সময় রাতে উজ্জ্বল আলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে;		
৬.৪ রাতে চালানোর জন্য গাড়ি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে;		

আমি (প্রশিক্ষণার্থী) এখন আমার আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে নিজেকে প্রস্তুত বোধ করছি।

স্বাক্ষর ও তারিখ: প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ:

সিবিএলএম প্রণয়ন:

‘সুশৃঙ্খল ট্রাফিক সিস্টেমে ড্রাইভ করা’ (অকুপেশন: মোটর ড্রাইভিং, লেভেল-৩) শীর্ষক কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম)-টি জাতীয় দক্ষতা সনদায়নের নিমিত্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিমেক সিস্টেম, ইসিএফ কনসালটেন্সি এবং সিমেক ইনস্টিটিউট (যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান) এর সহায়তায় জুন ২০২৩ মাসে প্যাকেজ এসডি-৯ (তারিখঃ ২৭ জুন ২০২৩) এর অধীনে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	মোবাইল নং
১.	মোঃ ইউসুফ	লেখক	০১৮৪০ ১০৫ ৪১০
২.	আবদুল্লাহ আল মামুন	সম্পাদক	০১৮৪২ ৬৩৯ ৮৫৭
৩.	মোঃ আমির হোসেন	কো-অর্ডিনেটর	০১৬৩১ ৬৭০ ৪৪৫
৪.	মোঃ নজরুল ইসলাম	রিভিউয়ার	০১৭১১ ২৭৩ ৭০৮